শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন-সঙ্কলিত

আহ্নিককৃত্যম্

অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও বৃহৎ নিত্যকর্ম্ম।

মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

সমালোচনা—

"আহ্নিককৃত্যম্"—শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্নেন সঙ্কলিতম্। কবিরত্ন মহাশয় সুপণ্ডিত ও কৃতিব্যক্তি। তিনি ভ্রষ্টাচার হিন্দুস ন্তানদিগের উপকারার্থ নিত্যকর্ম্ম ও মন্ত্রাদি—ব্যাখ্যা সহ বিশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত করিয়া সাধারণের অনেক উপকার করিয়াছেন। এ পুস্তকের ইহাই চতুর্থ সংস্করণ। কবিরত্ন মহাশয়ের যত্নে পুস্তক খানির যেরূপ সংগ্রহ, অনুবাদ ও মুদ্রাঙ্কন হইয়াছে, তাঁহা বিবেচনা করিলে তিন আনা মূল্য অতি সুলভ হইয়াছে মনে হয়।— হিতবাদী,—২০শে বৈশাখ, ১৩০৬।

"আহ্নিককৃত্যম্। বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম্ম।" * * পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় "আহ্নিককৃত্যে"র সঙ্কলন করিয়াছেন, সরল সাধু অনুবাদ দিয়াছেন। * * গ্রন্থের গুণবত্তা পক্ষে আরও পরিচয় দিতে হইবে কি? মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র। * * লাভের আকাঙ্ক্ষা নাই। হিন্দুসন্তানকে স্বধর্ম্মের নিত্যকৃত্যে অনুরক্ত এবং অভ্যস্ত করাই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের মেডিকেল লাইব্রেরীতেও এই পুস্তক পাওয়া যাইবে। শুদ্ধ ব্রাহ্মণের নহে, হিন্দুমাত্রেরই এখানি অবশ্য পাঠ্য। গ্রন্থ যে আহ্নিককৃত্য।—বঙ্গবাসী,—২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬।

শৈশব-সহচরী।

উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিপদে আরম্ভ।

অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্যের হেমাভ রৌদ্র, ভাগীরথী-তীরস্থিত বৃক্ষ সকলের অগ্রভাগ প্রদীপ্ত করিতেছিল; মন্দ মন্দ মারুত-হিল্লোলে নদীর জল ঈষৎ চঞ্চল হইতেছিল; নদীর উভয় পার্শ্বে মনুষ্য বা মনুষ্যবসতির কোন চিহ্ন অথবা অন্য কোন শব্দ ছিল না, কেবলমাত্র সমীরণ-সঞ্চালিত নদীতীরস্থ বৃহৎ বৃক্ষদিগের শন্ শন্ শব্দ, আর অনন্তপ্রবাহিনী ভাগীরথীর

অনন্ত-সাগর-সম্ভাষণে গমনের কল কল রব শুনা যাইতেছিল। রজনীকান্তের ক্ষুদ্র জলযান, কোন বৃহৎ শ্বেত-পক্ষীর ন্যায় শ্বেত-পক্ষ বিস্তৃত করিয়া, নাচিতে নাচিতে ভাগীরথীর বিশাল-বক্ষে বিচরণ করিতেছিল। জলোচ্ছ্বাসে যেমন ভাগীরথীর বারি-রাশি উছলিতেছিল, জনক-জননী-সম্ভাষণাকাঙ্ক্ষা-জনিত সুখ রজনী-কান্তের হৃদয়ে তেমনি উচ্ছ্বসিতেছিল। অনেক দিবসের পর রজনী বাড়ী যাইতেছিলেন; রজনী একাগ্র মনে তাঁহার জননীর মুখমণ্ডল ভাবিতেছিলেন। সেই স্নেহ, সেই যত্ন, সেই ব্যগ্রতা চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি বাটী পৌঁছিবামাত্র, তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার জননী কি করিবেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন। কখন কখন তাঁহার বয়স্যবর্গ, কখন বাল্য-ক্রীড়াস্থান স্মরণ করিতেছিলেন; তাঁহাদিগের গ্রামপ্রান্তে সেই নিবিড় ঘনান্ধকার আম্র-কানন, তন্মধ্যস্থিত পদ্মপুকুর নামে সরোবর—যাতে গ্রাম্য-কুলকামিনীগণ অনুক্ষণ আগ্রীবনিমগ্ন হইয়া পদ্মবনে পদ্মপুষ্পের ন্যায় মিশিয়া থাকে এবং যে পুষ্করে সাঁতার দিতে দিতে একদিন আপনি ডুবিয়াছিলেন,—তাহা স্মরণ করিতেছিলেন। আবার কখন কখন মনে হইতে লাগিল, তাঁহার বিবাহ হইবে। কাহার সহিত বিবাহ হইবে?—শিবনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃকন্যার সহিত?—কুমুদিনী? সে ত বাল্যকালে বিধবা হইয়াছে এবং তাহার পুনরায় বিবাহ দিতে না পারায়

কুমুদিনীর পিতা হরিনাথ উদাসীন হইয়াছেন। সুবর্ণপুরে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করে কাহার সাধ্য? ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আবার মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমুদিনীর কি কনিষ্ঠা ভগিনী আছে? বোধ হয় আছে। নহিলে কাহার সঙ্গে বিবাহ স্থির হইতেছে; ভাবিতে ভাবিতে অনন্যমনে নদীর পূর্ব্বতীর দৃষ্টি করিতেছিলেন; হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। অতিদূরে বনমধ্যে নদীকূলোপরি রাজহংসের ন্যায় একটি ধবল পদার্থ দেখিয়া জানিলেন যে, নিজ গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, কেন না, ঐ রাজহংসের ন্যায় ধবল পদার্থ তাঁহার গ্রামের একটি ইষ্টকনির্ম্মিত ঘাট মাত্র; এবং উহা বসুন্ধরার ঘাট বলিয়া খ্যাত। রজনী অধীর হইয়া দাঁড়িদিগকে জোরে দাঁড় টানিতে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ভাগীরথীর জলোচ্ছ্বাসে এবং পা'লের জোরে নৌকা তর তর বেগে ছুটিতেছিল; হঠাৎ মাঝিরা পা'ল নামাইল। রজনী কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিল, পশ্চিমে বড় মেঘ উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে মেঘ সমুদায় গগনে ব্যাপ্ত হইয়া দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল, অল্পকাল-মধ্যেই ঘোররবে প্রবল ঝটিকা উঠিল। ভাগীরথীর প্রশান্ত হৃদয় দুরন্ত হইয়া উঠিল, রজনীকান্তের নৌকায় বিষম কোলাহল উঠিল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে নৌকা জলমগ্ন হইল। রজনী সাঁতার জানিতেন; দুরন্ত বেগবান্ তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে

দেশব্যাপিনী বিশালহৃদয়া জাহ্নবী নিঃশব্দে রজনীকান্তের চরণ ধৌত করিয়া ছুটিতেছে। নদীতীর জনহীন, শব্দহীন; কেবল-মাত্র রজনীকান্ত মূর্চ্ছাভঙ্গে শয়ন করিয়া আছেন।

রজনীর জ্ঞানলাভমাত্রেই বোধ হইল যে, তিনি নদীতীরে মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া আছেন বটে; কিন্তু তাঁহার মস্তক কঠিন মৃত্তিকায় রক্ষিত নহে, অথচ কোমল উপাধানেও নহে। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, এক লাবণ্যময়ী যুবতী, অর্দ্ধ জলে অর্দ্ধ স্থলে বসিয়া, সেই বিজন তটিনীকূলে তাঁহার উরূপরি রজনীর মস্তক রাখিয়া, আলুলায়িত আর্দ্র কেশরাশি দ্বারা ঝড়বৃষ্টি হইতে রজনীর দেহ রক্ষা করিতেছিল। রজনী স্বপ্ন মনে করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা তাঁহার পাদমূলে আঘাত করাতে সে ভ্রম দূর হইল, আবার চক্ষু উন্মীলন করিলেন; কিন্তু পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইলেন না। যুবতীর মুখ, কুঞ্চিত ও বিপুল-বিস্তার কেশরাশি-মধ্যে লুক্কায়িত। সেই কেশরাশির অগ্র-ভাগ রজনীকান্তের বাহুদ্বয়, বক্ষঃ, মুখমণ্ডল আবরণ করিতেছে; যুবতী মধ্যে মধ্যে সেই সুগন্ধযুক্ত কেশগুচ্ছ সকল রজনীর নাসিকাগ্রভাগ হইতে কোমল অঙ্গুলি দ্বারা স্থানান্তরিত করিতেছে। রজনী যুবতীর মুখ দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু তিনি যে, অলকগুচ্ছের অন্তরাল হইতে তাঁহার প্রতি

ব্যগ্রভাবে দৃষ্টি করিতেছিলেন, তাহা দেখিলেন। রজনী বিংশতিবৎসরবয়স্ক। এ বয়সে কে সেই সপ্তমীচন্দ্রালোকবিধৌতা কলনাদিনী তরঙ্গিণীর তীরোপরি নিবিড় কেশরাশি-মধ্যে লুক্কায়িত অপ্সরানিন্দি-সুন্দরীর উরূপরি মস্তক রাখিয়া, তাহার কেশরাশি বক্ষে করিয়া, মোহিত না হয়? রজনী আত্মবিস্মৃত হইলেন, নিজবিপদ্ ভুলিয়া গেলেন, স্বাভাবিক বল পাইলেন, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

অনন্তর যুবতী চকিতনেত্রে মস্তক নত করিয়া রজনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। উভয়ের নিশ্বাস মিশ্রিত হইল। যুবতীর অলকগুচ্ছ রজনীর গণ্ডদেশে পড়িল। রমণী দেখিলেন যে, রজনী চক্ষু চাহিয়া রহিয়াছেন, অমনি অলক্ষে অঞ্চল টানিয়া মস্তক এবং পৃষ্ঠ আবরণ করিতে চেষ্টা করিলেন, এবং সেই চেষ্টাতে অলক্ষ্যে রজনীকান্তের মস্তক তাঁহার উরু হইতে ভূমে পতিত হইল। অমনি যুবতী আপনার মস্তক আবরণ করিতে ভুলিয়া গেলেন, এবং দুই হস্তে তাঁহার মস্তক ধারণ করিয়া অতি দয়ার্দ্র স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আহা!"। তৎপরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেগেছে কি?" রজনীকান্ত সেই স্বর শুনিলেন; যেমন কোন পুষ্পের সুগন্ধ-আঘ্রাণে অথবা কোন সঙ্গীতশ্রবণে কখন কখন মনুষ্যহৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়, এই রমণীকণ্ঠস্বর শুনিয়া রজনীর সেইরূপ

হইল। রঞ্জনী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। যুবতী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেগেছে কি?"

রজনীকান্ত উত্তর করিলেন, "না—আপনি কি মুখুয্যেদের—?" তখন রমণী আত্মস্মৃতি প্রাপ্ত হইয়া অঞ্চল টানিয়া মস্তক আবরণ করিয়া সলজ্জে মৃদু মৃদু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, রঞ্জনী প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন, তখন বসন্তপবনসঞ্চালিত মেঘবৎ আস্তে আস্তে চলিলেন। রজনীও উঠিলেন; দুই একবার পদ স্খলিত হইল, তথাপি চলিলেন; সম্মুখে একটি বাঁধা ঘাট দেখিলেন, এবং চিনিলেন যে, তাঁহার নিজগ্রামের বসুন্ধরার ঘাট। অতি ধীরে ধীরে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া উপরে আসিলেন। কিন্তু রমণীকে আর দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার পরিচয়লাভার্থ ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। এই আর একরূপ বিপদ্‌।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিপদ্ নানাপ্রকার।

র্ব্বকথিত ঘটনার এক সপ্তাহ পরে এক দিবস রজনীকান্ত গঙ্গাতীরে একাকী দাঁড়াইয়া নদীর শোভা দেখিতেছিলেন। সম্মুখে জাহ্নবীর অনন্তবিস্তার অম্বুরাশি, তদুপরি বণিক্দিগের বৃহৎ বৃহৎ তরণী শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া, অতি দূর হইতে উড্ডীন হইয়া, শ্রেণীবদ্ধ রাজহংসের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কিন্তু রজনী সে সকল কিছুই দেখিতেছিলেন না। অতি দূরে একখানি ক্ষুদ্র তরী শ্বেত পা'ল বিস্তৃত করিয়া তর তর বেগে আসিতেছিল, তিনি তাহাই অনিমিষ লোচনে দেখিতেছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইলে, তাঁহার জলমজ্জন-বৃত্তান্ত সুখস্বপ্নবৎ বোধ হইতে

লাগিল। কাল মেঘ তাঁহার মিষ্ট বোধ হইতে লাগিল। সেই তুঙ্গ তরঙ্গের গর্জ্জন তাঁহার মধুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আবার সেই বিপদে পড়িতে ইচ্ছা জন্মিল। আবার সেই সুন্দরীর উরূপরি মস্তক রাখিতে বাসনা হইল। এই যে নৌকা তরতর বেগে আসিতেছে, ইহাতে আরোহণ করিলে তৎক্ষণাৎ কালমেঘ উঠিবে, সেইরূপ প্রচণ্ড ঝড় বহিবে, শেষ নৌকা জলমগ্ন হইবে, পুনরায় রমণীকে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু রজনীর আশা নিষ্ফল হইল; নৌকা নক্ষত্রবেগে বসুন্ধরার ঘাট উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণাভিমুখে ছুটিল। রজনী নিরাশ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; তৎপরে পশ্চাতে মনুষ্যকণ্ঠ শুনিয়া মস্তক ফিরাইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সমবয়স্ক একটি যুবা হাসিতে হাসিতে তাঁহার দিকে আসিতেছে। যুবক তাঁহার বাল্যসহচর, নাম মহেন্দ্রনাথ। মহেন্দ্রনাথ রজনীকে কলিকাতার নানা সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। রজনীকান্ত অন্যমনস্ক হইয়া কেবল "হাঁ" এবং "না" উত্তর করিতে লাগিলেন। রজনীর এইপ্রকার ভাবান্তর দেখিয়া মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রজনী, প্রায় দুইমাস হইল আমি যখন তোমায় কলিকাতায় দেখিয়াছিলাম, তখন তুমি সদানন্দ ছিলে; এখন ঈদৃশ ভাবান্তর কেন? তোমার বাটী আসাতে কোথায় আনন্দ

পাইবে—না উশার হ্রাস হইল? ইহার কারণ একমাত্র অনুভব হইতেছে যে, তুমি কলিকাতায় কোন রমণীর াশে বদ্ধ হইয়াছ এবং বিচ্ছেদে এমন বিমর্ষিত হইয়াছ।” কান্ত উত্তর দিলেন না। মহেন্দ্রনাথ বিরক্ত হইয়া চলিয়া ন। কিন্তু তাঁহার এই শেষ উক্তিতে রজনীর চমক ল। তিনি স্বীয় বিমর্ষভাবের কারণ এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান র নাই; এখন অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার হৃদয়- : সেই জাহ্নবীতটবিহারিণী যুবতীর ছায়া রহিয়াছে। কান্ত শিহরিয়া উঠিলেন। বুঝিলেন যে, সেই যুবতীকে প্রথম নেই ভাল বাসিয়াছেন। তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, নে সেই জাহ্নবীতীরে দাঁড়াইয়া, একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের ! লইয়া, হস্ত দ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া জাহ্নবীনীরে প করিতে লাগিলেন, এবং কেমন তাহারা ক্ষুদ্র বীচি- পঞ্চালনে নাচিতেছিল, তাহাই দেখিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বালিকার প্রেম ;—তাও বিপদ্।

এখনও অল্প অল্প বেলা আছে—আম্র, খ নারিকেলাদির উচ্চশাখায় সুবর্ণবর্ণ সূর্য্যর এখনও জ্বলিতেছিল, প্রশান্ত গঙ্গাহৃদয়ে ক্ষুদ্র-বীচিমালাসঞ্চালনে প্রতিস্ফুরি ছিল। এমত সময়ে তুইটি বালিকা গা করিতে আসিতেছিল। পথ জনশূন্য, বালিকারা অন্য দিন আমোদে আসিয়া থাকে, কিন্তু আজ ভয়ে ভয়ে ছিল ; দেখিল কোথাও লোক নাই, শব্দ নাই. উপরে নীল নভোমণ্ডলে পাপিয়ার আকাশব্যাপী পৃথিবীতে জাহ্নবীর মৃদুবাত-সংস্পর্শজনিত মধুরধ্বনি। কখ

-পাদবিক্ষেপে সঙ্কুচিতনয়নে ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে চলিল। ধ্যে কনিষ্ঠা হঠাৎ দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি দ্বারা গঙ্গাতীরবর্ত্তী টি অশ্বত্থবৃক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া জ্যেষ্ঠাকে কহিল, "দেখ প্রভা, ঐ গাছের আড়ালে কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।" প্রভা একাদশবর্ষীয়া আশ্চর্য্য সুন্দরী, তাহার শরীর তীদিগের ন্যায় গুরুত্বপ্রাপ্ত হইতেছিল। স্বর্ণপ্রভা কহিল, ই?" বয়ঃকনিষ্ঠা অর্থাৎ কামিনী ভয়সূচক মৃদুস্বরে পুনরায় ঙ্গুলি দ্বারা দেখাইল "ঐ।" এবং তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া ঠিল, "স্বর্ণপ্রভা, তোর ঐ লো তোর বর।" স্বর্ণপ্রভা এক-ার চাহিয়া দেখিল, পরে সলজ্জে রুদ্ধশ্বাসে বাটীর দিকে দৌড়িল। রজনীকান্ত বৃক্ষান্তরাল হইতে সকল দেখিতেছিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, বুঝি স্বর্ণপ্রভার সহিত তাঁহার বিবাহ হইলে সুখী হইতে পারিবেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই গঙ্গাতটবিহারি- ণীর ছায়া হৃদয়মধ্যে অনুভব করিলেন। রজনীর অম-সকল দূর আশা অন্তর্হিত হইল, রজনী চিন্তা করিবার অবকাশ পাইলেন না। বালিকাদিগের মধ্যে চীৎকার-ধ্বনি শুনিলেন।

স্বর্ণপ্রভা দৌড়িতে দৌড়িতে পড়িয়া গিয়াছে। সে গমনপূর্ব্বক স্বর্ণপ্রভাকে হস্ত ধরিয়া তুলি-। স্বর্ণপ্রভা লজ্জায় রক্তবর্ণ হইল, এবং রজনীর হস্ত করিবার জন্য বলপ্রকাশ করিল। রজনীও বল-

করিলেন ; কিন্তু আশ্চর্য্য ! রজনী পরাভূত হইলেন। স্বর্ণপ্র
কামিনীকে ইষ্টগুরু ও গঙ্গায় শপথ করাইয়া নিষেধ ক
যেন রজনীকান্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার কাহারও নিক
প্রকাশ না করে। স্বর্ণপ্রভা বাটী পৌঁছিয়া সন্ধ্যার স
কালী-বাড়ীতে আরতি দেখিতে গিয়া প্রণাম করিয়া ম
মনে বলিলেন, "হে মা কালি, রজনীকান্ত যেন আমার ব
হয়।" তৎপর দিন প্রত্যূষে স্বর্ণপ্রভার মাসি দুর্গা দুর্গা বলি
শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেছিল, স্বর্ণপ্রভা অমনি মনে
মনে বলিল, "হে মা দুর্গা, রজনীকান্ত যেন আমার বর হয়।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কেশ-বিন্যাস।

তাহাই হইল, দুই সপ্তাহ পরে দেবতারা স্বর্ণপ্রভ. প্রার্থনা শুনিলেন, রজনীকান্তের সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হইল। আগামী সোমবার ২২শে আষাঢ় বিবাহের দিন ধার্য্য হইল। অদ্য গাত্রে হরিদ্রা, সুবর্ণপুরে বড় ধুম; বরকর্ত্তা, উভয়েই ধনাঢ্য, উভয়েই বিবাহ উপলক্ষে প্রচুর ব্যয় করিতে প্রস্তুত। কন্যাকর্ত্তার বাড়ীতে আজ বড় া; স্বর্ণপ্রভার আহ্লাদের শেষ নাই, রজনীকান্ত তাহার হইবে।

এই প্রকারে কথোপকথন চলিতেছিল, কিন্তু কুমুদিনী উঁহাতে বিরক্তি প্রকাশ করাতে আদর দিদি চলিয়া গেল। স্বর্ণপ্রভা কেশরচনা শেষ হইলে চলিয়া গেল, যাইতে যাইতে অস্ফুট স্বরে আদর দিদিকে সম্বোধন করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিল, "শীগ্‌গির মর্, শীগ্‌গির মর্, শীগ্‌গির মর্।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ, সন্দেহ-ভঞ্জন।

দ্য বিবাহরাত্রি। বড় ধুম, সুবর্ণপুরের পথ ঘাট জনাকীর্ণ, কত দেশ দেশান্তর হইতে কত শত শত লোক বিবাহ দেখিতে আসিয়াছে। বরের বাটী হইতে কন্যার বাটী পর্য্যন্ত আলোকময়, এবং অবিশ্রান্ত লোকজন যাতায়াত করিতেছে; রাত্রি এক প্রহরের পর রজনীকান্ত বরবেশে শিবিকারোহণ করিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার স্বজনগণের অসুখ জন্মিল। চারিদিক্ হইতে দর্শকমণ্ডলীর কোলাহলে গগনমার্গ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। বৃহৎ অট্টালিকার একটি নিভৃত কক্ষে স্বর্ণ-

প্রভা সেই গগনভেদী কোলাহল শুনিলেন, তাঁহার হৃৎকম্প হইল, অকারণে মনে ভয়সঞ্চার হইল, স্বর্ণপ্রভা কাঁদিয়া উঠিলেন। জ্যেষ্ঠা কুমুদিনী তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনিও কাঁদিয়া উঠিলেন। কি কারণে কাঁদিতে লাগিলেন, দুই জনের কেহই বুঝিতে পারিলেন না। ক্রমে কোলাহল নিকটবর্ত্তী হইল এবং পরক্ষণেই পৌরস্ত্রীগণ "বর আসিয়াছে, বর আসিয়াছে" বলিয়া হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিল। স্বর্ণপ্রভার ক্ষণকালের জন্য আহ্লাদে শরীর কণ্টকিত হইল, বর আসনে গিয়া বসিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া পৌরস্ত্রী সকলে নানাপ্রকার ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। এবং যে সকল যুবতী বাসরে বরের সহিত রহস্য করিবার আশয়ে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বরকে দেখিয়া অস্ফুট স্বরে বলাবলি করিতে লাগিলেন, "ও আবার কি রকম? ছোঁড়া কি লড়াই করিতে আসিয়াছে নাকি?" স্বর্ণপ্রভার জননী রজনীকান্তের মূর্ত্তি দেখিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিলেন। কন্যাকর্ত্তা বিষণ্ণবদনে সভাস্থ সকলের নিকট অনুমতি লইয়া বরকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। স্বর্ণপ্রভা স্ত্রী-আচার-স্থানে আনীত হইল, কুমুদিনী স্বর্ণের সঙ্গে সঙ্গে আসিল। স্ত্রী-আচার আরম্ভ হইল। সেই সময়ে দূর হইতে এক উন্মাদিনী গাইয়া উঠিল,—

"যমুনার জলে গিয়ে, কদমতলার পানে চেয়ে,
না জানি দেখিলা কোন জনে।"

রজনীকান্ত চকিত নয়নে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে কি দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার ভাবান্তর হইল—শরীর কাঁপিতে লাগিল। আর কিছু দেখিলা নহে;—রজনীকান্ত গঙ্গাতীরে যাহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া সংজ্ঞা-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আজি সমবেত-স্ত্রীগণমধ্যে তাহাকে দেখি-লেন। দেখিলেন যে, স্বর্ণপ্রভার ভগিনী—তাঁহার শৈশব-সহচরী কুমুদিনী! কন্যাসম্প্রদান হইল, দুই হাত এক হইল, স্বর্ণপ্রভা যাবজ্জীবনের জন্য রজনীকান্তের হইল। সন্ধ্যা হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, এখন একবার গভীরনিনাদে মেঘ ডাকিল, বিদ্যুৎ হানিল, পরক্ষণে প্রবল ঝটিকা উঠিল, প্রাঙ্গণের আলো নিবিয়া গেল, পৌরস্ত্রীগণ কোলাহল করিয়া উঠিল, কন্যার জননী বর-কন্যা বাসরে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু অন্ধকারে বরকে দেখিতে পাইলেন না। আলো আনি-লেন, তথাচ দেখিতে পাইলেন না। বাটীর এদিক্ ওদিক্ চতুর্দ্দিক্, অবশেষে সমুদায় গ্রাম, আলো লইয়া, ভৃত্যবর্গ অনু-সন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও বরকে দেখিতে পাইল না। তখন কন্যাকর্ত্রী চীৎকার করিয়া আছড়াইয়া ভূমিতে পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিপদের উপর বিপদ্।

ত্রি দ্বিতীয় প্রহর; গভীরশব্দে শ্রাবণের মেঘ ডাকিতেছে, শন্ শন্ শব্দে ঘোরতর বায়ু বহিতেছে, রজনীকান্ত জনহীন প্রকাণ্ড এক প্রান্তর-মধ্যে একাকী। বর্ষাকালে প্রান্তরের স্থানে স্থানে জল দাঁড়াইয়াছে, কর্দম হইয়াছে, রাত্রি ঘনান্ধকার—ত্রয়োদশীর রাত্রি। রজনীকান্ত চলিলেন। অন্ধকারে কোথায় যাইবেন? কিন্তু দুঃসহ মনের চাঞ্চল্য হেতু রজনীকান্ত একস্থানে স্থির হইতে পারিলেন না, সুতরাং চলিলেন,—কাদার উপর দিয়া চলিলেন,—মধ্যে মধ্যে জলের উপর দিয়া চলিলেন। আবার পথ অন্বেষণে দাঁড়াইলেন,

অন্ধকারে কোথায় পথ! পশ্চাতে একবার মনুষ্য-পদ-শব্দ শুনিতে পাইলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কেও?" কোন উত্তর পাইলেন না, কিছু দেখিতেও পাইলেন না, দাঁড়াইয়া রহিলেন; একবার ভাবিলেন, তাঁহার সদ্যোবিবাহিতা স্বর্ণপ্রভাকে ত্যাগ করিয়া কুকর্ম্ম করিয়াছেন। সম্মুখে একটি বৃহৎ বট বৃক্ষ বাতাসে শন্ শন্ শব্দ করিতেছিল; রজনীকান্ত তাহাতে বুঝিলেন, যেন বৃক্ষ তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতেছে—"কি কুকাজ করিলে?" পবনদেব যেন রাগান্বিত হইয়া তাঁহার কাণে কাণে কহিতেছেন, "ছি, ছি! কি কাজ করিলে?" আবার তখন কি ভাবনা মনোমধ্যে উদিত হইল, রজনী অমনি দ্রুত চলিলেন। এবার হাঁটুসমান জলে আসিয়া পড়িলেন। কোথাও পথ দেখিতে পাইলেন না। সম্মুখে এক ধবল পদার্থ দেখিলেন। মনুষ্য বলিয়া বোধ হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেও?" এবার উত্তর পাইলেন "পথিক।" রজনীকান্ত অনুভবে বুঝিলেন যে, পথিক এক দীর্ঘাকার সন্ন্যাসী। তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে প্রান্তর উত্তীর্ণ হইবার পথ দেখাইতে পার?" পথিক কহিল, "আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।" রজনীকান্ত চলিলেন। কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া পথিককে আর দেখিতে পাইলেন না, চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "কোথা গেলে গো?" উত্তর নাই, কেবল

প্রান্তরের অপরপার্শ্ব হইতে প্রতিধ্বনি হইল "হো হো!" রজনী-কান্ত আবার দাঁড়াইলেন। এবার কলকলনাদিনী সমীরণ-সন্তাড়িতা ভাগীরথীর তরঙ্গগর্জ্জন শুনিতে পাইলেন। সেই শব্দ-উদ্দেশে চলিলেন। এখন আকাশ একটু পরিষ্কৃত হওয়াতে পথ দেখিতে পাইলেন। হঠাৎ সম্মুখে দেখিলেন, প্রচুর-বারি-পরিপূর্ণ শ্রাবণমাসের গঙ্গা কলকল রবে তরতর বেগে সাগরাভি-মুখে ছুটিতেছে। সম্মুখে গঙ্গাবাসীর কোটা দেখিয়া রজনীকান্ত বুঝিলেন যে, অন্ধকারে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই কসুন্ধরার ঘাটে আসিয়াছেন। এই স্থানে প্রায় একমাস হইল তাঁহার বিপদ্ ঘটিয়াছিল। এই ঘাটে কুমুদিনীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া মূর্চ্ছিত ছিলেন। রজনী অনেকক্ষণ তীরে দাঁড়াইয়া নদীর ভয়ঙ্কর ভাব দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বঘটনা আলোচনা করিতে লাগিলেন। পরে জলক্রীড়ার শব্দ শুনিলেন; বোধ হইল, কে জলে গা ধুইতেছে। আস্তে আস্তে ঘাটে নামিলেন; যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল—কুমুদিনী একাকিনী রাজহংসীর ন্যায় জলক্রীড়া করিতেছে। রজনীর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। কিন্তু জলবিহারিণী রমণী মাথায় কাপড় টানিতে টানিতে বলিল, "কে, রজনীকান্ত, ভগিনীপতি?" রজনীর শরীর কণ্টকিত হইল; অনেক কষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে কেন?" জলবিহারিণী উত্তর কবিল, "ডুবে মরিব ব'লে।"

রজনী কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দুঃখে ডুবে ম'রবে?" জলবিহারিণী কামিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "আমি সত্য সত্যই ডুবিতে আসি নাই; তুমি আমার ভগিনী-পতি, আমি পরীক্ষা করিতেছিলাম, আমার প্রতি তোমার স্নেহ জন্মিয়াছে কি না।" রজনীকান্ত উত্তর না করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, "আমিও জানিতে ইচ্ছা করি, তোমার ভগ্নীপতির প্রতি তোমার স্নেহ জন্মিয়াছে কিনা—আজ আমি এই গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিব, দেখি তুমি কি কর।" কুমুদিনী উত্তর করিল, "ভগ্নিপতি, তোমার কি মনে পড়ে? যখন আমরা বাল্যকালে একত্রে ক্রীড়া করিতাম—এক দিবস পদ্মপুকুরে আমার জন্য একটি পদ্ম তুলিতে গিয়া ডুবিয়া গিয়াছিলে, মনে পড়ে? কে তোমায় বাঁচাইয়াছিল? আর সে দিন এই গঙ্গাতীরে যেমন ক'রে একবার বাঁচাইয়া-ছিলাম, তেমনি ক'রে এবারও বাঁচাইব।" এই উত্তরের পর উভয়েই নীরব হইয়া রহিলেন, যেন গঙ্গার ভীষণ ভাব-দর্শনে দুই জনেই স্তম্ভিত হইয়াছিলেন; ক্ষণেক পরে রজনী বলিলেন, "আচ্ছা তবে আমি জলে ডুবি, তুমি সেই প্রকারে আমায় বাঁচাও দেখি।" এই বলিয়া কূল হইতে জলে ঝাঁপ দিলেন। অমনি কুমুদিনীও চীৎকার করিয়া রজনীর পশ্চাতে পশ্চাতে ঝাঁপ দিলেন। চীৎকারধ্বনি সেই ভীষণ-তমিস্র নৈশ গগনে

আরোহণ করিয়া গঙ্গার এ কূল ও কূল হইতে প্রতিধ্বনিত হইল। কুমুদিনী রজনীকে ধরিতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে এক দীর্ঘাকার পুরুষ চিবুক পর্য্যন্ত জলে নিমগ্ন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কুমুদিনী কাঁদিয়া তাহাকে বলিলেন, "ওগো তুমি কে গো রক্ষা কর; আমার ভগ্নীপতি এইমাত্র জলে ডুবিল, তাহাকে বাঁচাও!" আগন্তুক অতি ক্রুদ্ধ এবং গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কুমুদিনি!" কুমুদিনীর শরীর কাঁপিয়া উঠিল, নিঃস্পন্দ হইল। তিনি দেখিলেন, এক দীর্ঘাকার ভীষণাকৃতি সন্ন্যাসী তাঁহাকে ডাকিতেছে। ভয়ে তাঁহার অঙ্গ অবশ হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী পুনরপি ডাকিল, "কুমুদিনি! তুমি যাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলে, তাঁহার শিবপূজা শেষ হইয়াছে। ঐ দেখ, তিনি তোমার জন্য মন্দিরের নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; উঠ, বাড়ী যাও।" কুমুদিনী বলিল, "আমার ভগ্নীপতি!" সন্ন্যাসী বলিল, "ভয় নাই।" মন্দিরের নিকট হইতে বামাকণ্ঠে এক-জন ডাকিল, "কুম আয়, আমার হইয়াছে।" কুমুদিনী আস্তে আস্তে তীরে উঠিয়া চলিলেন। আবার দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ভগ্নীপতিকে আমাদের সঙ্গে পাঠাও, আজ যে তাহার বাসর।" সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ হইতে কে উত্তর করিল, "এই আমার বাসর-ঘর।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বাখ্যান

বহুকাল পূর্ব্বে সুবর্ণপুরে রামভদ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ধনীদিগের গৃহে নিমন্ত্রণ খাইয়া রামভদ্র আপনার উদর পুরণ করিতেন। তাঁহার পরিবারের মধ্যে একমাত্র নবমবর্ষীয়া ভগিনী ছিল। ভগিনী চন্দ্রাবলী অসামান্য রূপবতী ছিল। পূর্ব্বাঞ্চলের কোন অশীতিবর্ষবয়স্ক ধনাঢ্য ভূস্বামী তাঁহার পাণিগ্রহণ করাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে রামভদ্রের দরিদ্রতা ঘুচিল। প্রাচীন ভূস্বামী কিঞ্চিৎকাল পরে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। চন্দ্রা-

বলীর সন্তান হইল না দেখিয়া, তিনি আপন মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে চন্দ্রাবলীর ইচ্ছানুসারে তাঁহার বিপুল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া স্বর্ণ এবং রৌপ্যরাশি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যু হইলে চন্দ্রাবলী আপন ভ্রাতা রামভদ্রকে তাঁহার আলয়ে বাস করাইলেন, এবং তিনিও কিছুদিন পরে রামভদ্রকে স্বামীর চিরসঞ্চিত ধনরাশি উপঢৌকন দিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। রামভদ্র, ভগ্নীর বিয়োগের দুঃখেই হউক, আর "যঃ প্রয়াতি স জীবতি" ভাবিয়াই হউক, তৎক্ষণাৎ ভগ্নীপতির বাটী পরিত্যাগ করিয়া ভাগীরথীতীরে, নিজগ্রামে আসিয়া বাস করিলেন। সম্ভবাতিরিক্ত ব্যয়-ভূষণ করিলে পাছে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েন, এই আশঙ্কায় রামভদ্র অপর্য্যাপ্ত ধনের অধিপতি হইয়াও অতি সাবধানে কালযাপন করিতেন। তাঁহার পরলোক-গমন হইলে তাঁহার পুত্রদ্বয় কমলাকান্ত ও লক্ষ্মীকান্ত তাদৃশ সাবধানতার প্রয়োজন বিবেচনা করিলেন না; তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া ভূসম্পত্তি ক্রয় করিলেন এবং আপনাদিগের আবাস জন্য পৃথক্ পৃথক্ অতি বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলেন ও পৈতৃক ধনরাশির উপযুক্ত ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

এই প্রকারে লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় দুই পৃথক্ পৃথক্ অতি বিস্তৃত জমিদারীর মূল-

ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের পরে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত দুই সহোদরের বংশ উহা অবিবাদে ভোগদখল করিয়াছিল। তৎপরে যখন রমাকান্ত এবং তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই জমিদারীর অধিপতি হইলেন, তখন এই বহুকালের সম্পত্তিতে কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটিল, তদ্বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল—

রমাকান্ত কিছু পরিমিত-ব্যয়ী হওয়াতে তারাকান্ত অপেক্ষা অধিক ধনী হইয়া উঠিলেন। এমন কি, যখন জমীদারের তরফ সুবর্ণপুর নীলামের ইস্তাহার হইল, তখন তারাকান্তের নিতান্ত ইচ্ছা, উহা ক্রয় করিয়া বাসভূমির অধিপতি হয়েন। কিন্তু নিজের তত সঙ্গতি না থাকাতে রমাকান্তের নিকট একখানি তালুক বন্ধক রাখিয়া খত লিখিয়া দিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়া উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিলেন। কালে এই খতই দুই বংশের মধ্যে অনর্থের মূল হইল।

এপর্য্যন্ত দুই বংশে সম্প্রীতি ছিল, সম্প্রতি অন্য কারণে অপ্রীতি ঘটিল। এক দিবস রমাকান্তের একজন চাকরাণী খিড়কীর পুষ্করিণীতে বাসন মাজিতে গিয়া তারাকান্তের একজন খাসপরিচারিকার পরিষ্কার গাত্রে অসাবধানে জল দিয়াছিল। খাসপরিচারিকার উহাতে অপমান বোধ হওয়াতে তৎক্ষণাৎ উভয়ে তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল, ও সেই যুদ্ধে

দুই বাড়ীর দুই গৃহিণী পর্য্যন্ত পৌঁছিল। সুতরাং সেই সূত্রে রমাকান্ত ও তারাকান্তের বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল।

প্রথমে গালিগালাজ, পরে আলাপ ও নিমন্ত্রণ বন্ধ। তৎপরে ছোট ছোট মোকর্দ্দমা, প্রজা ধরিয়া টানাটানি, শেষে লাঠালাঠির উপক্রম। শেষে তারাকান্ত জেলার সদর আদালতে আরজি দাখিল করিলেন যে, আমি রমাকান্তের ঋণ পরিশোধ করিয়াছি। রমাকান্ত বন্ধকি সম্পত্তিতে দখল দেয় না, অতএব দখল পাওয়ার প্রার্থনা। দাবির প্রমাণস্বরূপ তারাকান্ত কয়েক খণ্ড রসীদ দাখিল করিলেন। রমাকান্ত বলিলেন, রসীদ জাল। মোকর্দ্দমা ক্রমে ক্রমে প্রিবিকৌন্সেল পর্য্যন্ত গিয়াছিল। তিন আদালতে রমাকান্ত জয়ী হইলেন এবং তিন আদালতের খরচা পাইলেন। তারাকান্ত ক্রমে ঋণগ্রস্ত হইয়া একে একে সকল বিষয় খোয়াইলেন, শেষে অর্থহীন ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া মনোদুঃখে উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে তিনি পুত্রের মুখাবলোকন করিতে পাইলেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রমণীকান্ত অতি কিশোর বয়সে রামহরি মুখোর ভ্রাতৃকন্যা কুমুদিনীকে বিধবা করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন; কনিষ্ঠ রতিকান্ত বাণিজ্যার্থে দেশান্তরে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতেও তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরমকালে যত্ন এবং

সেবার্থ কেহ ছিল না; তাঁহার পুত্রবধূ কুমুদিনী আপনার শরীর-পতন করিয়াও শ্বশুরের শুশ্রূষা করিতেন। তারাকান্ত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গঙ্গালাভ করিলেন।

পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া রতিকান্ত দেশে আসিলেন; পরে পিতার শ্রাদ্ধাদি সমাপনানন্তর আপনার স্ত্রী ও ভ্রাতৃজায়া কুমুদিনীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। গৃহস্থ অন্যান্য সকলের মধ্যে কাহাকে শ্বশুরবাড়ী, কাহাকে বাপের বাড়ী, কাহাকেও অন্য কোথাও পাঠাইয়া দিয়া, তাঁহার অতি বৃহৎ অট্টালিকার দ্বার রুদ্ধ করিয়া, ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন, কেহ তাহা জানিতে পারিল না। এদিকে রমাকান্ত, তারা-কান্তের সমুদায় ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া অতি প্রবল জমিদার হইলেন এবং কিছু দিন পরে তাঁহার একমাত্র পুত্র রজনী-কান্তের বিবাহ দিলেন; বিবাহ-রাত্রি হইতে রজনী নিরুদ্দেশ হওয়াতে রমাকান্ত পুত্রের বিরহে রোগগ্রস্ত হইয়া আত অল্প-কালেই মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

যাহা সচরাচর ঘটে না।

রমাকান্তের শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত। তাঁহার কন্যারা মহাসমারোহপূর্ব্বক আয়োজন করিয়াছেন, একজন জ্ঞাতি শ্রাদ্ধ করিবে. সভা সুসজ্জিত হইয়াছে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা বসিয়াছেন, শ্রাদ্ধাধিকারীর আসন প্রস্তুত। পুরোহিত পুষ্পাদি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, জ্ঞাতি অতি গম্ভীরভাবে যজ্ঞোপবীত মার্জ্জনা করিতে করিতে আসনের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। এমত সময় হঠাৎ একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। জ্ঞাতি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, স্বয়ং রজনীকান্ত আসন গ্রহণ করিতেছেন। আহ্লাদে আত্মী-

য়েরা চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন; রজনীকান্ত রীতিমত শ্রাদ্ধাদি করিলেন। শ্রাদ্ধান্তে পরিবারস্থ সকলকে ডাকিয়া একত্র করিলেন। সকলে সমবেত হইলে বলিলেন, "তোমরা সকলেই জান যে, এই বিষয় আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ-কৃত। পিতা কোন উইল করিতে পারেন নাই।" রজনীর ভগ্নীপতি দেবনাথ মুখো বলিলেন, "তাঁহার উইল করিবার আবশ্যক কি? তিনি সকলকে আপনার নিকট রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই সকলের পক্ষে উইল। তাহাতেই সকলের মঙ্গল করা হইয়াছে।"

রজনীকান্ত বলিলেন, "মুখোপাধ্যায় মহাশয়, আপনার কথা অমৃততুল্য; এক্ষণে শ্রবণ করুন। পিতা উইল করিয়া যান নাই, কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার আদেশ ছিল যে, আমি তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার আশ্রিত অনুগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আমার ইচ্ছানুরূপ তাঁহার সঞ্চিত অর্থ বিতরণ করিতে পারিব।"

দেবনাথ মুখো বলিলেন, "দেবতারা মেঘকে বৃষ্টি করিতে বলিয়া থাকেন।"

রজনী বলিলেন, "দেবতারা কখন কখন অনাবৃষ্টিও ঘটাইয়া থাকেন। এক্ষণে আপনারা সকলে জানেন, আমি কিছু কৃপণ।"

দেবনাথ মৃদু মৃদু বলিলেন, "সূর্য্যদেব অন্ধকারের কর্ত্তা।"

এবার রজনী উত্তর না করিয়া কহিলেন, "আমি স্বেচ্ছা-ক্রমে যাহাকে যাহা দিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। আমার মধ্যমা ভগ্নী শৈলবতী কোথায়?" একজন স্ত্রীলোক কহিল, "তিনি আসেন নাই। কাঁদিতেছেন।"

রজনীকান্ত বলিলেন, "মেজদিদিকে পনর হাজার টাকা দিলাম। তৃতীয়া ভগ্নী শৈলবালা কোথায়?" শৈলবালা প্রসন্নমুখে অগ্রবর্ত্তিনী হইল। রজনী বলিলেন, "তোমাকে দশ হাজার টাকা দিলাম।"

শৈলবালার প্রফুল্ল মুখ ম্লান হইল—বলিল, "কেন রজনী, মেজদিদিকে পনর হাজার, আমাকে দশ হাজার?"

রজনী কহিলেন, "মেজদিদি তোমা হইতে পাঁচ বৎসরের বড়, এই জন্য।"

শৈলবালা, "আমি টাকা চাহি না" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কক্ষের বাহিরে গেল।

রজনী অম্লানবদনে বলিলেন, "সেজ দিদি টাকা লইলেন না—আমি তাঁহার টাকাও মেজদিদিকে দিলাম।" দেবনাথ মুখো বলিলেন, "তিনি রাগ করিয়া গিয়াছেন, এখনি আবার আসিবেন। আপনার উপর রাগ করিবেন না ত কাহার উপর রাগ করিবেন।" সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া রজনীকান্ত পিসী, মাসী, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী, কুটুম্ব, ভৃত্য

প্রভৃতিকে পিতৃসঞ্চিতার্থ বিতরণ করিলেন। কিন্তু রজনীকান্ত দেবনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন কথা উল্লেখ করি-লেন না। দেখিয়া দেবনাথ বলিলেন,

"তোমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী স্বর্গে গিয়াছেন, তাঁহার অংশ আমি পাইতে পারি।"

রজনী বলিলেন, "আপনি যখন তাঁহার কাছে যাইবেন, তখন আপনার দ্বারা তাঁহার টাকা প্রেরণ করিব।"

দেবনাথ কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তবে আমার নিজাংশ?"

রজনী উত্তর করিলেন, "আপনাকে এক টাকা দিলাম।"

দেবনাথ প্রথমে মনে করিলেন রহস্য, কিন্তু যখন রজনী গাত্রোত্থান করিয়া চলিয়া যান, তখন বুঝিলেন রহস্য নহে। তখন বলিলেন, "এক টাকাই আমার এক লক্ষ।"

দশম পরিচ্ছেদ।

যাহা সচরাচর ঘটে।

রাত্রি ঘনান্ধকার, অমাবস্যা নিশীথ কালে, সমীরণ গম্ভীর গর্জ্জন করিতেছে। তৎকর্ত্তৃক তাড়িতা হইয়া সুবর্ণপুর গ্রামের প্রান্তবাহিনী জাহ্নবী কল কল করিতেছে। তটোপরি এক উচ্চ দেবমন্দির। গ্রামের প্রান্তভাগে বসতি নাই; কেবল সেই কলকলনাদিনী বহুজলপূর্ণা নদী, আর সেই তুঙ্গ-শিখরশালি মন্দির। নিকটে নিবিড় বন—ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ তরু, লতা, কণ্টকাদিতে [illegible] বন। মন্দির ভগ্ন, প্রাচীন, জনসমাগমচিহ্নশূন্য। মন্দিরমধ্যে করালমূর্ত্তি দেবী কালী—সেই ভৌতিক রাজ্যের যোগ্য অধিষ্ঠাত্রী। সপ্তহস্ত-

পরিমিতা পাষাণময়ী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, সেই অন্ধকার-স্থানে অন্ধকার করিয়া, মহাকাল-হৃদয়োপরি বিরাজ করিতেছেন। দিবসে এক বৃদ্ধ বারেক মাত্র আসিয়া সামান্য প্রকারে পূজা করিয়া যাইত। রাত্রে কেহ তথায় আসিত না। নিকটে শ্মশান, তথায় শবদাহ হইত। গ্রাম্য লোকে দিবসেও সেখানে আসিতে সাহস করিত না।

সেই ভয়ঙ্কর মন্দিরমধ্যে রাত্রে কখন কখন গ্রাম্য লোক দূর হইতে আলো দেখিতে পাইত। সেই আলোক দেব-যোনি কর্ত্তৃক জ্বালিত বলিয়া গ্রামবাসীদিগের বিশ্বাস ছিল। কখন কখন তথা হইতে শঙ্খধ্বনিও হইত।

অদ্য অমাবস্যার রাত্রি। এই গভীর অন্ধকারময় নিশীথে একজন দুঃসাহসিক গ্রামবাসী, সেই মন্দিরাভিমুখে আসিতে-ছিল। একবার সাহস করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, আবার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতেছিল। কখন চলিতেছিল, কখন দাঁড়াইয়া দুর্লক্ষ্য নভঃস্থ মন্দিরচূড়া নিরীক্ষণ করিতেছিল। এমত সময়ে মন্দিরমধ্যে আলো জ্বলিতেছে, অকস্মাৎ তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তখন আরও সন্দিগ্ধচিত্তে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা গম্ভীর শঙ্খনাদে সেই কানন কম্পিত হইল। শুনিবামাত্র পথিক নিঃসঙ্কোচচিত্তে মন্দিরা-ভিমুখে চলিল।

মন্দিরে আসিয়া, মুক্ত পথে প্রবেশ করিয়া, ভক্তিভাবে দেবীকে প্রণাম করিল। দেখিল এক ব্রাহ্মণ রাশীকৃত জবা-পুষ্প, বিল্বপত্র, রক্তচন্দনাদি দ্বারা দেবীর পূজা করিতেছে। সদ্যশ্ছিন্ন ছাগমুণ্ড, এবং ছাগদেহ তথায় পড়িয়া রহিয়াছে। রক্তে মন্দির প্লাবিত হইতেছে।

যতক্ষণ পূজা-সমাপন না হইল, ততক্ষণ আগন্তুক নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। পূজা-সমাপনান্তে পূজক জিজ্ঞাসা করিল, "এখনও ত স্থিরপ্রতিজ্ঞ?"

আগন্তুক বলিল, "আমার প্রতিজ্ঞা স্থিরই আছে।"

পূজক কহিল, "তবে দেবীর পদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর।"

তখন আগন্তুক কালী-প্রতিমার চরণে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, "মা জগদম্বে, আমি তোমার চরণস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যতদিন রজনীকান্ত বাঁড়ুয্যের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান থাকিবে, ততদিন আমি কায়মনোবাক্যে তাহার শত্রু। যাহাতে তাহার সর্ব্বস্বান্ত হয়, তাহা আমি করিব।"

পূজক তখন গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, "আমার প্রতিজ্ঞা ভিন্ন। আমি রজনীকান্ত বাঁড়ুয্যের চিরশত্রু; যতদিন রজনীকান্ত বাঁড়ুয্যে জীবিত থাকিবে, তত দিন আমি তাহার সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল কায়মনোবাক্যে সাধিব। যদি তাহাতে

অযত্ন করি, তবে যেন হে জগদম্বে, আমি তোমার কোপে পতিত হই।”

তখন উভয়ে দেবীকে প্রণাম করিয়া প্রতিমাতলে উপবেশন করিল।

ইহাদিগের মধ্যে যে প্রথম হইতে মন্দিরে থাকিয়া পূজা করিতেছিল, সেই রতিকান্ত বাঁড়ুয্যে। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তাহার নিরুদ্দেশের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আর যে পরে আসিয়াছিল, সে রজনীর ভগ্নীপতি দেবনাথ মুখোপাধ্যায়। রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, “রজনী এখন আমার সন্ধান করিতেছে কেন, কিছু জান?”

দেবনাথ। কেহ কিছু বুঝিতে পারিতেছে না।

রতি। দেখ, আমরা যে অভিপ্রায়ে এই গুরুতর শপথ করিলাম, তাহাতে যদি পরস্পরকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করি, তবে আমাদিগের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

দেবনাথ। আমি এই দেবীর মন্দিরে বসিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে অবিশ্বাস করিতেছি না। আমি বাস্তবিক জানি না। তুমি মনে করিতেছ যে, একত্রে বাস করি, সর্ব্বদা কাছে থাকি, এ সকল কথা আমার জানিবার সম্ভাবনা; কিন্তু তাহা নহে। রজনীকান্ত সহজ লোক নহে। তাহার চরিত্রের মধ্যে কেহ কিছুমাত্র প্রবেশ করিতে পারে না।

রতি। তোমার যদি ভয় হয়, তবে তুমি আমাকে ত্যাগ করিতে পার।

দেবনাথ। আমি কালীর পদস্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছি, ভয় হইলেও আমি তোমার ক্রীতদাস। বিশেষতঃ আমরা যে জয়ী হইব, তাহার এক বিশেষ লক্ষণ দেখিতেছি। আমাদের একজন প্রধান সহায় জুটিয়াছে।

রতি। কে?

দেব। রজনীর তৃতীয়া ভগিনী শৈলবালা। পিতৃধনে রজনী তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে।

রতি। তাহাকে বিশ্বাস করিও না। হাজার হউক সে ভগিনী।

দেব। তুমি তাহাকে চেন না। সেও একটি রত্ন। সে যে আমার সহিত এক-পরামর্শী, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ তোমাকে একটি সংবাদ দিতেছি। আগামী কল্য রজনী কলিকাতায় যাইবে।

রতি। সেটা কি এমন বিশেষ সংবাদ, তা ত বুঝিলাম না।

দেব। বিশেষ সংবাদ এই যে, রজনীর সঙ্গে অনেক নগদ টাকা যাবে।

রতি। কেন?

দেব। কেন? তুমি আজ দুই দিনের জন্য সন্ন্যাসী হইয়া

কি সব ভুলিয়া গেলে। ঘরে নগদ টাকা ধরে না, সুতরাং কলি-কাতার ব্যাঙ্কে অথবা অন্য কোন স্থানে উহা রাখিতে যাই-তেছে।

রতি। এ সংবাদ ভাল বটে; কোন্ পথ দিয়া যাইবে?

দেব। কলিকাতায় যাইবার নৌকাপথ ভিন্ন আর কোন পথ আছে? কিন্তু রজনী প্রথমতঃ পাল্কীতে নীলারপুর পর্য্যন্ত যাইবে, তথায় মামার বাটীতে একদিবস থাকিয়া নৌকাপথে যাইবে।

রতি। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিলাম, এক্ষণে কার্য্যে চলিলাম।

এই কথার পরে উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া স্ব স্ব স্থানাভিমুখে চলিলেন। গভীর নিশীথে অমাবস্যার অন্ধকারে দেবনাথ শ্যালকগৃহে ফিরিয়া চলিলেন; কিন্তু তিনি যে ভয়ঙ্কর শপথ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল; অন্ধকারে প্রতি পদে তাঁহার ভয়বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পথিপার্শ্বে নদীগর্ভে প্রেত-ভূমি। তৎপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, যেন কত প্রেতমূর্ত্তি দাঁড়া-ইয়া বাহু তুলিয়া তাঁহাকে বলিতেছে "কি ভয়ানক শপথ!" পরিষ্কার নৈশাকাশপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, লক্ষ লক্ষ তারা তাঁহার দুর্লঙ্ঘ্য ভীষণ শপথের সাক্ষ্য দিতেছে; উজ্জ্বল নিষ্ঠুর

কটাক্ষে তাঁহাকে বলিতেছে "আমরা সাক্ষী আছি।"
নাথ তখন আপনার অভিসন্ধি মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন। ভাবিলেন, "রজনীর আমি সর্ব্বনাশ করিব, কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। কিন্তু কেন? আমি রজনীর আশ্রিত, তাহার গৃহে থাকি, তাহার অন্ন খাই। তাহার পিতার অন্নে আমার শরীর। রজনীকান্ত কি আমার কোন অপকার করিয়াছে? কিছু না। তবে কেন? সে আমাকে কিছু দেয় নাই। দেয় নাই, ইহা নিতান্ত বৈরিতার কাজ করিয়াছে। টাকাগুলি পাইয়া এই সময়ে আমার মনের মানস সিদ্ধ করিতাম। টাকা না দিয়া রজনী আমার ইহজন্মের সুখ নষ্ট করিয়াছে। আমি তাহাকে নষ্ট না করিব কেন? কিন্তু টাকা কার? রজনীকান্তের। তবে আমার ক্ষতি কি? ক্ষতি এই, আমি রজনীকান্তকে দেখিতে পারি না; পিছনে কে?"

"পিছনে কে?" এই কথাটি দেবনাথ পরিস্ফুট স্বরে বলিলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, অন্ধকারে কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু যতক্ষণ পথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন, ততক্ষণ মধ্যে মধ্যে তাঁহার এইরূপ ভ্রান্তি জন্মিতে লাগিল। পরিশেষে রজনীকান্তের অট্টালিকামধ্যে প্রবেশ করিলেন। অন্ধকারে সিঁড়িতে উঠিতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহাকে বলিল, "মুখোপাধ্যায় মহাশয়, এত রাত্রে একটা

লা লইলে ভাল হইত; অন্ধকারে সিঁড়িতে পা বাধিয়া পড়িয়া যাইবেন।”

দেবনাথ চমকিয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন “কে, রজনী বাবু?”

রজনী বলিলেন, “আপনারই ভৃত্য।”

দেব। এত রাত্রে কোথায় গিয়াছিলেন?

রজনী। কোথায় যাইব? আপনার বাড়ীতেই আছি। আপনি কোথায় গিয়াছিলেন?

দেব। নিমন্ত্রণে।

দেবনাথ কম্পিত কলেবরে শয্যাগৃহে গমন করিলেন। রজনীও আপন শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভ্রম।

"সোণার বরণ হ'লো কাল,
গুণ দেখে মোর মন হারাল।"

কোথা হইতে কে এই গীত গাইতেছিল, তাহা কেবল বৃহৎ তিন্তিড়ী বৃক্ষের উপর বসিয়া একটি চিল জানিতে পারিতেছিল। বৃক্ষের সন্নিকটে উচ্চ স্তূপোপরি একটি শিবের মন্দির; তাহার পশ্চাদ্ভাগ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। তাহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠ সকল ভগ্ন: এবং তাহার চারিদিকে অতি নিবিড় বন। সে স্থল মনুষ্যসমাগম-চিহ্নমাত্র-রহিত। নিকটে অতি বৃহৎ প্রান্তর—বৃক্ষহীন, জনহীন, পশুহীন, শোভাহীন

প্রান্তর। তন্মধ্য দিয়া গ্রাম্য পথ। কদাচিৎ সে পথে মনুষ্য যদি কেহ যাইত, তবে ভগ্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে মনুষ্য থাকিলে তাহাকে তাহার দেখিবার সম্ভাবনা ছিল না।

সন্ধ্যাকাল; আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল। সেই ভগ্ন-প্রকোষ্ঠ-মধ্যে লুকাইয়া দশ বার জন মনুষ্য। তাহাদেরই মধ্যে একজন মৃদু মৃদু গান করিতেছিল, তিন্তিড়ী-বৃক্ষারূঢ় পক্ষী ভিন্ন আর কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছিল না। অকস্মাৎ গান বন্ধ হইল, গায়ক কহিল,

"কে আসিতেছে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "যে আসিবার, সে আসিতেছে।"

ইতিমধ্যে খর্বাকৃতি অথচ বলিষ্ঠ এবং মল্লবেশী এক ব্যক্তি প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রকোষ্ঠস্থ ব্যক্তিরা তাহাকে ব্যগ্রতাসহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "কি সংবাদ আনিলে?"

আগন্তুক কহিল, "ঠিক সন্ধ্যার সময় বাবু পাল্কীতে উঠিবে।"

"এই পথ দিয়া যাবে?"

"হাঁ, এই পথ দিয়া।"

"সঙ্গে কয় জন বেহারা?"

"বার জন।"

"আর কোন লোক সঙ্গে আস্‌বে?"

"তা বুঝলুম না।"

"বেহারাদের কেমন দেখ্‌লে ?"

"মিব্বি কালো কোলো নন্দঘোষের মত, কাহারও কাহারও বোকা ছাগলের মত দাড়ি আছে।"

"আহা! তামাসা ছাড়, বলি আমরা দশ জনে যার জন বেহারার মোহাড়া নিতে পার্‌বো ?"

"পার্‌বে, আমাদের চীৎকার শুনিলেই তাহারা মোহ যাবে।"

ইত্যবসরে দূরনিঃসৃত অস্ফুট ভ্রমর-গুন্‌গুন্‌বৎ শিবিকা-বাহকদের কোলাহল নৈশগগন ভেদ করিয়া শ্রুতিগোচর হইল। কোন্ পথ দিয়া আসিতেছিল, তাহা দৃষ্ট হইল না। সমস্ত দিবস বৃষ্টি হওয়াতে প্রান্তরপথ অতি দুর্গম হইয়াছিল, তজ্জন্য বাহকদিগের পা মধ্যে মধ্যে পিছলিয়া যাইতেছিল। বাহকেরা দেবতাকে, মাঠকে, এবং কখন কখন শিবিকারোহীকে গালি দিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু ইহাদিগকে গালি দিয়া তৃপ্তি লাভ না হওয়াতে, কেহ কেহ সমভিব্যাহারী বাহকের সহিত কলহ আরম্ভ করিল। এইপ্রকার বিবাদ করিতে করিতে বনমধ্যে ভগ্নমন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইল, এইখানে শুষ্ক স্থান পাইয়া কাঁধ বদলাইতে শিবিকা থামাইল। কিন্তু একজন বাহকের পা আর এক জনের পায়ের উপর পড়াতে, দুই জনে বচসা হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে অলক্ষ্যে বেহারাদিগের

উপরে শ্রাবণের ধারাবৎ যষ্টির আঘাত হইতে লাগিল। বাহকেরা প্রথমতঃ চমকিত ও বিহ্বল হইল। পরে আপনাদিগের দলের মধ্যে যষ্টিহস্ত অপরিচিত লোক দেখিয়া শিবিকা রাখিয়া পলায়ন করিল, এবং তাহাদিগের দেখাদেখি শিবিকা-রক্ষক দুইজন হিন্দুস্থানী মল্লবেশীও পলায়ন করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দেবমন্দির।

দস্যুরা এক্ষণে নির্জ্জন দেখিয়া শিবিকার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দেখিল, উহার মধ্যে রজনীবাবুর পরিবর্ত্তে একজন অবগুণ্ঠনবতী রমণী রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে দস্যুবর্গ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও বিস্ময়বিহ্বল হইয়া রহিল। তৎপরে শিবিকারূঢ়া রমণী

তোমরা যদি টাকার জন্য আমার পাল্কী ধরিয়া থাক, তবে ভুল করিয়াছ—আমার সঙ্গে টাকা নাই, গাত্রেও অলঙ্কার নাই, আমি বিধবা। কিন্তু যদি আমাকে সুবর্ণপুরে আমার বাটী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দাও, তা হ'লে আমি পুরস্কার দিব ও এই ঘটনা গোপন করিব—”

একজন দস্যু কহিল, "তোমার বাড়ী স্নবর্ণপুরে ?"

রমণী। হাঁ।

দস্যু। তোমাদের কোন্ বাড়ী, রজনীবাবুদের বাড়ী ?

রম। হাঁ, সেই বাড়ীই বটে।

দস্যুরা চুপি চুপি পরামর্শ করিতে লাগিল। একজন কহিল, "ওরে গোবরা, আমাদের বড় ভুল হয়েছে, রজনীবাবুর স্নবর্ণপুর হইতে আসিবার কথা; কিন্তু এ পাল্কী ঠিক উল্টাদিক্ দিয়া এসেছে, এ পাল্কী স্নবর্ণপুরে যাবে; স্নবর্ণপুর থেকে ত আস্‌ছিল না। আমাদের ঠিকে ভুল হয়েছে।"

একজন প্রবীণ দস্যু কহিল, "যা হবার হয়েছে, এখন কি পরামর্শ ?"

গোবরা কহিল, "মেয়ে মানুষটা বোধ হয় রজনী বাবুর বোন, উহাকে রজনীর বদলে আমাদের বাবুর নিকটে নিয়ে গেলে বোধ হয় কাজ হবে, কি বলিস্‌রে ?"

দস্যুগণ সকলেই এই পরামর্শ সঙ্গত বিবেচনা করিয়া চারিজন দস্যু দ্বারা শিবিকাসহিত রমণীকে লইয়া চলিল। রাত্রি একপ্রহর, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়াতে অতিশয় অন্ধকার হইয়াছে। দস্যুরা প্রান্তর পার হইয়া গ্রাম্যপথ ত্যাগ করিয়া অন্য এক পথ ধরিল; দেখিয়া রমণী জিজ্ঞসা করিলেন,

"তোমরা কোথায় যাইতেছ ? এ ত স্নবর্ণপুরের পথ নয়—"

দস্যুরা উত্তর করিল না দেখিয়া রমণী চিন্তিত হইলেন; কিন্তু তাহাদিগের অনুনয় বিনয় অথবা ভয়প্রদর্শন বৃথা-বোধে আপনার অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর করিয়া মৌনাবলম্বনে রহিলেন। দস্যুবাহকগণ রমণীর এইপ্রকার নির্ভীকতা দেখিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, "বাবুরা হ'লে এতক্ষণ কত কাঁদিত, কত আমাদের পায়ে পড়িত, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এ ছুঁড়ি একবার চেঁচালে না!" ক্রমে শিবিকার দুই পার্শ্ব গাঢ় অন্ধকারময় হইল। রমণী বুঝিল যে, শিবিকা কোনও নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কিছুক্ষণ এই প্রকার অন্ধকারময় নিবিড় অরণ্য অতিবাহিত করিয়া এক স্থানে শিবিকা থামিল, এবং পরক্ষণেই একজন দস্যু কহিল,

"বেরিয়ে এসগো ঠাকুরুণ—"

রমণী শিবিকা হইতে অবরোহণ করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে এক প্রকাণ্ড মন্দির, চতুর্দ্দিকে নিবিড় অন্ধকার এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিতেছে। তখন আদেশমত একজন দস্যুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঐ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কুমুদিনী।

রমণী মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন গৈরিক-বসনপরিধান, শ্মশ্রুলমুখমণ্ডল, এক যুবা সম্মুখে পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি পূজা করিতেছেন। রমণী গাঢ় অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণের পর তাঁহার সমভিব্যাহারী দস্যু কহিল, "বাবু মহাশয়!" পূজক কিঞ্চিৎ বিলম্বে দস্যুর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি, সফল হইয়াছে?"

দস্যু উত্তর না করিয়া হঠাৎ চমকিত নেত্রে রমণীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। তাহার কারণ এই যে, পূজকের কণ্ঠস্বরে

অবগুণ্ঠনবতী হঠাৎ অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন। পূজক, দস্যু যে দিকে চমকিতভাবে চাহিতেছিল, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "এ কে? এ যে স্ত্রীলোক!"

দস্যু। আজ্ঞে, একটা ভ্রম হয়েছে, তাঁহাকে ধরিতে গিয়া একটা স্ত্রীলোককে ধ'রে ফেলেছি।

পূজক ক্ষণকাল অবগুণ্ঠনবতীকে আপাদমস্তক অবলোকন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" কিন্তু স্ত্রীলোক কোনও উত্তর না করাতে পূজক পুনরপি কহিলেন,

"আপনি ভীতা হইবেন না। সচ্ছন্দে পরিচয় দিন, কোনও ভয় নাই। রমণী অবগুণ্ঠন হইতে অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কি কারণে দস্যু দ্বারা আমায় ধৃত করাইলেন?"

উত্তর—আমার চিরশত্রুকে ধরিতে গিয়া ভ্রমক্রমে আপনাকে ধরিয়াছে। আপনার কোনও আশঙ্কা নাই।

র। কোনও আশঙ্কা নাই, তাহাতে বিশ্বাস কি?

উত্তর—বিশ্বাস এই যে, আমি এই ইষ্টদেবতার সম্মুখে অসত্য কথা কহিব না, বা অন্যায় কার্য্য করিব না।

অবগুণ্ঠনবতী দস্যুকে মন্দির হইতে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "কিন্তু যখন এই ইষ্টদেবতার সম্মুখে বন্দী করিবার

অভিলাষে রজনীকান্তকে ধৃত করিবার অনুমতি করিয়াছিলেন, তখন আপনাকে বিশ্বাস কি ?"

যেমন নিকটস্থ কোনও বস্তুতে বজ্রাঘাত হইলে পথিক চমকিত ও বিহ্বল হয়, পূজক সেই প্রকার হইলেন এবং কিয়ৎকালপরে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"আপনি কে ?"

রমণী দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া অবগুণ্ঠন কিঞ্চিৎ উন্মোচন করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার অগ্রজের পত্নী কুমুদিনী।"

পাঠক এতক্ষণে বোধ হয় শ্মশ্রুবিশিষ্ট পূজককে চিনিতে পারিয়াছেন। তিনি রতিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি রজনী-কান্তের পিতা কর্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া উদাসীন হইয়াছেন। তিনি ক্ষণেক নীরব রহিলেন; পরে বিহ্বলের ন্যায় অস্ফুটস্বরে স্বগত বলিতে লাগিলেন, "ইনি এখানে কেন ?"

কুমুদিনী কিঞ্চিৎ কঠিন স্বরে কহিলেন, "তুমিই আমায় ধরিয়া আনিয়াছ ?"

রতিকান্ত অতি কাতর স্বরে বলিলেন, "আপনার কি আমার এ অবস্থা দেখিয়া দয়া হয় না, এখনও ভর্ৎসনা !"

কুমুদিনী উত্তর করিলেন না, কিন্তু রতিকান্ত বুঝিতে পারিলেন যে, কুমুদিনী কাঁদিতেছেন। তাঁহার পাষাণনির্ম্মিত

হৃদয় আর্দ্র হইল, চক্ষে এক ফোঁটা জল আসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কুমুদিনী কম্পিত স্বরে বলিলেন, "এ দুঃখ কি জন্য? কেন স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়াছ? এস, গৃহে চল, তাহাদিগকে লইয়া সংসার করিবে চল।"

রতি। গৃহে যাইয়া কি খাইব?

কুমু। আমার বহুমূল্যের অলঙ্কার আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া খাইবে।

রতিকান্তের পুনরায় কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত হইল, নয়নে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল।

রতি। আমি আপনার অনুরোধে গৃহে যাইতে পারি, কিন্তু আমার পৈতৃক ঐশ্বর্য্য যে রজনীকান্ত আমার সম্মুখে ভোগ করিবে, তাহা আমার অসহ্য হইবে।

কুমু। রজনীকান্ত ধর্ম্মভীরু লোক—সবিশেষ জানিতে পারিলে তোমার পৈতৃক সম্পত্তি তোমাকে ফিরিয়া দিতে পারেন।

রতিকান্তের হঠাৎ ভাবান্তর হইল এবং অতি রুষ্টভাবে কহিলেন, "কি! ভিখারীর ন্যায় রজনীকান্তের দ্বারস্থ হইব, আর সে আমাকে দ্বারবান্ দ্বারা বহিষ্কৃত করিবে!"

কুমু। রজনীকান্ত আমার ভগ্নীপতি, আমি অনুরোধ করিলে তোমার সহিত কুব্যবহার করিবেন না।

রতিকান্ত অনেককাল ওষ্ঠদংশন করিতে লাগিলেন। তৎ-পরে কহিলেন,

"আমার স্মরণ ছিল না যে, রজনী আপনার সম্পর্কীয় ও আত্মীয়—আপনি আমার অন্তরের অতি গুহ্য কথা জানিতে পারিয়াছেন, এক্ষণেই উহা রজনীকান্তকে জ্ঞাত করাইবেন।"

কুমু। এ অতি অন্যায় কথা; আমার রজনীও যেমন, তুমিও তেমনি। আমি দিবারাত্র কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি, যেন নাইতেও তোমার মাথার কেশ ছেঁড়ে না।

রতি। আপনি যাহা বলিতেছেন সকলই সত্য, কিন্তু আমি অতি পাষণ্ড, আমি পৃথিবীর উপর বিশ্বাস হারাইয়াছি। আপনি এই দেবীর পদস্পর্শ করিয়া শপথ করুন যে, রজনীর প্রতি আমার যে অভিপ্রায়, তাহা গোপন রাখিবেন।

কুমুদিনী উত্তর করিলেন না, ক্রোধে তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে অতি কঠিন স্বরে বলিলেন,

"আমি তোমার কে, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ?"

রতি। আপনি আমার ভ্রাতৃজায়া, তাহা বিস্মৃত হই নাই; কিন্তু রজনী যে আপনার ভগ্নীপতি, তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলাম।

কুমু। তবে আমার সহিত এমত কুব্যবহার করিতেছ কেন?

রতি। কেবল আত্মরক্ষার্থ।

কুমু। আমার দ্বারা অনিষ্টের আশঙ্কা কেন, আমি কি তোমার শত্রু ?

রতি। আমার শত্রু নন, কিন্তু রজনীর ত মিত্র।

কুমু। ছি! তোমার অন্তঃকরণ অতি কুৎসিত হইয়াছে।

রতি। শপথ করুন্।

কুমু। আমি শপথ করিব না।

র। রজনীকে সকল জ্ঞাত করাইবেন্ ?

কুমু। তাঁহার বিপদ্ তাঁহাকে জানাইব।

র। শুনুন, যদি আপনি শপথ না করেন, তবে অদ্য রাত্রেই আপনার ভগ্নী স্বর্ণপ্রভাকে বিধবা করিব।

কুমু। আচ্ছা, তবে আমি চলিলাম। রতিকান্ত দ্বার-দেশে দুই হস্ত বিস্তৃত করিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,

"যতক্ষণ না রজনীর মৃত্যু হয়, ততক্ষণ আপনি এই ঘরে বন্দী রহিলেন।"

কুমু। তুমি আজিও এমন পাষণ্ড হও নাই; এ সকল তোমার দ্বারা অসম্ভব।

র। তবে দেখুন।

এই বলিয়া রতিকান্ত, দস্যুদিগের দলপতিকে আহ্বান করিয়া, মন্দিরের সোপানের নিকট দাঁড়াইয়া চুপি চুপি কি

বলিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, কুমুদিনী তথায় নাই। আশ্চর্য্য হইয়া আলোক লইয়া মন্দিরের চতুষ্কোণ ও অন্যান্য স্থান অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তখন সমূহ বিপদ্ বিবেচনা করিয়া দস্যুদিগের সহিত স্বয়ং যাত্রা করিলেন।
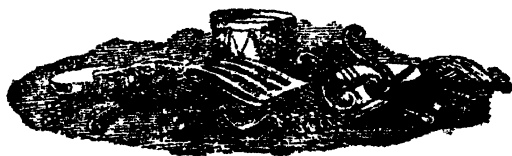
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

স্বর্ণপ্রভা।

"আজ কেন আমার মন এত অস্থির হয়েছে!" স্বর্ণপুরের গগনস্পর্শিনী এক অট্টালিকার একটি সুসজ্জিত শয়নকক্ষে এক অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কোপরি বসিয়া একটি দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা পর্য্যঙ্কশায়ী একটি যুবা পুরুষের মুখপ্রতি চাহিয়া এই বাক্য বলিল, "আজ কেন আমার মন এত অস্থির হয়েছে!" শয়নকক্ষে দীপালোক অতি ক্ষীণ জ্বলিতেছিল। রাত্রি ঘনান্ধকার, প্রায় দ্বিতীয় প্রহর, পৃথিবী নিঃশব্দ; কেবল নিকটস্থ জলাশয় হইতে বর্ষার অনুচর-বর্গের কলরব, আর এই নিভৃত কক্ষে দুইটি স্ত্রীপুরুষের কথোপকথন হইতেছিল।

যুবক এই বাক্য শুনিবামাত্র উঠিয়া বসিয়া বামহস্ত বালি-

কায় বামস্কন্ধে আরোপণ করিয়া দক্ষিণহস্তে তাঁহার বদন ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কেন স্বর্ণ, কি জন্য তোমার মন এত অস্থির হইয়াছে?"

"তা জানিনে" বলিয়া স্বর্ণপ্রভা রজনীকান্তের বক্ষঃস্থলে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন।

"কেন কেন, কি হইয়াছে?" রজনী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

স্বর্ণপ্রভা মুখ তুলিয়া রজনীর মুখপ্রতি দৃষ্টি করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "কেবলই মনে হ'তেছে, যেন আর তোমাকে দেখিতে পাইব না।" বলিয়া আবার রজনীর বক্ষঃস্থলে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দুই এক ফোঁটা নয়নবারি রজনী-কান্তের চক্ষু হইতে আস্তে আস্তে স্বর্ণপ্রভার গণ্ডদেশে পড়িল। অমনি স্বর্ণপ্রভা চমকিয়া উঠিয়া রজনীর চক্ষে হস্ত দিয়া পরীক্ষা করিলেন, "আমার মন সুস্থির হইয়াছে, সব অসুখ সেরে গিয়াছে, আর কাঁদিব না।" এই বলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার রজনীর ক্রোড়ে অবোধ বালিকার ন্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। রজনী দুঃখিত হইয়া এই দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার অনুরাগ চিন্তা করিতেছিলেন। দুঃখিত হইবার কারণ এই যে, এই প্রগাঢ় প্রেমের পরিবর্ত্তে স্বর্ণপ্রভাকে কেবলমাত্র তিনি কৃতজ্ঞতা দিতে পারিয়াছিলেন,

তাঁহার প্রণয় দিতে অক্ষম হইয়াছিলেন; সে প্রণয় কেবল মাত্র তিনি কুমুদিনীর জন্ত রাখিয়াছিলেন। এবংবিধ চিন্তা করিতে করিতে রজনী অন্তমনস্ক হইলেন। পৃথিবী নিঃশব্দ, স্বর্ণপ্রভা নিঃশব্দে তাঁহার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া ক্ষীণ দীপালোকের প্রতি চাহিয়া আছেন। অকস্মাৎ রজনীকান্ত, সাবধানতাসূচক রমণীকণ্ঠে "বিধু বিধু" বলিয়া খিড়কী-দ্বারদেশে কে ডাকিতেছে, শুনিতে পাইলেন। রজনীকান্ত চমকিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন। স্বর্ণপ্রভাও রজনীর ক্রোড় হইতে মস্তক তুলিয়া রজনীর মুখ-প্রতি চাহিয়া রহিলেন। পরে উভয়েই, পুনঃ পুনঃ সেই মৃদুস্বরে "বিধু বিধু" বলিয়া ডাকিতে শুনিতে পাইলেন। এই ভীষণ গভীর তিমিরাবৃত যামিনীতে সেই স্বর শুনিয়া স্বর্ণপ্রভার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, বালস্বভাবসূচক কুসংস্কারে উহাকে অনৈসর্গিক জ্ঞান করিলেন। রজনীকান্ত আস্তে আস্তে উঠিয়া কক্ষদ্বার উদঘাটন-পূর্ব্বক ছাদের উপর আসিলেন। স্বর্ণপ্রভা দৃঢ়মুষ্টিতে রজনীর করধারণপূর্ব্বক সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। যে ছাদ হইতে খিড়কী দ্বার নিকট, উভয়ে সেই ছাদে আসিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না—অনন্ত অন্ধকারে পৃথিবী আচ্ছন্ন, গগনমণ্ডল অনন্ত মেঘান্ধকারে আবৃত, কেবল কোথাও দুই একটি বৃক্ষ, অসংখ্য খদ্যোতমালায় হীরকখচিত বৃক্ষের ন্যায় জ্বলিতেছিল, আর নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় হইতে বর্ষার অনুচরগণের

কলরব শুনা যাইতেছিল। রজনীকান্ত খিড়কীর নিকটস্থ ছাদে আসিয়া পুনঃপুনঃ সেই ডাক শুনিতে পাইলেন, কিন্তু মনুষ্যাবয়ব দেখিতে পাইলেন না। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" কোনও উত্তর পাইলেন না—স্ত্রীলোক বোধ করিয়া স্বর্ণপ্রভা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা তুমি?" স্ত্রীলোক উত্তর করিলেন "আমি কুমুদিনী। শিগ্‌গির দোর খুলে দিতে বল।" স্বর্ণপ্রভা অতি কাতর স্বরে রজনীকে কহিলেন, "ঐ দেখ আজ কি বিপদ্ ঘটিয়াছে। নহিলে দিদি কেন এত রাত্রে এখানে আসিবে।" তৎপরে বিধুকে জাগরিত করিয়া, তাহাকে সবিশেষ অবগত করাইয়া, খিড়কী দ্বার খুলিতে অনুমতি করিলেন। বিধু পূর্ব্বে স্বর্ণপ্রভার পিত্রালয়ের পরিচারিকা ছিল। এক্ষণে রজনীকান্তের সংসারে ঐ পদাভিষিক্ত। বিধু চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া, "বড়দিদি এখানে কেন" বলিতে বলিতে, খিড়কী দ্বার খুলিয়া দিল। কুমুদিনী অতি দ্রুত গৃহপ্রবেশ করিয়া বলিলেন, "বিধু, শীঘ্র আয়. স্বর্ণ কোথায়?"

বিধু। দিদি, কি হয়েছে?

কুমু। বলছি, তুই শীঘ্র স্বর্ণ কোথা দেখাবি আয়।

দুই জনে অতি দ্রুত চলিলেন। বিধু খিড়কী দ্বার রুদ্ধ করিতে ভুলিয়া গেল। কিঞ্চিৎ দূরে স্বর্ণপ্রভার সহিত সাক্ষাৎ হইল। কুমুদিনী স্বর্ণপ্রভাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া

কানে কানে কি বলিলেন। স্বর্ণপ্রভা "ওমা কি হবে" বলিয়া, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রজনীকান্তের নিকট গিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "পলাও, ওগো পলাও।" রজনী বিস্মিত হইয়া স্বর্ণের মুখপ্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পলাইব কেন, কি হইয়াছে?" স্বর্ণপ্রভা তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তোমায় খুন করিতে আসিতেছে—"

র। কে?

স্ব। তোমার শত্রু।

র। রতিকান্ত?

স্ব। হ্যাঁ।

র। তা ভয় কি, আসুক না কেন।

স্ব। সে অনেক লোক নিয়ে আস্‌ছে, ওগো পলাও।

র। ছি!

ইত্যবসরে উভয়েই রমণীকণ্ঠনিঃসৃত চীৎকার অতি নিকটে শুনিতে পাইলেন। রজনী স্বর্ণপ্রভার নিষেধ না শুনিয়া সেই দিকে আসিয়া দেখিলেন যে, দুইটি স্ত্রীলোক অচেতনপ্রায় প্রাঙ্গণে পতিত রহিয়াছে, এবং প্রাঙ্গণের দ্বার দিয়া অসংখ্য দস্যু একে একে প্রবেশ করিতেছে। যৌবনকালের উষ্ণ শোণিতের দুর্দমনীয় বেগ প্রযুক্ত রজনীকান্ত নিকটস্থ দ্বার হইতে একটি

অসি লইয়া পতঙ্গবৎ সেই অগ্নিতুল্য দস্যুদলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া প্রথম ব্যক্তিকে ভূমিশায়ী করিলেন। তৎপরে তিন চারি জন দস্যু কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া অনেকক্ষণ আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বর্ষাকালে প্রাঙ্গণ পিচ্ছিল হওয়াতে যেমন স্খলিতপদ হইয়া ভূপতিত হইলেন, অমনি এক জন দস্যু অসি নিষ্কোষিত করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিল। কিন্তু অসি তাঁহার অঙ্গ স্পর্শও করিল না, চকিতের ন্যায় পশ্চাৎ হইতে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া, রজনীকান্তের দেহ আবরণ করিয়া, আপনার অঙ্গে সেই অসির আঘাত গ্রহণ করিল, অমনি রজনী চীৎকার করিয়া বলিল, "স্বর্ণ কি করিলি, আপনাকে নষ্ট করিলি!" অভাগিনী স্বর্ণ, "এখনও শীঘ্র পলাও" এই কথা বলিতে বলিতে, আর কথা কহিতে পারিল না। পাষণ্ড দস্যু এই ঘটনা দর্শন করিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়াছিল, তৎপরে যখন পুনরায় রজনীকে আঘাত করিবার অভিপ্রায়ে অসি উত্তোলন করিল, তখনি পশ্চাৎ হইতে দস্যুগণের মধ্যে ভীষণ চীৎকার শুনিতে পাইয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিল, বহুসংখ্যক পুলিষ কর্ম্মচারী ও রজনীর দ্বারবান্‌গণ কর্ত্তৃক দস্যুগণ বেষ্টিত হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। মুহূর্ত্ত-মধ্যে আক্রমণকারীর উত্তোলিত হস্ত দুই খণ্ড হইয়া এক খণ্ড অসি-সহিত ভূপতিত হইল। রজনীকান্ত দেখিলেন যে, তাঁহার সমবয়স্ক অতি সুন্দর এক

যুবা পুরুষ আসিয়া তাঁহার দ্বিতীয় বার প্রাণরক্ষা করিল; তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আস্তে আস্তে স্বর্ণপ্রভার দেহ বক্ষে করিয়া আপনার শয়নকক্ষে লইয়া গেলেন এবং সযত্নে সেই রক্তাক্ত দেহ আপন শয্যায় রক্ষা করিয়া তাঁহার বদন চুম্বন করিলেন এবং দ্বারদেশে এক জন পরিচারিকাকে রক্ষক রাখিয়া "স্বর্ণকে বুঝি হারাইলাম ; কিন্তু কুমুদিনীকে যদি না বাঁচাইতে পারি, তবে এ ছার জীবন রাখিয়া কি সুখ!" এই বলিয়া একখান তরবারি হস্তে লইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলেন যে, দস্যুরা পলায়ন করিয়াছে এবং পুলিষ কর্ম্মচারিগণ তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে। প্রাঙ্গণে কেবল মাত্র চারি পাঁচটি আহত ব্যক্তি আর দুইটি স্ত্রীলোক পতিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি স্ত্রীলোক পূর্ব্বস্থান হইতে অন্য একস্থানে একটি যুবা পুরুষের বামস্কন্ধে মস্তক রাখিয়া পতিত রহিয়াছে। রজনী চিনিলেন যে, স্ত্রীলোকটি কুমুদিনী, আর যুবা পুরুষটি তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা। একজন নিকটস্থ আহত পুলিষকে জিজ্ঞাসা করাতে জানিলেন যে, দস্যুরা পলায়ন-সময়ে কুমুদিনীকে লইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে ঐ যুবক আসিয়া তাহাদিগের হস্ত হইতে কুমুদিনীকে উদ্ধার করেন, কিন্তু ঐ সময়ে দস্যুগণ কর্ত্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় কুমুদিনীর সহিত ঐ স্থানে পতিত হইলেন। রজনী দ্রুত বারি আনিয়া কুমুদিনীর মুখে সেচন করাতে তিনি

সংজ্ঞাপ্রাপ্ত করিলেন এবং চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখে রজনীকে দেখিয়া মস্তকে অঞ্চল টানিতে টানিতে অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বর্ণ—স্বর্ণ কোথায় ?" রজনী তদ্রূপ মৃদুস্বরে বলিলেন, "স্বর্ণ শয়ন করিয়া আছে।"

রজনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দস্যুরা আপনাকে কোনও স্থানে কি আঘাত করিয়াছে ?"

কু। না—কেবলমাত্র পড়িয়া যাওয়ায় মস্তকে আঘাত পাইয়াছি, তাহা কিছুই নয়। তৎপরে কুমুদিনী উঠিবার উপক্রম করিতে গিয়া দেখিলেন যে, এক যুবা পুরুষ তাঁহার নিকট পতিত রহিয়াছে এবং তাঁহার হস্তে মস্তক রক্ষা করিয়া তিনি পতিত ছিলেন। কুমুদিনী চমকিত হইয়া সলজ্জে উঠিয়া বসিলেন, এবং রজনীকান্তের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। রজনী বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "উনি কে, তাহা জানি না। কিন্তু দস্যুরা যখন তোমাকে লইয়া পলায়ন করে, তখন উনি তোমাকে পরিত্রাণ করিতে গিয়া তাহাদিগের অস্ত্রে আহত হইয়া, তোমাকে লইয়া এই স্থানে পতিত হয়েন।" তৎপরে কুমুদিনী প্রাঙ্গণ হইতে উঠিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে দুই একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া সেই অপরিচিত যুবার মুখপ্রতি অবগুণ্ঠন হইতে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

আর স্বর্ণপ্রভা ? সে ক্ষুদ্র প্রদীপের অল্প তৈল ফুরাইয়া

আসিয়াছিল—আজিকার প্রচণ্ড বাত্যায় তাহা নিবিয়া গেল। সে ক্ষুদ্র ভেলা অগাধ সাগরে পড়িয়াছিল—এ ঘোর তরঙ্গে তাহা ডুবিল। আজিকার প্রচণ্ড তাপে স্বর্ণকুসুম শুকাইল!—স্বর্ণসৌদামিনী মেঘে লুকাইল—শুধু বজ্রাঘাত রহিল। স্বর্ণ সেই অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

উন্মাদিনী।

র্ব্বপরিচ্ছেদে লিখিত ঘটনার দুই এক দিবস পরে সুবর্ণপুর গ্রাম অন্ধকারময় হইল। রাজপথে জনমানব দেখা যায় না—কেবল কখন কখন পুলিষ কর্ম্মচারিগণ গ্রামের এখানে ওখানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। গ্রামবাসীরা তাহাদিগের ভয়ে বাটীর দ্বার খুলিতে সাহস করে না, কিছুদিনের জন্য হাট বাজার বন্ধ হইল। তন্নিবন্ধন গ্রামবাসীদিগের ক্রমে ক্রমে আহারও বন্ধ হইতে লাগিল। সুবর্ণপুর গ্রামের প্রান্তবাহিনী জাহ্নবীও কিছুদিনের জন্য শোভাহীনা হইলেন। যে সকল

যুবতী সর্ব্বদা গ্রীবা নিমগ্ন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে রাজহংসীর ন্যায় বিচরণ করিত, তাহাদিগকে আর সে জাহ্নবীকূলে দিবসে দেখিতে পাওয়া যায় না—তবে যে সকল কুলকামিনীগণ সূর্য্য-দেবকে মুখ দেখাইতে লজ্জা পান, এবং যাঁহারা তজ্জন্য যামিনী প্রভাত না হইতে হইতেই স্নান করিয়া থাকেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই এক্ষণে জাহ্নবীর শোভাবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। এমত অবস্থায় একদা অতি প্রত্যুষে দুইটি অবগুণ্ঠনবতী যুবতী একটি পরিচারিকা-সমভিব্যাহারে অতি দ্রুতপাদবিক্ষেপে ভাগীরথী-তীরাভিমুখে কথোপকথন করিতে করিতে গমন করিতেছিল।

"বিনোদিনি, এখনও রাত্ত আছে!"

"হ্যাঁ, এখনও ঢের রাত, আমার গা ছম্‌ছম্ ক'র্‌চে—ঐ দেখ এখন শুকতারাও উঠে নি। চন্দ্র দিদি, ফিরে যাই চ'।"

"দূর হ! এতদূর এসে আবার ফিরে যাবি কেন—ভয়-ক লো?"

বি। (চুপি চুপি) আজ বড় দিদির ঘরে গামছা আন্‌তে গিয়ে এক ভয়ানক বিকটাকার মানুষ দেখে আমার সেই অবধি বড় ভয় হয়েছে—

চ। সে কি? কুমুদিনীর ঘরে—

বি। হ্যাঁ।

চ। কখন দেখ্‌লি?

বি। এই মাত্র।

চ। এতক্ষণ বলিস্‌নি যে?

বি। বড় দিদি ব'ল্‌তে নিষেধ করেছিল।

চ। তবে ব'ল্লি যে?

বি। ব'ল্‌তে কি চন্দ্র দিদি, যতক্ষণ এই কথাটা আমার পেটের ভিতর ছিল, ততক্ষণ আমার বড় কষ্ট হ'চ্ছিল—আমার মাথা খা'স্, কাকেও বলিস্ নে—আমার ভগ্নীপতিকেও না—

চ। না তা ব'ল্‌ব না—তুই কাহাকে দেখ্‌লি?

বি। আমি তাকে চিনি না—কিন্তু মুখ দেখে বোধ হইল, যেন তাকে কখন কোথায় দেখেছি।

চ। কেমন তর দেখ্‌তে?

বি। দেখ্‌তে সন্ন্যাসীর মত—বুক পর্য্যন্ত পাকা দাড়ি, খুব বড় বড় চোক, গেরুয়া বসন পরা—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

চ। কি করিতেছিল?

বি। বড় দিদির শিওরে ব'সে মাথায় হাত বুলাইতেছিল; আমি ঢুকিবা মাত্র চমকিয়া উঠিয়া অন্য দ্বার দিয়া পলাইল।

চ। কুমুদিনী কি করিতেছিল?

বি। তাঁর তখন একটু জ্বর ছেড়েছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দিদি ও কে?" তিনি বলিলেন, "এক সন্ন্যাসী আমার চিকিৎসা করিতেছেন, জ্বর বিশ্রামকালে আমাকে

দেখিতে এসেছিলেন।" তার পর যখন আমি গামছা লইয়া ফিরে আসি, তখন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বিনোদ, সন্ন্যাসীকে যে এখানে দেখিলি, কাহাকেও বলিস্‌নে, কাকাও যেন না জান্‌তে পারেন।"

"বাবাকে বলিতে নিষেধ করিয়াছে।" এই বলিয়া চন্দ্রমুখী অন্যমনস্ক হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই যুবতীদ্বয় গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীর শোভা দেখিয়া দাঁড়াইল। বিশালহৃদয়া জাহ্নবী নক্ষত্রকিরণে ঝিক্‌মিক্‌ করিতে করিতে দূরপ্রান্তে ধূমে মিশিয়াছে। নদীর অপর পার অস্পষ্ট আলোকে অন্ধকারময় দেখাইতেছিল। অদূরবর্ত্তিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী হইতে দীপালোক নদীজলে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল, আর শীতল নৈশবায়ু নদীহৃদয় আন্দোলিত করিয়া, যুবতীদ্বয়ের স্বেদবিজড়িত অলকগুচ্ছের চাঞ্চল্যবিধান করিতেছিল। যুবতীদ্বয় বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়া কিছুক্ষণ তীরে দাঁড়াইয়া, দূরে একটি ক্ষুদ্র তরী হইতে কে গায়িতেছিল, তাহাই শুনিতেছিল—তৎপরে আস্তে আস্তে ঘাটে নামিল। তাহাদিগের পূর্ব্বে দুই একটি স্ত্রীলোক আসিয়া ঘাটে স্নান করিতেছিল, তাহাদিগের মধ্যে একজন বাচাল প্রাচীনা চন্দ্রমুখীকে জিজ্ঞাসা করিল,

"কুমুদিনী কেমন আছে?"

চ। কুনু এখন আছে ভাল। এই মাত্র জ্বর ছেড়েছে।

প্রাচী। আর সে বাবুটি কেমন আছে?

চ। তা বিশেষ জানি না, শুনিয়াছি বড় জ্বর—দিবা-রাত্রি বেহুঁসে আছে।

প্রা। আচ্ছা, কুমুদিনীর আর বাবুটির এক সময় জ্বর হ'লো কেন?

চ। (ক্রুদ্ধভাবে) কেন তা কে জানে—কুমুদিনীর জ্বর হ'লো স্বর্ণের শোকে, বাবুটির জ্বর হ'লো ডাকাতেরা মাথায় মেরেছিল ব'লে।

প্রা। বাবুটি তোমাদের বাড়ীতে কেন?

চন্দ্রমুখী উত্তর করিল না।

বিনোদিনী বলিয়া উঠিল, "ওগো সে বাবুটি আর কেহ নয়—আমাদের রমণপুরের খুড়ীর জামাই; তা আমাদের বাড়ী থাকবে না তো কোথা যাবে?"

প্রা। কার, প্রেমদার স্বামী?—আহা প্রেমদা ম'রে গেছে —ছোঁড়া কি আবার বিয়ে ক'রেছে?

চন্দ্রমুখী বলিল "বিয়ে হয় নি, কিন্তু হবে—"

প্রা। কার সঙ্গে?

চ। তোমার সঙ্গে।

প্রা। (হাসিয়া) তা তোমরা এমন সব যুবতী শালী

থাক্‌তে আমার সঙ্গে কেন? কুমুদিনী এমন সুন্দরী ক'ভে রাঁড়ি, তাতে আবার বাপ বিধবা বিয়ে না দিতে পেরে বিবেকী হয়েছে। কেন কুমুদিনী বিয়ে করুক্‌ না, তা হ'লে বাপ ঘরে ফিরে আস্‌বে।

চন্দ্রমুখী উত্তর করিলেন না—বিনোদিনী "পোড়ার মুখ তোমার" বলিয়া জলে নামিলেন; কিন্তু পশ্চাৎ হইতে তাহা-দিগের পরিচারিকা চুপি চুপি প্রাচীনার কানে কানে বলিল, "তা আশ্চর্য্য নয়।"

প্রাচীনাও তদ্রূপ মৃদুস্বরে বলিলেন, "কেন লো?"

পরিচারিকা উত্তর করিল, "জামাই বাবু প্রলাপে দিবা-রাত্র বড়দিদির কথা ব'লে থাকেন এবং বড়দিদিও জ্বর-ত্যাগ হ'লে জ্ঞান হ'লেই জামাইবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করে।"

"তাতে বিয়ে হবে, কেমন ক'রে জান্‌লি?"

পরিচারিকা বলিল,

"তা তুমি বুঝে নাও।"

প্রাচীনা বলিল, "তাত বুঝলুম, এখন চুপ কর্‌।" তৎ-পরে উচ্চৈঃস্বরে পরিচারিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,

"বিন্দু কি রজনীবাবুর বাড়ীতে আর থাকিস্‌ না?

বি। আর কার জন্য থাকিব। যে স্বর্ণের জন্য ছিলাম, সে গ'লে অঙ্গার হ'য়েছে—এখন আবার সাবেক মুনিব-

বাড়ীতে আছি। এই বলিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিল। বিনোদিনী ও চন্দ্রমুখী, স্বর্ণকে মনে পড়াতে, অবিশ্রান্ত নয়নবারি জাহ্নবীর জলে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রাচীনা অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, "আহা! স্বর্ণ কি সুন্দর মেয়ে ছিল, যেমন রূপ তেমনি গুণ—অমন মেয়ে কলিতে হবে না—আপনার প্রাণ দিয়া স্বামীকে বাঁচালে!"

বিধু বলিল, "আর তেমনি উপযুক্ত পাত্রে প'ড়েছিল, রজনী বাবুর মতন বাবু দেখিনি।"

পশ্চাৎ হইতে একজন চীৎকার করিয়া বলিল, "চুপ কর্ হারামজাদি! রজনীর মতন বাবু দেখিস্‌নি? সে আবার বাবু? কে তাকে বাবু ক'ল্লে, কে তাকে এত ধনের অধিপতি ক'ল্লে? সেও আমি। পাবণ্ড! নেমকহারাম! এখন আমায় চিন্‌তে পারে না, বলে আমি পাগল, হুঁ! হুঁ! হুঁ! আমি কি পাগল! হি! হি! হি!"

রমণীগণ দেখিল, তটোপরি দাঁড়াইয়া গলিতবসনা আলুলায়িত-রুক্ষকেশা, মধ্যবয়সী, সুন্দরী, একটি স্ত্রীলোক রোষভরে হাসিতেছে। সেই অবিরত বায়ুতাড়িত তরঙ্গিণীর উপকূলে অস্পষ্ট উষালোকে সেই উন্মাদিনীর মূর্ত্তি দেখিয়া রমণীগণ চমকিত হইল। বিনোদিনী ভীতা হইয়া চন্দ্রমুখীর অঞ্চল ধরিয়া তাহার পশ্চাৎ লুকাইল।

উন্মাদিনীর হাসি থামিল। কিছু কাল সকলেই নিস্তব্ধ, তৎপরে উন্মাদিনী সেই অন্ধকারময় জাহ্নবীর উপকূল আলোড়িত করিয়া অতি মধুর স্বরে গায়িতে লাগিল—

ডুবিতে এসেছি আমি জাহ্নবী-সলিলে।
কি কাজ জীবনে মম চিরদিন ভাসিলে॥
ধন জন ছিল যত প্রিয়তম পতি সুত
একে একে সবে আসি ডুবে গেছে জলে॥

উন্মাদিনীর চাঞ্চল্য দেখিয়া বয়ঃকনিষ্ঠা বিনোদিনী ভীতা হইল এবং তাহার ব্যস্ততা হেতু চন্দ্রমুখী তাহার সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। যখন বিনোদিনী উন্মাদিনীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন উন্মাদিনী তাহাকে দেখিয়া বলিল, "হুঁ হুঁ! তুমি বড় সুন্দরী—সাবধান, তোমার বড় বিপদ!" বিনোদিনী ভীতা হইয়া চন্দ্রমুখীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল—পরে কুল হইতে উপরে গিয়া বলিল, "চন্দ্রদিদি, মাগি কি ভয়ানক পাগল! কিন্তু কি সুন্দরী ছিল! এখনও কত রূপ রয়েছে!"

রমণীগণ চলিয়া গেল, কেবল ঘাটে একাকিনী পূর্ব্বোল্লিখিতা প্রাচীনা রহিল; আর উপকূলে উন্মাদিনী রহিল। প্রাচীনা আস্তে আস্তে আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "হাঁগা! রজনীকে কেমন ক'রে তুমি বড়মানুষ ক'ল্লে? সে যে তার বাপের বিষয়ে বড়মানুষ হয়েছে।"

উন্মাদিনী উচ্চহাসি হাসিয়া আবার বলিল, "তার বাপ! তার বাপ কে? রমাকান্ত? হুঁ হুঁ! না! না! সে কেবল আমি জানি। হি! হি!" এই বলিয়া উন্মাদিনী বেগে সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। কামিনী চমকিত হইয়া সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সেই সন্ন্যাসীর পরিচয়।

কাতি হাঙ্গামা কিছুদিন পরে নিবিয়া গেল। তৎপরিবর্ত্তে আর একটি নূতন ঘটনা উপস্থিত হইল। তাহা লইয়া সুবর্ণপুরে পাড়ায় পাড়ায় গণ্ডগোল হইতে লাগিল। এই আখ্যায়িকার প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কুমুদিনী অতি শৈশবে বিধবা হওয়াতে তাঁহার পিতা হরিনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয়বার তাঁহার বিবাহ দিবার উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে উদ্‌যোগে সফল হইতে না পারিয়া উদাসীন হইয়াছিলেন। এক্ষণে হঠাৎ হরিনাথ মুখোপাধ্যায় সন্ন্যাস আশ্রম ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন

করিলেন এবং প্রচার করিলেন যে, তাঁহার কন্যা কুমুদিনীর পুনরায় বিবাহ দিবেন।

বোধ হয় বলা বাহুল্য, বিনোদিনী যে সন্ন্যাসীকে কুমুদিনীর শিয়রে বসিতে দেখিয়াছিলেন, তিনি হরিনাথ মুখোপাধ্যায়। অপত্যস্নেহের অনুরোধে, সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়াও, আপনগৃহে প্রবেশ করিয়া কুমুদিনীকে গোপনে দেখিতে আসিয়াছিলেন। কুমুদিনী প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। পশ্চাৎ চিনিতে পারিয়া স্বর্ণের শোক ভুলিয়া গেলেন, এবং তাঁহার পিতাকে সন্ন্যাস আশ্রম ত্যাগ করিয়া গৃহে আসিতে নানাপ্রকারে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে প্রতিদিন রাত্রিকালে হরিনাথ মুখো কুমুদিনীকে গোপনে দেখিতে আসিতেন, এবং প্রতিদিনই কুমুদিনী তাঁহাকে ঐরূপ অনুরোধ করিতেন। তৎপরে কুমুদিনী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলে একদিন রাত্রে হরিনাথ, কুমুদিনী ও তাহার জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার গৃহিণীকে বলিলেন, "দেখ, সংসারে আমার দুই কন্যা ভিন্ন কিছুই ছিল না। যদিও তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলাম, তথাচ আমি সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না। সে জন্য যাহা কিছু ঈশ্বরের উপাসনা করিতাম, তাহা এ অঞ্চলে থাকিয়া করিতাম; কিন্তু যে দিবস হইতে শুনিলাম যে, আমার সোনার প্রতিমা স্বর্ণ-

প্রভাকে হারাইয়াছি—" বলিতে বলিতে হরিনাথ মুখোঃ কণ্ঠরোধ হইল—রমণীগণও কাঁদিয়া উঠিলেন। তৎপরে সকলে কিঞ্চিৎ স্থিরতা লাভ করিলে সন্ন্যাসী পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "সে দিবস হইতে ঈশ্বরোপাসনায় আর মন নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না। সর্ব্বদা ইচ্ছা হইতে লাগিল যে, কুমুদিনীকে দেখি, পরে কুমুদিনীর পীড়ার সংবাদ শুনিয়া সে ইচ্ছা বলবতী হইল। কুমুকে গোপনে দেখিতে আসিলাম, প্রতিবারে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম; আমি যে বাঁধ বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম, অপত্যস্নেহের স্রোতে তাহা ভাসিয়া গেল—আমার এখন আশ্রমবাসী হইতে ইচ্ছা হয়"—এই কথা বলিবামাত্র কুমুদিনী এবং তাহার জননী উভয়ে সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। কুমুদিনী বলিল, "বাবা আমাদের আর কেহ নাই—"

সন্ন্যাসীর দরবিগলিত নয়নাশ্রু কুমুদিনীর মস্তকে পড়িতে লাগিল। অনেক ক্ষণের পর বলিল, "আমি আর তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া [illegible] . যদি তোমরা আমার একটি অনুরোধ রাখ—" কুমুদিনী বলিলেন, "বাবা, কি অনুরোধ—? তোমার অনুরোধ রাখব না? বাবা, তুমি যে আমাদের সব!" হরিনাথ তাঁহার পত্নীকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন, "আমি কুমুদিনীর পুনরায় বিবাহ দিব, তোমরা কেহ আপত্তি করিতে

পারিবে না।” কুমুদিনীর মাতা বলিলেন, “তোমার মেয়ে, তুমি বিবাহ দিবে, কেহ আপত্তি করিবে না। আমি একবার আপত্তি করিয়া তোমায় হারাইয়াছিলাম—আর এ জন্মে তোমার মতে অমত করিব না।” হরিনাথ বলিলেন, “আমি আমার কন্যার এবিষয়ে মত জানিতে চাই।” কুমুদিনী লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিলেন। মুখ রক্তবর্ণ হইল—মস্তকে ঈষৎ অঞ্চল টানিলেন—কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না, কিন্তু সন্ন্যাসী পুনঃ পুনঃ উত্তর চাওয়াতে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, “বাবা, যদি প্রাণ দিলেও তুমি ঘরে ফিরে এস, তবে তাও আমি দিব।” হরিনাথের আহ্লাদের সীমা রহিল না; কাঁদিতে কাঁদিতে কুমুদিনীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—সেই রাত্রেই গৃহস্থাশ্রমী হইলেন। কোনও গোপনীয় কারণেই হউক, আর পিতৃস্নেহ বশতই হউক, কুমুদিনী অগত্যা বিবাহ করিতে সম্মতা হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

তৃষিতচাতক—করকাভিঘাতী মেঘ।

হরিনাথ বাবুর গৃহে প্রত্যাগমন ও কুমুদিনীর বিবাহের সংবাদ এক দিবস অপরাহ্ণে গ্রামপ্রান্তে একটি উদ্যানে বসিয়া রজনীকান্ত শুনিলেন। এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহার মনোমধ্যে ভয়মিশ্রিত আশার সঞ্চার হইল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন—কি চিন্তা? তাঁহার কুমুদিনী ভিন্ন কি অন্য চিন্তা ছিল? এই নূতন সংবাদে আজ সেই চিন্তা অতি গাঢ়তর হইল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, তথাপি রজনী সেইখানে বসিয়া ভাবিতেছেন—উদ্যানের পশ্চাতে একটি অতি বিস্তৃত তৃণাচ্ছাদিত

ভূমিখণ্ড ; তন্মধ্যে দশ বারটি গাভী বিচরণ করিতেছে। একটি রাখাল বিচিত্র স্বরে গাভীদিগের গৃহে প্রত্যাগমনের সঙ্কেত করিতেছে। রজনীকান্ত সেই মাঠপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বসিয়া আছেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া রাত্রি হইল—চন্দ্রোদয় হইল—পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া, পৃথিবী মধুর হাসি হাসিয়া, অন্ধকারের কালো শাড়ী—খাসা ফুলদার সেই কেরেপের শাড়ী অপসৃত করিয়া, ঘোমটা খুলিয়া, মুখ তুলিয়া হাসিল—সে কাণ্ড দেখিয়া, রজনীর বাগানের ফুল, গাছের পাতা, মাঠের ঘাস, সরোবরের জল, সকলেই সকলের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া হাসিয়া উঠিল। তৎসহিত রজনীর হৃদয়ও হাসিল, কিন্তু চিন্তা আরও গাঢ়তর হইল। ক্রমে রাত্রি এক প্রহর হইল, তথাচ তাঁহার সংজ্ঞা নাই। একজন পরিচারক কি বলিতে আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইল। কিন্তু তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আস্তে আস্তে পলাইল। রজনী যে কি চিন্তা করিতেছিলেন, তাহা আমাদের পর্য্যায়ক্রমে অনু-সরণ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা বলা আবশ্যক যে, তিনি শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহার শ্বশুর হরিনাথ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করা এবং সেই উপলক্ষে যদি কুমুদিনীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে পারেন, তবে তাহা কর্ত্তব্য। কুমুদিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কেমন করিয়া কথা কহিবেন এবং কি কথা কহিবেন আর কি প্রকারেই বা তাঁহার মনের ভাব

রক্ষা করিবেন, সেই চিন্তায় এতক্ষণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। মনের ব্যস্ততাহেতু সেই রাত্রেই হরিনাথ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত বিবেচনা করিলেন। রজনী দ্রুতপাদবিক্ষেপে চলিলেন, অতি অল্পক্ষণেই হরিনাথ বাবুর গৃহে আসিয়া পৌঁছিলেন। একজন দ্বারবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড়বাবু কোথায়?" সে বলিল, "বড়বাবু ও শরৎ বাবু খিড়কীর বাগানে বেড়াইতেছেন।" রজনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরৎ বাবু কে?" দ্বারবান্ উত্তর করিল, "শরৎ বাবু, বাবুদের সম্বন্ধে জামাতা—আপনার বাড়ীতে যিনি ডাকাইতের হাতে আহত হইয়াছিলেন।" এই কথা শুনিয়া রজনী খিড়কীর উদ্যানাভিমুখে চলিলেন উদ্যানে প্রবেশ করিয়া দূর হইতে দেখিলেন, একটি পুষ্করিণীর প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপানাবলীর একটি সোপানে তাঁহার দিকে পশ্চাৎ করিয়া দুই ব্যক্তি বসিয়া চন্দ্রালোকে কথোপকথন করিতেছিল। পুষ্করিণীর চারিধারে বৃহৎ কামিনী বৃক্ষের কেয়ারি ছিল। রজনী পুষ্করিণীর ঘাটের নিকট আসিয়া দেখিলেন, দুইজনের একজন কুমুদিনী আর অন্যজন এক যুবা পুরুষ। যে যুবা সেই রাত্রে ডাকাইতদিগের হস্ত হইতে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, সেই যুবা। রজনী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় এক কামিনীবৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইলেন * কিন্তু সেই স্থানে যাহা শুনিলেন, তাহাতে তিনি প্রস্তরবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। শুনিলেন যে, যুবক অতি

ব্যগ্রতাসহকারে কুমুদিনীকে কি বলিতেছে; কিন্তু তিনি তাহার কিছুই উত্তর করিতেছেন না। শরৎকুমার কুমুদিনীকে বলিল, "তবে কেন—কেন তুমি এই তিনমাস ধরিয়া পীড়িত অবস্থায় আমার জন্য যত্ন প্রকাশ করিতে?—কেন তুমি আমায় প্রতিদিবস দেখা দিতে?—তুমি কি জানিতে না, তোমার সৌন্দর্য্য দেখিবা-মাত্র লোকে মোহিত হয়?—তুমি জানিয়া শুনিয়াও কেন আমার এ দুর্দ্দশা করিলে? কেন আমায় চির-অভাগা করিলে? কুমুদিনি, বল—বল—বল,—আমায় বিবাহ করিবে কি না—"

উত্তর নাই; কুমুদিনী মুখাবরণ করিয়া সোপানপ্রান্তে বসিয়া আছেন। শরৎকুমার পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "কুমু-দিনি, আমার অল্প বয়স—বাইশ বৎসর মাত্র—আমার আরও বহুকাল বাঁচিবার আশা আছে, কিন্তু তোমার এক কথায় বহুকাল বাঁচিবার আশা একেবারে ঘুচিবে—একবার তুমি বল, আমি সংসারে থাকিব কি না?" কুমুদিনী আর থাকিতে পারিলেন না—অস্ফুটস্বরে মুখ অবনত করিয়া বলিলেন, "থাক" এবং তৎক্ষণাৎ লজ্জার বেগে সে স্থান হইতে উদ্যানের অন্যদিকে গেলেন। শরৎকুমারের হৃদয় সুখে উছলিয়া উঠিল। শরৎ-কুমার কুমুদিনীর পশ্চাৎ অনুসরণ করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, গৃহাভিমুখে চলিল—হাসিতে হাসিতে চলিল। আর কামিনী-বৃক্ষের তলায় রজনীকান্ত দাঁড়াইয়া কি করিল? হাসিতে লাগিল?

রজনীকান্ত বজ্রাঘাতব্যথিত ব্যক্তির ন্যায় মুমূর্ষু হইয়া, কামিনীবৃক্ষের একটি ডাল অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সে স্থান অসহ্য হইলে, ভগ্নহৃদয় হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। আসিতে আসিতে উদ্যানের মধ্যে তাঁহার সেই মনোহারিণীর দেখা পাইলেন; পুনরায় প্রস্তরবৎ সেইখানে দাঁড়াইলেন। কুমুদিনী গজেন্দ্রগমনে চন্দ্রালোকে হাসিতে হাসিতে আসিতেছিল। রজনী দেখিলেন, কুমুদিনী কোনও অসীম সুখে চঞ্চল হইয়াছেন, এবং তজ্জন্য তাঁহার লাবণ্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। সে রূপ দেখিয়া রজনী চক্ষু মুদিলেন। ইচ্ছা হইল, কুমুদিনীর সম্মুখে সেইখানে তাঁহার মৃত্যু হয়—কুমুদিনী হাসিতে হাসিতে তাঁহার নিকট আসিল। রজনী মুখ নত করিয়া রহিলেন—সে লাবণ্য তাঁহার অসহ্য হইল। কুমুদিনী অতি মধুর স্বরে বলিল, "ভগ্নীপতি, এস! গৃহে চল"; এই বলিয়া হস্ত ধরিল। রজনীর শরীর কাঁপিয়া উঠিল, হস্ত কাঁপিতে লাগিল, কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিল, "ভগ্নীপতি! কাঁপিতেছ কেন?" রজনী উত্তর করিলেন না, কি উত্তর করিবেন? কুমুদিনী উত্তর না পাইয়া তাঁহার মুখপ্রতি দৃষ্টি করিলেন? দেখিলেন, মুখ অতি ম্লান, দৃষ্টি মৃত্তিকার প্রতি। কুমুদিনী অতি কোমল স্বরে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, ভগ্নীপতি! কাঁপিতেছ কেন? শরীর কি কোনরূপ অসুস্থ হ'য়েছে?" রজনী সে আদরের স্বরে উন্মত্ত

হইয়া উঠিলেন—এবং বিকৃতস্বরে বলিলেন, "শারীরিক অসুখে, না তা নয়।"

কুমু। তবে কেন কাঁপিতেছ?

রজ। কেন কাঁপিতেছি, তোমায় কি বলিব কুমুদিনি?

কুমুদিনী পুনরায় সেইরূপ কণ্ঠস্বরে আদর করিয়া বলিল, "ভগ্নীপতি, আমায় বলিবে না ত কাকে বলিবে?—আমার মাথা খাও, আমায় বল।"

রজ। তুমি কি বুঝিবে কুমুদিনি? তুমি ত কখন নারী-রূপের মহিমা দেখিয়া ভুল নাই—যদি কখন জন্মজন্মান্তরে পুরুষ-জন্ম ধারণ করিয়া কোনও যুবতীর রূপ দেখিয়া মোহিত হও, তবে তখন বুঝিতে পারিবে, আমি কাঁপিতেছি কেন।

কুমুদিনী হাসিয়া বলিল, "ভগ্নীপতি! যাহারা স্ত্রীলোকের রূপ দেখিয়া ভুলে, তাহাদিগের কি দিবারাত্র এই প্রকার হাত কাঁপে? তোমার কি দিবারাত্র এই প্রকার হাত কাঁপে?"

রজনী। কুমুদিনি, আজ এক বৎসর যে স্ত্রীলোকের রূপ দেখিয়া ভুলিয়াছি—যাহার রূপ দিবারাত্র শয়নে স্বপনে ধ্যান করিয়া থাকি, সেই আদর করিয়া আজ আমার হাত ধরিয়াছে। এক্ষণে বুঝিলে কুমুদিনি, কেন আমার হাত কাঁপিতেছে? হাত কি কুমুদিনি—আমার হৃদয় কাঁপিতেছে।

কুমুদিনী রজনীর হস্ত ত্যাগ করিলেন, লজ্জায় তাঁহার

মুখ রক্তবর্ণ হইল, গৃহে যাইতে দুই এক পদ অগ্রসর হইলেন। রজনী পথ অবরোধ করিলেন, যেন আর কি বলিবেন। কিন্তু কুমুদিনী বলিতে দিল না—অতি মধুর, অতি স্থির, কাতর অথচ গম্ভীর স্বরে বলিল, "তুমি আমার ভগীপতি ছিলে—আছ—চিরকাল থাকিবে—কেননা আমার স্বর্ণ আজিও আমার পক্ষে মরে নাই—কখনও মরিবে না—এ হৃদয়ে চিরকাল জাগিবে! আমি কি স্বর্ণের স্বামী কাড়িয়া লইব? ছি! যদি আর এ কথা বলিবে, তবে এই কুসুমিত কামিনীর ডালে, এই আঁচল গলায় বাঁধিয়া, তোমারই সম্মুখে মরিয়া, স্বর্ণের কাছে গিয়া আশ্রয় লইব।"

রজনী কাঁচা ছেলে। যদি আমাদের মত বিজ্ঞ লোকের কাছে পরামর্শের জন্য আসিত, তবে আমরা পরামর্শ দিতাম যে, বাপু, যা হ'লো তা হ'লো, এখন আর ঘেঁটিয়ে কাজ নাই—এখন চখের জল মুছিয়া, ঘরে গিয়া, সকাল সকাল আহার করিয়া শয়ন কর। কা'ল সকালে আর কোনও একটি সুন্দরী কন্যার সন্ধান করা যাইবে। কিন্তু রজনী কাঁচা ছেলে, অত বিবেচনা না করিয়া বলিয়া বসিল,

"আমি এ উত্তর প্রত্যাশা করিয়াছিলাম।"

কু। যদি তোমার প্রতি আমার কিপ্রকার স্নেহ বুঝিতে পারিয়া এ উত্তর প্রত্যাশা করিয়াছিলে, তবে কেন আপনার মনে ওরূপ ভাবকে আশ্রয় দিয়াছিলে?—

রজ। আমি এতদিন এরূপ উত্তর প্রত্যাশা করি নাই, কিন্তু এখন করিয়াছিলাম।

কু। কেন—এখন কিসে?

রজ। আমি আগে বুঝিতে পারি নাই যে, আমা হইতে শরৎকুমার তোমার অনুগ্রহের পাত্র—

কু। (অতি কঠিন স্বরে) আমি জানিতাম রজনী বাবু ভদ্রলোক, কিন্তু তিনি যে ইতরের ন্যায় আড়ি পাতিয়া লোকের গোপনীয় কথা শুনেন, তাহা জানিতাম না—বেশ্ ক'রেছেন—কিন্তু আমার সঙ্গে আর কখনও যেন সাক্ষাৎ না হয়।"

এই বলিয়া কুমুদিনী ক্রোধে গৃহাভিমুখে চলিলেন। রজনী বিস্মিত হইয়া সেইখানে রহিলেন। তৎপরে আত্মস্মৃতি লাভ করিয়া দৌড়িয়া কুমুদিনীর সম্মুখে গিয়া বলিলেন, "আমার একটা শেষ কথা শুন—একথা তোমার শুনিবার কোনও আপত্তি নাই। আমায় যে কটূক্তি করিলে, আমি তাহার যোগ্য নহি; আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমাদিগের গোপনীয় কথোপকথন শুনি নাই; আমায় দ্বারবানেরা বলিল যে, তোমার পিতা এই উদ্যানে আছেন; আমি তদনুসারে এখানে আসিলাম। কামিনী-বৃক্ষ পর্য্যন্ত আসিয়া তোমাদিগের কথা বার্ত্তা শুনিলাম। শুনিয়া আমি স্তম্ভিত ও চলৎশক্তিহীন হইয়াছিলাম—কেন তাহা আর বলিতে চাহি না। সুতরাং তোমার

শেষ কথাও শুনিতে পাইলাম—আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমাদের কথা শুনি নাই—আমি অভদ্র নহি; আমি ইতর নহি—তুমি আমায় এ প্রকার স্বভাবান্বিত মনে করিলে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আমার সহিত আর তোমার সাক্ষাৎ হইবে না। তুমি আমার সব। তোমার সম্মুখে শপথ করিতেছি, আর দেখা দিয়া তোমায় যন্ত্রণা দিব না।”

এই বলিয়া রজনীকান্ত বেগে সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন। কুমুদিনী দেখিলেন যে, রজনী এই কথা যখন বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার চক্ষে দুই এক ফোঁটা বারিবিন্দু পড়িয়াছিল—কুমুদিনী ব্যথিতা হইয়া সেই খানে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং নিকটস্থ একটি বৃক্ষ হইতে অপরিস্ফুট ভিক্টোরিয়া গোলাপ লইয়া অন্যমনে অঙ্গুলি দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন।
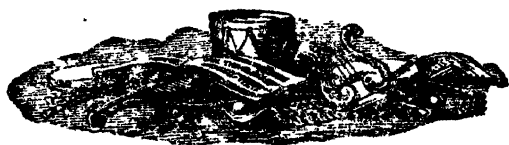
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

নিশাচরদ্বয়

একদা রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর সময়ে এক ব্যক্তি দ্রুতপাদবিক্ষেপে স্বর্ণপুর গ্রামের যে পল্লীতে হরিনাথ মুখো বাস করেন, সেই পল্লীতে যাইতেছিলেন। মাঘ মাস, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রাত্রি অন্ধকার, কোলের মানুষ দেখা যায় না—অতি প্রবল উত্তর বাতাসে পথিক শীতপীড়িত হইয়া মধ্যে মধ্যে গাত্রবসন দ্বারা মুখের কিয়দংশ আবরণ করিতে-ছিলেন। পথিক কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া রাজপথ ত্যাগ করিয়া একটি অতি অপ্রশস্ত গলিপথ দিয়া চলিলেন। পথ এমত

অপ্রসন্ন যে, পথিকের গাত্রবসন দুই পার্শ্বস্থিত বৃতি স্পর্শ করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে পথিপার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ থাকাতে সেই পথে অন্ধকার আরও গাঢ়তর বোধ হইতে লাগিল। অতি প্রবল নৈশবায়ু মধ্যে মধ্যে পথিককে কাঁপাইতে লাগিল, তজ্জন্ত পথিক আরও দ্রুত চলিলেন। একস্থানে একটি বাদাম-বৃক্ষতলে গাঢ় অন্ধকারে অতি বেগে পথিকের মস্তকে একটি স্থিরপদার্থ লাগিল। পথিক যন্ত্রণায় 'উঃ' করিয়া উঠিলেন, স্থিরপদার্থও সঙ্গে সঙ্গে 'উঃ' করিয়া উঠিল। পথিক পদার্থকে মনুষ্য বিবেচনা করিয়া, রাগান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ও?" পদার্থও তদ্রূপস্বরে উত্তর করিল, "তুমি কে?" পথিক স্বর চিনিতে পারিয়া বলিলেন "কে, দেবনাথ মুখুয্যা মহাশয়! আপনি, তা জানিতে পারি নাই—কি সংবাদ?—" দেবনাথ আঘাতযন্ত্রণায় গাল ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আরে রেখে দেও তোমার সংবাদ—আগেই সংবাদ—আগে প্রাণ না আগে সংবাদ—যাহার জন্য আমি এত রাত্রে এই শীতে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া—সেই আমার সর্ব্বনাশ করিল।" রতিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পথিক রতিকান্ত ভিন্ন আর কেহ নহে) বলিলেন, "মুখোপাধ্যায় মহাশয়, আপনার কি সর্ব্বনাশ করিলাম?" দেবনাথ অতি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "মনুষ্যের ইহা অপেক্ষা আর কি সর্ব্বনাশ হইতে

পারে, তুমি আমার সম্মুখের দাঁত দুইটি ভাঙ্গিয়াছ।" এই বলিয়া দেবনাথ মুখো রোদনোন্মুখ হইলেন।

রতিকান্ত হাস্যের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। তাহাতে দেবনাথ আরও রাগান্ধ হইয়া বলিলেন, "রতিকান্ত বাবু, তুমি আজ আমার যে অনিষ্ট করিলে, এ অনিষ্ট মরিলেও ভুলিব না।" মুখোপাধ্যায়ের সেই সময়ে মনে পড়িতেছিল, যে তাঁহার ঝুনা নারিকেল দিয়া চাল-ভাজা খাওয়ার সাধ ইহজন্মের মত ঘুচিল—ইক্ষু, কেশুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফলমূলাদি তাঁহার কাছে এখন হইতে গোমাংস-তুল্য হইল—হায়! এখন কি হইবে? তাম্বূলচর্ব্বণের জন্য কি এখন * * কে অনুরোধ করিতে হইবে! তা ত প্রাণ থাকিতে হইবে না—নথ নাড়া, নথের ভিতর হইতে বাঁকা হাসি, প্রাণ থাকিতে সহিবে না। নথের কথা মনে হইবামাত্র মুখোপাধ্যায় অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিতে লাগিলেন, "রতিবাবু! আজ হইতে তুমি আমার চিরশত্রু হইলে, আমি তোমার জন্য যে রজনীর সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিলাম, সে আমার কখনও কোনও অনিষ্ট করে নাই; কিন্তু তুমি আজ আমার সর্ব্বনাশ করিলে! আমি তোমার সহিত মিত্রতা করিতে যে ভৈরবীর পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছিলাম, সে তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলাম—হে মা কালি, কোনও অপরাধ লইও না"—এই বলিয়া দেব-

নাথ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একবার ধ্যান করিলেন। কিন্তু ধ্যান করিতে করিতে ঝুনা নারিকেল, বাতরাজ আলু, বিলাতি কুল, সসা পিয়ারা, বাদাম, পেস্তা দেবনাথের মনে পড়ায় গণ্ড বাহিয়া অশ্রুজল ভাসিয়া পড়িতে লাগিল! এবং ফুকারিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন—"হায় ঝুনা নারিকেল রে—হায় বিলাতি কুল, বাতরাজ, সসা, পিয়ারা, বাদাম পেস্তা রে!"—। ইহাতে রতিকান্তের হাস্য দ্বিগুণবর্দ্ধিত হইল, কিন্তু অতিকষ্টে উহা সংবরণ করিয়া অতি বিনীতস্বরে বলিলেন, "মুখো-পাধ্যায় মহাশয়, আপনি অতি বিজ্ঞ হইয়াও কেন এরূপ অন্যায় রাগ করিতেছেন। আপনি আমার পরম সুহৃৎ; আপনার সাহায্যে আমি কার্য্যোদ্ধার করিব, আমি কি জানিয়া শুনিয়া আপনার দাঁত ভাঙ্গিতে পারি! আর বিশেষতঃ আপনি কি জানেন না, গোহাড়ের ন্যায় দুইটা দাঁতের পরিবর্ত্তে কা'লই দুইটা সোণার দাঁত বসান যাইতে পারে; তাহাতে মুখের সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়—এবং ঝুনা নারিকেল কি ছাই, চকমকির পাতরও তাতে চিবানো যায়।"

মুখো। যায়?

রতি। কলিকাতার মনোহর বাবু সোণার দাঁতে এক জোড়া লোহার হাতা বেড়ি চিবাইয়া খাইয়াছিলেন। কা'লই আপনার সোণার দাঁত বসাইব—

দেব। কি ব'ল্লে ভাই—হাতা বেড়ি? আমার সোণার দাঁত বসিয়ে দিবে?—তাকি হয়?

রতি। হয় বই কি? দুই দিনের মধ্যেই দিব। আপনি এখানে দাঁড়াইয়া কেন?

দেব। তোমারই জন্য, সেই উন্মাদিনীর সন্ধানে বেড়াই-তেছি।

রতি। উন্মাদিনীর সন্ধানে এ অন্ধকারে বাদাম-তলায় দাঁড়াইয়া কেন?

দেবনাথ খুঁজিয়া উত্তর পাইলেন না। রতিকান্তও উত্ত-রের অপেক্ষায় নীরব হইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল উভয়েই নীরব, ইতিমধ্যে দেবনাথের পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র জঙ্গল হইতে হঠাৎ অলঙ্কারের ঝন্ ঝন্ শব্দ রতিকান্তের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি বিস্ময়ান্বিত হইয়া উহার অনুসন্ধান করিতে উদ্যত হই-লেন; কিন্তু দেবনাথ মুখো অগ্রসর হইয়া হস্ত ধরিলেন এবং বলিলেন, "ভাই, জঙ্গলে কত রকম জন্তু আছে—কামড়াইতে পারে। ওখানে যাওয়া উচিত নহে।" রতিকান্ত দেবনাথ মুখোর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন—কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া মৃত্তিকা-নির্ম্মিত প্রাচীর-বেষ্টিত একটী গৃহদ্বারে মৃদু মৃদু আঘাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনও উত্তর না পাওয়াতে গৃহপশ্চাতে

একটি গবাক্ষে সেইরূপ আঘাত করিতে লাগিলেন। ভিতর হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কে ও, রতিবাবু?" উত্তর "হাঁ আমি। দ্বার খোল, বড় শীত।" রতিকান্ত পুনরায় দ্বারদেশে আসিলেন। একটি প্রাচীনা আসিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিল। প্রাচীনা পাঠকদিগের নিকট অপরিচিতা নহেন, ইনি সে দিবস প্রত্যূষে গঙ্গাতীরে উন্মাদিনীর সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। প্রাচীনা রতিকান্তকে শীতার্ত্ত দেখিয়া গৃহাভ্যন্তরে আসিতে কহিল। রতিকান্ত গৃহমধ্যে একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া কহিলেন, "কোনও সন্ধান পাইলে কি?" প্রাচীনা উত্তর করিল, "তাহার সন্ধান প... কিন্তু কোনও ফল দর্শে নাই।"

রতি। কেন?

প্রাচীনা। সুযোগ হইল না, সেস্থলে অনেক লোক তাহার পাগলামি দেখিতেছিল।

রতি। কোথায় দেখিয়াছিলে?

প্র। এই পাড়ায়, সন্ধ্যাকালে বেড়াইতেছিল।

রতি। তবে বোধ হয় এরাত্রে এই গ্রামেই আছে?

প্রা। আছে বই কি।

রতি। বোধ হয় এখন অনুসন্ধান করিলে তাহার দেখা পাইতে পারি?

প্র। পারেন।

ইহার পর রতিকান্ত প্রাচীনার হস্তে পাঁচটি রৌপ্য মুদ্রা দিয়া উঠিলেন। প্রাচীনা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাও?"

র। তাহার অনুসন্ধানে।

প্রা। সে কি! এত রাত্রে তাহারে কোথায় পাবে?

রা। যদি এই গ্রামে থাকে, তবে পাব বইকি।

প্রা। কাহার বাটীতে অনুসন্ধান করিবে?

র। পাগলী কাহারো বাটীতে আশ্রয় লয় না—

এই বলিয়া রতিকান্ত অতিক্রত প্রাচীনার বাটী ত্যাগ বাহিরে আসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার হইল যে, উন্মাদিনীকে মধ্যে মধ্যে গ্রামপ্রান্তে মাঠে এবং নে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার এক-বার প্রতীতি হইল যে, পাগলীকে উহার মধ্যে কোনও না কোনও স্থানে দেখিতে পাইবেন।—এমত বিবেচনা করিয়া রতিকান্ত চলিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিশাচরীদ্বয়।

রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। হুঃ হুঃ করিয় শীতল নৈশ বায়ু বহিতেছে। রতিকান্ত অন্ধকারে কাঁপিতে কাঁপিতে একাকী চলিলেন কিয়দ্দূর যাইয়া গ্রাম অতিক্রম করিয়া একটা বৃহৎ অন্ধকারময় আম্রকাননে আসিলেন। প্রবাদ ছিল যে এই কাননে ভূতযোনি বিরাজ করিত। কিন্তু রতিকান্ত যে দুঃসাহসিক শপথ করিয়া রজনীকান্তের সর্ব্বস্বাপহরণে কৃত সংকল্প হইয়াছিলেন, তদপেক্ষা নৃশংসের কাজ আর কি ছিল রতিকান্ত অকুতোভয়ে আম্রকাননে প্রবেশ করিলেন। কাননের মধ্যস্থলে একটি ইষ্টকনির্ম্মিত-ঘাটবিশিষ্ট সরোবর ছিল

বৃক্ষের বিচ্ছেদে নক্ষত্রালোকে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ঐ স্থান কিঞ্চিৎ আলোকময়। রতিকান্ত দেখিলেন যে, ঐ ঘাটের একটি সোপানে কে এক ব্যক্তি বসিয়া আছে। তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হইল। একবার রতিকান্তের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, হঠাৎ দাঁড়াইলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার চলিলেন। তাঁহার পদশব্দজনিত শুষ্ক পত্রের মর্ম্মরশব্দে সে ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্রমে দুই এক পদ অগ্রসর হইলে রতিকান্তও সম্মুখে আসিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃৎকম্প হইল। যাহাকে বহুকাল মৃত বিবেচনা করিয়াছিলেন, এবং যাঁহাকে এ জন্মে কখনও দেখিবার সম্ভাবনা ছিল না, রতিকান্ত সেই অন্ধকারময় বিজন আম্রকাননে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া! ভয়ে তাঁহার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু আম্রকানন-বিহারিণী রমণী আর এক পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বলিল, "রতিকান্ত! ভয় নাই—আমি প্রেতিনী নহি। তোমরা শুনিয়াছিলে, আমি মরিয়াছিলাম—কিন্তু সে মিথ্যা জনরব মাত্র!" রতিকান্তের এক্ষণে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে কেন?" উত্তরে স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এত রাত্রে এখানে কেন?"

র। কোথায় যাইব?

স্ত্রী। কেন, তোমার কি ঘর দ্বার নাই?

র। আপনি কি জানেন না যে, রজনীকান্ত আমার সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়াছে।

স্ত্রী। তোমার মিথ্যা কথা—যদি কেহ তোমার কিছু অপহরণ করিয়া থাকে, তবে সে তাহার পিতা রমাকান্ত। অকারণে তুমি তাহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টায় বেড়াইতেছ।

র। আপনি কিরূপে আমার অভিপ্রায় জানিলেন?

স্ত্রী। তোমার অভিপ্রায় গোপন নাই—সকলেই এখন উহা জানিতে পারিয়াছে। বলিতে বলিতে স্ত্রীলোকটি মাতায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল—রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি কিছু পীড়া আছে?" স্ত্রীলোকটি বলিল, "আমি উৎকট রোগে পীড়িতা—আমার শেষ দশা বলিয়া তোমাদের দেখিতে আসিয়াছি।"

র। এখনও কোনও গ্রামের ভিতরে চলুন—সেখানে কোনও গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় লইবেন—চলুন—এ পীড়িত অবস্থায় এখানে থাকা উচিত নহে।

স্ত্রী। গ্রামের কোনও গৃহস্থের বাটীতে আমি তিন দিবস ছিলাম। কিন্তু গৃহস্থের প্রতিবেশী এক জন চিনিতে পারিয়া আমায় প্রেতিনী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল। আমি সেই জন্য সে স্থান ত্যাগ করিয়া এই বাঁধা ঘাটে শয়ন করিয়া আছি।

র। একাকিনী এই রুগ্ন অবস্থায় কেমন করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন—হঠাৎ কোনও দুর্ঘটনা হইতে পারে—

স্ত্রী। আমি একাকিনী নহি; আমার একজন সমভি-ব্যাহারিণী আছে—আমি সে জন্য তোমায় ব্যস্ত করিব না।

র। আমাদের ব্যস্ত করিবেন না ত কাহাকে ব্যস্ত করি-বেন? আমরা কি আপনার পর?

স্ত্রী। তুমি আমার পর নহ, কিন্তু তোমার যত্নে আমার তৃপ্তি হইবে না—

এই কথোপকথন হইতে হইতে সেই গভীর তমিস্র নৈশগগন ভেদ করিয়া আম্রকানন কাঁপাইয়া সঙ্গীতধ্বনি উঠিল। রতিকান্তের শরীর কণ্টকিত হইল। পীড়িত রমণীও চমকিত হইলেন এবং কহিলেন, "তুমি এস্থান হইতে যাও, আমার সঙ্গিনী আসিতেছে, তাহার চিত্ত স্থির নহে—তোমাকে দেখিলে তাহার মনের চাঞ্চল্য আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে।" রতিকান্ত কোনও উত্তর না করিয়া সে স্থান হইতে অপসৃত হইলেন, কিন্তু দূরে যাইয়া একটি তিন্তিড়ী বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া দেখিলেন যে, দূর হইতে একটি মধ্যবয়সী রমণী চঞ্চলগমনে আসিতেছে—তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলে চিনিলেন যে, পীড়িতা রমণীর সঙ্গিনী আর কেহ নহে—সেই উন্মাদিনী—যাহার অনু-সন্ধানে তিনি এই ভীষণ অন্ধকারে বনে বনে বেড়াইতে-ছেন। রতিকান্তের সেই জন্যই ধারণা হইল যে, তাঁহার জ্ঞাতি রজনীকান্তের সম্বন্ধে যে অতি গোপনীয় কথা উন্মা-

দিনী গঙ্গাতীরে ব্যক্ত করিয়াছিল, তাহার সহিত এ পীড়িতা রমণীর কোনও সংশ্রব থাকিবার সম্ভাবনা। অতএব তাহাদের কথা বার্ত্তা শ্রবণাভিলাষে বৃক্ষান্তরালে রহিলেন। কিন্তু দূরতা-বশতঃ কিছুই শুনিতে পাইলেন না—ক্রমে যামিনী অবসান হইল, পূর্ব্বদিক্ ঈষৎ আলোকময় হইল, বিহঙ্গমকুল কলকল রব করিয়া উঠিল। পীড়িতা রমণী উন্মাদিনীর স্কন্ধ আশ্রয় করিয়া অতিমৃদু পাদবিক্ষেপে আম্রকানন হইতে নির্গত হই-লেন। রতিকান্তও অলক্ষ্যে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনু-সরণ করিলেন। রমণীদ্বয় গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, হরি-নাথ মুখোর বাটীর সন্নিকটে একটি মৃত্তিকানির্ম্মিত কুটীরে প্রবেশ করিলেন। রতিকান্ত উহা দেখিয়া অদৃশ্য হইলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

কুমুদিনী রাত্রে যাহা দেখিল।

রজনীকান্ত কুমুদিনীর রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, আমরা যদিও মোহিত হই নাই, তথাচ তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে ভাল বাসি। অনেক দিন তাঁহাকে দেখি নাই; চল পাঠক, যদি তোমাদের গৃহিণীরা রাগ না করেন, তবে আজ একবার তাঁহাকে গিয়া দেখি। প্রস্ফুটিত পদ্মকুসুমবৎ কুমুদিনী সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিয়া বেড়াইতেছেন। শৈশব হইতে তিনি পিতৃস্নেহে বঞ্চিত, আজ সেই অকৃত্রিম স্নেহের তিনি অধিকারিণী—সেই মধুর আদরে আদরিণী। আবার সংসারী হইবেন—শৈশবে যখন তাঁহার বিবাহ

হইয়াছিল, তখন বিবাহ কাহাকে বলে জানিতেন না, এবং সেই অর্থ না বুঝিতে বুঝিতে বিধবা হইয়াছিলেন; এক্ষন তিনি সেই অর্থ বুঝিতে পারিয়াছেন; এ অবস্থায় তাঁহার বিবাহ হইবে,—তাঁহার কি আর সুখের সীমা আছে? এই অসীম সুখ বাহিরে অব্যক্ত, কিন্তু তাঁহার পিতা মাতা বুঝিতে পারিলেন—পারিয়া, তাঁহার জননী জগদীশ্বরের নিকট মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, তাঁহাদিগের এই একমাত্র কন্যাকে যেন দীর্ঘায়ু করেন—কুমুদিনীও মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, তাঁহার ভাবী পতি শরৎকুমারকে ও তাঁহার পিতা মাতাকে যেন দীর্ঘায়ু করেন। কুমুদিনী সুখের সময়ে, তাঁহার দুঃখে দুঃখী তাঁহার সুখে সুখী রজনীকান্তকে ভুলিলেন না, তাঁহাকে যে অকারণে রূঢ়বাক্য দ্বারা মনস্তাপ দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ে শেলবৎ মধ্যে মধ্যে আঘাত করিত, এবং সর্ব্বদাই ইচ্ছা করিতেন যে, আর একবার রজনীকান্তের সহিত সাক্ষাৎ হয়; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রজনীকান্তের আর সাক্ষাৎ-লাভ হইল না। এই চিন্তা মেঘবৎ মধ্যে মধ্যে কুমুদিনীর হৃদয় অন্ধকার করিত—এবংবিধ চিন্তায় এক দিবস সন্ধ্যাকালে কুমুদিনী তাঁহাদের খিড়কীর উদ্যানের পুষ্করিণীর ঘাটের একটি সোপানে বসিয়া আছেন, এমত সময়ে পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া দেখিলেন, আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত উন্মাদিনী তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়া-

ইয়া অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহাকে কি সঙ্কেত করিতেছে। কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ?" উন্মাদিনী কোনও উত্তর না করিয়া পুনরায় অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল। কুমুদিনী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, তোমার ঠাকুরাণী ত ভাল আছেন ?" উন্মাদিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, "উঁ হুঁ।" কুমুদিনী চমকিত হইয়া উন্মাদিনীর হস্ত ধরিয়া অতি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পীড়া কি বৃদ্ধি হইয়াছে ?" উন্মাদিনী উত্তর না দিয়া কেবল অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহাকে তাহার সমভিব্যাহারে যাইতে সঙ্কেত করিতে লাগিল। কুমুদিনী উন্মাদিনীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। খিড়কীদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া অনতিদূরে একটি ভগ্নকুটীরে প্রবেশ করিলেন। কুটীরের এক কোণে একটি মৃত্তিকানির্ম্মিত দীপাধারে একটি ক্ষীণালোক জ্বলিতেছিল। তাহার সন্নিকটে এক জীর্ণ ও গলিত শয্যায় একটি অস্থিচর্ম্মাবশিষ্টা প্রাচীনা রমণী শয়ন করিয়া আছেন। ইনি আমাদিগের অপরিচিতা নহেন, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যামিনীযোগে আম্রকাননে ইঁহারই সহিত রতিকান্তের সাক্ষাৎ হইয়াছিল—এবং রতিকান্ত ইঁহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ এই কুটীর পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন। কুমুদিনী কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, পীড়িতা রমণী মুমূর্ষুপ্রায়; মধ্যে মধ্যে মুখে বারি-সেচনের দ্বারা ও অনেক

যত্নে তাঁহার সংজ্ঞাপ্রাপ্তি হইল। পীড়িতা রমণী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া নিকটে কুমুদিনীকে দেখিয়া ক্ষণিক হর্ষান্বিত হইলেন। নয়নে দুই এক বিন্দু বারি পড়িল, এবং ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "মা এসেছিস্,—কুমুদিনি! তুমি পূর্ব্ব জন্মে আমার কে ছিলে —নতুবা এ জন্মে চরমকালে তুমি আমার পুত্রের ন্যায় কাজ করিতেছ কেন?" কুমুদিনী অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "স্থির হউন, নতুবা রোগ বৃদ্ধি পাইবে।"

পীড়িতা রমণী উত্তর করিলেন, "রোগের আর কি বৃদ্ধি হইবে —মা—আজ রাত্রি আমার কাটিবে না। তোমার কাছে আমার এক ভিক্ষা আছে; আমি সেই জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি।"

কুমু। কি বলুন।

পীড়িতা। আমার ভিক্ষা এই যে, বহুদূর হইতে মরিতে মরিতে যাহাকে দেখিতে আসিয়াছি, একবার তাহাকে দেখাও— মা আমার আর কেহ বন্ধু নাই যে, এ উপকার করে—

কুমু। কে, কাকে দেখিতে চান?

পীড়িতা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তোমাকে আমার পূর্ব্বপরিচয় দিব, তা নহিলে তুমি বুঝিতে পারিবে না; আমায় একটু জল দাও, বড় তৃষ্ণা—" বলিতে বলিতে পীড়িতা অচেতন হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কুমুদিনী রাত্রে যাহা শুনিল

মুদিনী একটি মৃৎপাত্রে জল আনিয়া তাঁহার মুখে সেচন করিলেন, এবং তিনি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে উহা পান করিতে দিলেন। পীড়িতা রমণী, কিঞ্চিৎ বলাধান হইলে, বলিতে লাগিলেন, "তোমাদিগের প্রতিবেশী রমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হইলে আমার কনিষ্ঠা ভগিনী সোণামণিকে বিবাহ করেন। পিতা মাতা দরিদ্র বলিয়া আমি তাহার সমভিব্যাহারে আসিয়া রমাকান্ত বাবুর বাটীতে বাস করিতে লাগিলাম। কখনও স্বামীর ঘর করি নাই, স্বামী একজন মহাকুলীন—

বিবাহ তাঁহার উপজীবিকা—আমাকে দরিদ্রের কন্যা বিবেচনা করিয়া কখনও তিনি আমাদের বাটী আসিতেন না। কিন্তু যখন জানিতে পারিলেন যে, আমি বিখ্যাত ধনাঢ্য রমাকান্ত বাবুর সংসারে বাস করিতেছি, তখন মধ্যে মধ্যে আসিতে লাগিলেন। আমি ভগিনীর সংসারে সুখে থাকিলাম। প্রথমতঃ—মধ্যে মধ্যে স্বামীকে দেখিতে পাইতাম, দ্বিতীয়তঃ—সেই সংসারে কর্ত্রী-স্বরূপা হইয়া রহিলাম। ভগিনীর ক্রমে বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম হইল। রমাকান্ত বাবুর প্রথমা স্ত্রীর তিন কন্যাসন্তান মাত্র ছিল; কিন্তু রমাকান্ত বাবু, একটি পুত্রসন্তান না হওয়াতে, সর্ব্বদাই দুঃখিত। আমার ভগিনী সোণামণি তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইলেন। অনেক যাগ যজ্ঞ আরম্ভ হইল। অবশেষে ভগিনী অন্তঃসত্ত্বা হইল। ঈশ্বরেচ্ছায়, আমিও ঐ সময়ে অন্তঃসত্ত্বা হইলাম। নবম মাসে এক দিবস প্রাতে ভগিনী একটি সুকুমার প্রসব করিলেন। বিধাতার নির্ব্বন্ধ। আমিও সেই দিবসে সন্ধ্যাকালে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলাম। আমরা দুই ভগিনী এক সময়ে পুত্রপ্রসবিনী হওয়াতে আহ্লাদের আর সীমা রহিল না—রমাকান্ত বাবুর বিপুল বৈভবের অধিকারী জন্মিল। সুবর্ণপুর আহ্লাদে কাঁপিয়া উঠিল। আমাদিগের সন্তান দুইটির তাহাদিগের মাতুলের ন্যায় মুখাবয়ব হইল। উভয়ে হৃষ্ট পুষ্ট এবং একই-প্রকার

দেখিতে হইল, দুই জনকে একত্রে রাখিলে সর্ব্বদাই ভ্রম হইত। ভগিনী সন্তানটির নিতান্ত অনুরক্তা হইল, ক্ষণকালের জন্য ক্রোড় হইতে ভূমিতে রাখিত না; এমন কি সন্তানটি এক মাসের হইলে একদিবস তাহার 'বাল্‌সা' হওয়াতে সোণামণি মনের চাঞ্চল্য হেতু মূর্চ্ছিতা হইল এবং সেই অবধি ক্রমে ক্রমে রুগ্ন হইয়া পড়িল। রমাকান্ত বাবু সোণামণিকে অতিশয় ভাল বাসিতেন—তাহার পীড়া দেখিয়া অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। দেশ দেশান্তর হইতে কত চিকিৎসক আনাইলেন। তাহারা এক মাস ধরিয়া চিকিৎসা করিল, কিন্তু বিশেষ কোনও ফল দর্শিল না—অবশেষে তাহারা স্থানপরিবর্ত্তন করিতে পরামর্শ দিল। নিলারপুরে আমাদের পিত্রালয়। নিলারপুরের জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর, অতএব শেষ স্থির হইল, কিছুদিনের জন্য ভগিনীদ্বয়ে পিত্রালয়ে গিয়া বাস করি। এক শুভদিনে নিলারপুরে যাত্রা করিলাম,—রমাকান্ত বাবু বৃদ্ধ বয়সে সোণা-মণির অতিশয় বাধ্য হওয়াতে আমাদিগের সমভিব্যাহারে চলিলেন,—উঃ! বড় তৃষ্ণা, জল—" বলিতে বলিতে রমণী আর বলিতে পারিলেন না, বাক্‌শক্তি রহিত হইল। কুমুদিনী দ্রুত জল আনিয়া দিলেন। রমণী উহা পান করিয়া ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিলেন, পুনরায় যখন আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কুমুদিনী নিষেধ করিলেন, বলিলেন, "আজ

স্থির হইয়া থাকুন, কালি বলিবেন।” রমণী বলিলেন, “আমি ত কা’ল পর্য্যন্ত বাঁচিব না; আজ না বলিলে আমি তাহাকে দেখিতে পাইব না।” এই বলিয়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন—

“পিত্রালয়ে কিছু দিন বাস করিয়া সোণামণি কিঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিল। রমাকান্তের ইচ্ছা যে, মাস ছয় সাত সেখানে থাকিয়া সোণামণি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করে। এইরূপে কিছু দিন পরে যখন আমাদের শিশুদিগের আড়াই মাস বয়ঃক্রম হইল, তখন এক দিবস জনরব উঠিল যে, পূর্ব্বাঞ্চল হইতে একদল ছেলেধরা স্ত্রীলোক আসিয়াছে। তাহারা দুই চারি মাসের শিশুদিগকে চুরি করিয়া লালন পালন করিয়া চারি পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে ব্যবসাদার-দিগের নিকট বিক্রয় করে এবং তাহারা অন্য দেশে বালক-দিগকে গোলাম বলিয়া বিক্রয় করে—এই সংবাদে প্রসূতি-দিগের মনে কি প্রকার ভয় হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। আমার ভগিনী সোণামণি উন্মত্তের ন্যায় হইল, পীড়া আরও বৃদ্ধি পাইল, তাহার শিশুকে কাহারও নিকট বিশ্বাস করিয়া দিত না, কেবল মধ্যে মধ্যে আমিই সে বিশ্বাসভাজন হইতাম। এক দিবস সন্ধ্যার সময় সোণামণি আমার নিকট তাহার সন্তানকে দিয়া গঙ্গায় গা ধুইতে গিয়াছিল। আমার পিতার বাটীর পশ্চাতেই একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর ছিল। আমি

বিষম গ্রীষ্ম-যন্ত্রণায় প্রান্তরের দিকে একটি দ্বার খুলিয়া শিশুকে লইয়া শয়নে ছিলাম। ক্রমে নিদ্রাভিভূত হইলাম, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভয়ে চমকিয়া উঠায় নিদ্রাভঙ্গ হইল। ব্যস্ত হইয়া শিশুকে কোলে টানিতে গিয়া দেখিলাম, শিশু নাই—চীৎকার করিয়া আছাড়িয়া পড়িলাম। তখন বেস অন্ধকার হইয়াছে—আমার চীৎকারে ভগিনীপতি দৌড়িয়া আসিলেন। আমি তাঁহাকে সবিশেষ বলিলাম। তিনি চতুর্দ্দিকে ভৃত্য-বর্গকে পাঠাইয়া আমার নিকট আসিয়া আমার দুই হস্ত ধরিয়া বলিলেন, 'দেখ আমি অনেক লোকজন পাঠাইয়াছি, এক্ষণেই তাহারা শিশু ফিরাইয়া আনিবে; কিন্তু ইতিমধ্যে তোমার ভগিনী যদি বাটী আসিয়া তাঁহার সন্তানকে দেখিতে না পান, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণত্যাগ হইবে। অতএব তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য আপাততঃ তোমার পুত্রকে তাঁহার বলিয়া তাঁহাকে দেওয়া আবশ্যক। তোমার পুত্র ও আমার পুত্র যমজের ন্যায়, কোনও প্রভেদ নাই। সোণামণি সহজেই ভুলিবেন—তাহার পর আমার শিশুপুত্র প্রাপ্ত হইলে সকল বজায় থাকিবে।' আমি এই পরামর্শে সম্মত হইলাম—কেননা সোণামণি বাটী আসিয়া তাহার শিশুকে না দেখিতে পাইলে নিশ্চয় মরিবে, তাহা জানিতাম। বিশেষতঃ যতদিন না সোণামণির শিশু পাওয়া যায়, ততদিন আমার শিশু

আমারই নিকট থাকিবে, এই বিবেচনা করিয়া পরিচারিকা কমলমণির (এক্ষণে এই উন্মাদিনীর) নিকট হইতে আমার শিশু আনিয়া পূর্ব্ববৎ সেইস্থানে শয়ন করাইয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। ভগিনী পথিমধ্যে এ সংবাদ পাইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় দৌড়িয়া আসিতেছিল, এবং আমার শিশুকে তাহার বিছানা হইতে ক্রোড়ে লইয়া পাগলের ন্যায় হাসিতে ও কাঁদিতে লাগিল। এই প্রকারে সকলে জানিল যে, আমারই শিশু হারাইয়াছে এবং সে আর পুনঃপ্রাপ্ত হইল না।

"কিছু দিন পরে সোণামণি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলে রমাকান্ত বাবু তাহাকে লইয়া সুবর্ণপুরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমিও যাইতে উদ্যত হইলাম—কিন্তু তিনি নিষেধ করিলেন, বলিলেন, 'তোমার বৃদ্ধ পিতা মাতা কাশী যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদের সঙ্গে একজন অভিভাবক থাকা আবশ্যক। তুমি ভিন্ন আর কে সঙ্গে যাইতে পারে? আমি সকল খরচপত্র দিব।' আমি যাইতে অসম্মত হইলাম, বলিলাম, 'আমার সন্তান ফিরাইয়া দাও, আমি যাইব।' কিন্তু পাষণ্ড বলিল, 'তোমার সন্তান চুরি গিয়াছে, আমি কোথায় পাইব।'—আমি বলিলাম, 'তুমি চুরি করিয়াছ।'—সে উত্তর করিল, 'কে এখন বিশ্বাস করিবে যে, তোমার সন্তান তোমার জ্ঞাতসারে আমি চুরি করিয়া তোমার

ভগিনীকে দিয়াছি। এ কথা শুনিলে তোমাকে বাতুল মনে করিবে; এ কথা আর মুখে আনিও না।'—আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। পাষণ্ড যাহা বলিল, তাহা সঙ্গত বিবেচনা হইল। কিন্তু আমি অনেক কাঁদিয়া বলিলাম,—আমি তাহার বাটীতে বাস করিব—কেননা তাহা হইলে আমার পুত্রকে দিবারাত্র দেখিতে পাইব। কিন্তু পাষণ্ড কোনও মতেই রাজি হইল না—এখন আমি কোথায় যাই! সুতরাং পিতা মাতার সহিত কাশী যাওয়া স্থির করিলাম—রমাকান্ত আমার প্রাণের পুত্র চুরি করিয়া সোণামণি-সমভিব্যাহারে সুবর্ণপুরে গেল। আমার শিশু সন্তানের পরিচর্য্যার্থে কমলমণিকে সঙ্গে লইয়া গেল। কাশী যাইবার কিছুদিন পূর্ব্বে একদিবস একজন পুলিষ কর্ম্মচারী আমার পিতার নিকট আসিয়া বলিল, 'এক-স্ত্রীলোককে ছেলেধরা সন্দেহ করিয়া পুলিষে ধৃত করিয়াছে, এবং তাহাদিগের নিকট হইতে দুইটি শিশুসন্তান পাওয়া গিয়াছে—তন্মধ্যে একটি, হাকিমের নিকট তাহাদিগের এজে-হারে প্রকাশ পাইল যে, তোমার দৌহিত্র; তোমাকে গিয়া উহাকে চিহ্নিত করিয়া আনিতে হইবে। বৃদ্ধ পিতা আহ্লাদে তাহার সমভিব্যাহারে গিয়া সোণামণির শিশু ফিরাইয়া আনি-লেন। আমি আহ্লাদে গলিয়া গেলাম। আপনার শিশুর ন্যায় তাহাকে বুকে করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। এই সংবাদ

রমাকান্তকে লিখিলাম। আরও লিখিলাম, আমার শিশু আমাকে ফিরাইয়া দিবেন, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া কাশীযাত্রা করিব। রমাকান্ত প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে, 'তোমার শিশু ফিরিয়া পাইয়াছ শুনিয়া বড় সুখী হইলাম, তোমার পুত্র দীর্ঘায়ু হউক—কিন্তু পুত্র ফিরিয়া দিবার কথা কি লিখিয়াছ, বুঝিতে পারিলাম না—তুমি কি পাগল হইয়াছ?' আমি পত্রখানি অঞ্চলে বাঁধিলাম। চক্ষের জল চক্ষে মারিলাম; দুঃখের কথা আপনার হৃদয়ে গোপন করিলাম। সোণামণির শিশু-সন্তান লইয়া কাশীযাত্রা করিলাম—সেখানে তাহাকে বিদ্যা-ভ্যাস করাইতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে কমলমণি সোণা-মণিকে ত্যাগ করিয়া আমার নিকট আসিল। তাহার বুদ্ধির কিছু বিশৃঙ্খলা দেখিলাম। রমাকান্তের প্রতি তাহার বিশেষ রাগ, বোধ হয় যেন রমাকান্ত তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। সে যাহা হউক, কমলমণি শেষে উন্মত্ত হইল। সোণামণির পুত্র আমার নিকট থাকিয়া কৃতবিদ্য হইল। রমণপুরের শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ে কাশীবাস করিতেন; তাঁহার পরমা সুন্দরী কন্যা প্রমদার সহিত সোণামণির পুত্র শরৎ-কুমারের বিবাহ দিলাম—"

এই সময়ে কুমুদিনী চমকিয়া উঠিলেন—এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি! আপনার প্রতিপালিত সোণামণির পুত্রের

নাম শরৎকুমার?” পীড়িতা রমণী উত্তর করিলেন, “হাঁ”। কুমুদিনী ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তার পর?” “তার পর বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে শরৎকুমার কৃতবিদ্য হইয়া, কলিকাতায় চাকরীর চেষ্টা করিতে আসিতে ইচ্ছুক হইল। এই সময়ে তাহার শ্বশুর শ্রীনাথ বাবুও বাটী আসিতেছিলেন। শরৎকুমার তাঁহার সহিত আসিল। রমাকান্তের সহিত তাহার অথবা আমার যে কোনও সম্পর্ক ছিল, তাহা শরৎকুমারকে কখনও বলি নাই। কেননা রমাকান্তের নাম মুখে আনিতে আমার ঘৃণা হইত। শরৎ এদেশে আসিলে পর আমার পিতা মাতার মৃত্যু হইল, এবং আমিও রোগগ্রস্ত হইলাম; এ সংবাদ রমাকান্ত জানিতে পারিল, এবং সকলের নিকট প্রকাশ করিল যে, আমারও মৃত্যু হইয়াছে। আমি দিন দিন অতিশয় পীড়িত হইলাম এবং নিশ্চয় বিবেচনা হইল, আর অধিক দিন বাঁচিব না। মনে মনে আপনার পুত্রকে দেখিতে বড় সাধ হইল। মরিতে মরিতে ঐ উন্মাদিনীর সমভিব্যাহারে এদেশে আসিলাম। শুনিলাম আমার ভগিনী ও রমাকান্তের মৃত্যু হইয়াছে। পুত্র রজনীকান্ত তাহাদের বিষয়াধিকারী হইয়াছে। একদিবস উন্মাদিনী আমার রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিল এবং কি বলিয়াছিল, তাহা জানি না। রজনী তাহার উপর বিরক্ত হইয়াছিল। রজনী তাহাকে চিনিত না

—কিন্তু তাহার শত্রু রতিকান্ত চিনিত। তাহার সহিত কাশীতে একদিবস সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কুমুদিনি! আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত সব শুনিলে, এক্ষণে একবার রজনীকান্তকে এই-খানে আনাও, আমি দেখে প্রাণত্যাগ করি।"

কুমুদিনী এই আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ সেইস্থানে বসিয়া রহিলেন। পরে পীড়িতা পুনঃপুনঃ কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন দেখিয়া, তিনি ধীরে ধীরে উঠিলেন এবং প্রতিবেশী এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন "তুমি রজনী বাবুকে এইখানে শীঘ্র আসিতে বল।" তৎপরে পুনরায় কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, রমণী অচেতন। চেতন করিতে বহু যত্ন করিলেন, কিন্তু সফল হইলেন না। রমণীর মৃত্যু হইয়াছে—কুমুদিনী তাঁহার শিয়রে বসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাঁদিতে লাগিলেন। রমণী তাঁহার কে ছিল? কেহ না —কিন্তু অনাথিনী বলিয়া পীড়িতা-অবস্থায় তাঁহার শুশ্রূষা করাতে মায়া জন্মিয়াছিল। ইতিমধ্যে রজনীকান্ত সেই কুটীরে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া কুমুদিনী উঠিয়া দাঁড়াই-লেন। রজনী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মৃত ব্যক্তি কে?" কুমুদিনী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "তোমার জননী।" বলিয়া, মনে মনে অতিশয় ক্ষোভিতা হইলেন, লজ্জায় অঞ্চল দিয়া মুখাবরণ করিলেন।

রজনী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আবার কি? তুমি কি আমায় চেন না? আমি রমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র।"

কুমু। অন্য ব্যক্তি তাঁহার পুত্র।

রজ। কে?

কুমু। শরৎকুমার।

রজ। যাহার সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে?

এই কঠিন তিরস্কারে কুমুদিনী লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া, অত্যন্ত ক্রোধে, পুরুষমানুষের মত তীব্রদৃষ্টিতে রজনীর প্রতি চাহিলেন। আবার তখনই স্ত্রীলোকের মত চক্ষুদুটিকে নত করিয়া, ক্রমে ক্রমে জলে পরিপূর্ণ করিয়া, একেবারে কাঁদিয়া উঠিলেন। রজনী অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "আমি তা বলি নাই। তবে কথাটা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই। তুমি এ কথা কেন বলিতেছিলে?"

কু। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করিবে?

এবার রজনীর দৃষ্টিতে তিরস্কার ব্যক্ত হইল। রজনী বলিল, "কবে তোমার কথায় অবিশ্বাস করিয়াছি? তোমার কথায় দৃঢ়বিশ্বাস করি বলিয়াই তোমার সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ নাই।"

কুমুদিনী আবার লজ্জায় মুখ নত করিলেন। পরে বলি-

লেন, "বিশ্বাস কর না কর, আমার যা কর্ত্তব্য, তা আমি করি। তুমি মনোযোগ দিয়া শোন।

তখন সেই অন্ধকার নিশীথে, সেই বিজন কুটীর-মধ্যে, সেই সদ্যোবিমুক্তপ্রাণ মনুষ্যদেহ-পার্শ্বে বসিয়া, সেই যুবতী রজনীকান্তের কাছে বলিতে লাগিল। সেই ভীষণ সর্ব্বনাশ-কর কথা কুমুদিনী যেমন মৃতার নিকট শুনিয়াছিলেন, তেমনি বলিতে লাগিলেন; ক্ষুদ্র নিস্তেজ দীপের ক্ষীণালোক কুটীর-মধ্যে কাঁপিতেছিল,—মধ্যে মধ্যে কুটীরভিত্তির উপর ভৌতিক ছায়া সকল প্রেতবৎ নাচিতেছিল—শবদেহের উপর ভৌতিক রঙ্গে খেলিতেছিল—কুমুদিনীর অশ্রুসমুজ্জ্বল চক্ষে বিদ্যুৎ ঝল-সিতেছিল;—নিকটস্থ বৃক্ষশাখায় কদাচিৎ কোমল অতি মৃদু, কি ভীষণ মৃদু রব হইতেছিল—দূরে কদাচিৎ কোনও বিকট পশু রব করিতেছিল। সেই সময়ে, সেই আলোকে, কুমু-দিনী ধীরে ধীরে অস্ফুটস্বরে গম্ভীরভাবে সেই সর্ব্বনাশ-কারিণী কাহিনী রজনীকে শুনাইলেন। মেঘ বলিল, চাতক শুনিল—যা শুনিল, তা—বজ্রাঘাত!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্মশানে।

ত্রি দ্বিপ্রহরে বসুন্ধরার ঘাটে একটি শবদাহ হইতেছিল। উপরে নীল নভোমণ্ডলে অসংখ্য তারকা নিঃশব্দে ভাসিতেছে—নিম্নে জাহ্নবী নিঃশব্দে গাঢ় অন্ধকারে ভাসিতেছে। রজনী গাঢ় অন্ধকারময়ী, ভয়ঙ্করা, শব্দহীনা; কেবল কোনও হতভাগিনীর ঐ চিতার অগ্নির পিট্‌পিট্‌ শব্দ আর গর্জ্জন শুনা যাইতেছিল। ভীষণ অন্ধকারে স্বভাবের কিছু লক্ষ্য হইতেছিল না। কেবল সেই সর্ব্বসংহারী সর্ব্বদেশব্যাপী অগ্নি একটি নশ্বর হিন্দুদেহ ধ্বংস করিতেছে, ইহাই দেখা যাইতেছিল;

আর তদালোকে তৎপার্শ্বে অনতিদূরে উপবিষ্ট শবদাহককে দেখা যাইতেছিল। দাহকারী এক সুন্দর যুবাপুরুষ, একদৃষ্টে অগ্নি-প্রতি চাহিয়াছিলেন। সে মুখমণ্ডল একবার দেখিলে আর ভুলিবার নহে,—সে রূপ নহে, সে মুখশ্রী নহে। কোনও গম্ভীর হৃদয়বিদারক চিন্তাযুক্ত সেই মুখমণ্ডল—তাহা একবার দেখিলে আর ভুলিবার নহে। সে মূর্ত্তি কেবল সেই নিবিড় অন্ধকারময়ী যামিনীতে সেই কল্লোলিনীর সৈকতোপরি শ্মশা-নোপযোগিনী। যুবক দুই জানূপরি ঈষৎ বক্রভাবে মস্তক রাখিয়া অগ্নির প্রতি চাহিয়াছিলেন। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই মহাকাল অগ্নি সেই মনুষ্যদেহ ধ্বংস করিল—তাঁহাকে পথের কাঙ্গাল করিল। রজনীকান্ত কাঙ্গাল হউন, তাহাতে ক্ষতি নাই ; কিন্তু আজ তাঁহার অগ্নিতে যাহাকে পোড়াইল, তাহাকে কি আর কখনও দেখিতে পাইবেন না ? প্রাণ দিলেও কি দেখিতে পাইবেন না ? এ বিশ্বমণ্ডলে খুঁজিলে কি কোথাও পাইবেন না ? আজি হউক কালি হউক দশদিন বিলম্বে হউক, আর কি কখনও দেখিতে পাইবেন না ? অগ্নিতে পোড়াইলে কি কোনও চিহ্ন থাকে না ? হা বিধাতঃ ! তুমি কি নিষ্ঠুর ! ক্রমে অগ্নি নিস্তেজ হইয়া আসিল, শব-দেহ পুড়িয়া অঙ্গার হইল, অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। রজনীকান্ত সেই প্রকারে সেই খানে বসিয়া আছেন। একটি শবভুক্

কুক্কুর লোলজিহ্বা বহিষ্কৃত করিয়া শ্মশানের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, আবার ফিরিয়া গেল। রজনীকান্ত একদৃষ্টে সেই শ্মশান-প্রতি চাহিয়াছিলেন। ক্রমে পূর্ব্বদিক্ ঈষৎ পরিষ্কৃত হইল। গঙ্গার হৃদয় হইতে ক্রমে অন্ধকার অন্তর্হিত হইতে লাগিল; সমস্ত রাত্রি নির্ব্বাত ছিল, এক্ষণে দক্ষিণদিক্ হইতে মৃদু মৃদু সমীরণ গঙ্গার হৃদয় ঈষৎ চঞ্চল করিল। দুই এক বার বসুন্ধরার ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানে ঠুন ঠুন শব্দ হইল। দুই চারিটি গ্রাম্য কুলকামিনী দ্রুতপদে মৃদুমধুর কথোপ-কথনে এবং কখনও কখনও মৃদুমধুর হাস্য করিতে করিতে গঙ্গাস্নানে আসিতেছিল।

তৎপরে একটি বৃদ্ধ গ্রামবাসী আসিয়া জলে নামিল। এবং কিঞ্চিৎ পরেই শ্মশান-প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে চীৎকার করিয়া উঠিল।—"এ কি, রজনী বাবু যে!" রজনীকান্ত ঐ চীৎকারে প্রকৃতিস্থ হইলেন। ঘাটের দিকে আস্তে আস্তে মস্তক ফিরাইলেন। দেখিলেন, যামিনী প্রভাত হইয়াছে, এবং জলে দাঁড়াইয়া কতিপয় অবগুণ্ঠনবতী ও একজন তাঁহার প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন। রজনীকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাঁহার পদদ্বয় অবশ হওয়াতে দাঁড়াইতে অক্ষম হইলেন। নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ অবলম্বন করিবা দাঁড়াইলেন। ইত্যবসরে সেই ব্রাহ্মণ

জিজ্ঞাসা করিলেন, "রজনী বাবু! আপনার বেশ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, আপনি পিতৃ অথবা মাতৃহীন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ত বহুদিন হইল স্বর্গে গিয়াছেন। তবে আজ আপনার এ বেশ কেন?" রজনীকান্ত অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "আজ আমি মাতৃহীন হইলাম।" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "সে কি! আপনার—" রজনীকান্ত কোনও প্রশ্ন করিতে হস্তোত্তোলন করিয়া নিষেধ করিলেন। তৎপরে আস্তে আস্তে শ্মশানের নিকট যাইয়া পরিশিষ্ট কার্য্য সমাপন করিয়া বসুন্ধরার ঘাটের দিকে স্নান করিতে চলিলেন—অতি মৃদুপাদবিক্ষেপে মস্তক নত করিয়া চলিলেন। রজনীকান্তের চক্ষে জল নাই—কিন্তু প্রতি পাদবিক্ষেপে যে কত কান্না কাঁদিতেছেন, তাহা কেবল যাহারা সেখানে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছিল, তাহারাই বুঝিয়াছিল। রজনীকান্ত যত নিকটবর্ত্তী হইতেছিলেন, ততই তাঁহার মুখমণ্ডল পরিষ্কার-রূপে দৃষ্ট হইতেছিল। তাঁহার মুখশ্রীর ভীষণ পরিবর্ত্তন দেখিয়া অবগুণ্ঠনবতীদিগের মধ্যে একজন কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু সে সময়ে কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না। রজনী আসিয়া জলে নামিলেন। হঠাৎ রমণীদিগের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। স্থিরচক্ষে একটি রমণীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু আর সে ঘাটে নামিলেন না। দ্রুতপাদে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। রমণীদিগের মধ্যে

এক জন আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল, "কুমুদিনি! রজনী-কান্ত অমন ক'রে ফিরে গেল কেন?" কুমুদিনী উত্তর করিলেন, "বোধ হয় আমাকে—আমাদের দেখে।" তখন কুমুদিনী কাঁদিতেছিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

ধনেই কি সুখ?

হার পর, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিল। রজনীর কাছে, কুমুদিনীর কথা বেদবাক্য। শরতের বিষয় শরৎকে দিয়া, রজনীকান্তের সেই জীবনে আশ্রয়স্থল মনোরম অট্টালিকাও শরৎকে দিলেন। আপনি গ্রামপ্রান্তে এক ক্ষুদ্র মৃন্ময়-গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কাহারও সঙ্গে দেখা করেন না। তাঁহাকে সর্ব্বদা অপ্রসন্ন দেখিয়া, কেহও তাঁহার সঙ্গে দেখা করে না। রজনীর ইচ্ছা নাই, দেশে আর বাস করেন। কিন্তু একটি উদ্দেশ্য ছিল—শরৎকুমারের সঙ্গে কুমুদিনীর বিবাহ দেখিবেন। দেখিয়া, দেশ পরিত্যাগ করিবেন। যথাসাধ্য মাতৃকৃত্য সমাপন করিলেন।

এদিকে শরৎকুমারের সঙ্গে কুমুদিনীর বিবাহের দিন স্থির করিবার জন্ত শরৎকুমার কুমুদিনীর পিতার কাছে উপস্থিত হইয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। হরিনাথ বাবু বলিলেন, "আমার কন্তা বয়ঃস্থা। তাহার অনভিমতে আমি তাহার বিবাহ দিব না। তুমি তাহার মন জানিয়াছ?"

শ। এক-প্রকার।

হ। সম্মত?

শ। বোধ হয়।

হ। তবে তুমি গিয়া আবার তাহার সম্মতি লইয়া আইস। বলিয়া আইস যে, এই মাসে বিবাহ হয়, তোমার এমন ইচ্ছা। কি বলে আমাকে বলিয়া যাইও।

শরৎকুমার অন্তঃপুরে কুমুদিনীর কাছে গেলেন—আত্মীয়-স্থলে শরৎকুমারের অবারিত দ্বার—বিশেষ হরিনাথ বাবুর সাহেবি মেজাজ। হরিনাথ বাবুও সেই কথা মনে মনে ভাবিতেছিলেন—মনে মনে বলিতেছিলেন, "বড় ভাল লক্ষণ দেখিতেছি! দেখ, আমার বাড়ীতে বিলাতি 'কোর্টশিপ্'। আমরা সাহেব হইয়া উঠিতেছি। আমাদের উপর দেশের আশা ভরসা আছে।"

শরৎকুমার গিয়া দেখিলেন, কুমুদিনী একটা নেঙ্টা ছেলের ঘাড় ধরিয়া ভাত গিলাইয়া দিতেছেন। ঠিক বিলাতি মিসের চরমোৎকর্ষ বলিয়া তাঁহার বোধ হইল না। বাঙ্গাই

হউক, সকল সময়ে কুমুদিনী তাঁহার কাছে সুন্দরী, সকল সময়েই তাঁহার আরাধনীয়া। তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমে কুমুদিনীর অধরপ্রান্তে—অধরপ্রান্তে কি কোথায় তাহা ঠিক বলিতে পারি না, হাসির একটু লক্ষণ দেখা দিল। তখনই মিলাইয়া গেল। তখনই আবার তাঁহার মুখ গম্ভীরকান্তি ধারণ করিল। শরৎকে দেখিয়া কুমুদিনী হাত ধুইয়া উঠিলেন। বলিলেন,

"আমায় কি খুঁজিতেছ ?"

শ। হাঁ, তোমাকেই।

কুমুদিনী তখন অন্তরালে দাঁড়াইলেন। শরৎকুমার সেই খানে আসিলেন। কুমুদিনী বলিলেন,

"কেন ?"

শ। আমার সুখের দিন কবে হইবে ?"

কু। সে আবার কি ?

শ। আমার বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে।

কুমুদিনী মুখ একটু অবনত করিলেন। একটু ব্রীড়াবিকম্পিত স্বরে বলিলেন,

"কাহাকে ?"

শ। কাহাকে আবার ? যে আমাকে কামিনীকুঞ্জবনে বাঁচিতে হুকুম দিয়াছিল, তাহাকেই।

কুমুদিনীর মুখকান্তি অতিশয় গম্ভীর, স্থির, চিন্তাযুক্ত হইল। কুমুদিনী বলিলেন,

"তুমি বোধ হয় আমারই কথা বলিতেছ। তোমায় বাঁচিতে না বলিবে, এমন পামর পামরী জগতে কে আছে? যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে—সেই কি—"

কুমুদিনীর মুখে আর কথা সরিল না। মুখ অবনত করিয়া রহিলেন। হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে 'কোর্টশিপ্' কি চলে গা?

শ। কি! সেই কি, কুমুদিনি?

কুমুদিনী ঢোক গিলিয়া, ঘামিয়া, মুখ লাল করিয়া, হাঁপাইয়া বলিলেন,

"তাকেই কি বিবাহ করিতে চাহিবে?"

শরৎকুমারের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। শরৎকুমার বলিলেন,—"এ কি তামাসা, কুমুদিনি?"

কু। তামাসা কি?

শ। আমায় রক্ষা কর।

কু। কি প্রকারে?

শ। আমায় বিবাহ কর।

কুমুদিনী আবার ঢোক গিলিতে আরম্ভ করিলেন— আবার ঘামিতে আরম্ভ করিলেন। অতিকষ্টে, ঘাড় হেঁট করিয়া বলিলেন, "বিধবার কি আর বিয়ে হয়?"

তখন শরৎকুমার বহুবিধ তর্কবিতর্ক করিয়া কুমুদিনীকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন যে, বিধবার বিবাহ অশাস্ত্রীয় বা ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে। কুমুদিনী বলিলেন,

"আমি মেয়ে মানুষ, অত বুঝি না, আমাকে অত বুঝা-ইও না।"

শরৎকুমার হতাশ হইয়া বলিলেন, "কুমুদিনি! তুমি ত তোমার পিতার কাছে স্বীকার করিয়াছ যে, আবার বিবাহ করিবে

কুমুদিনীর রাগ হইল। সে তার বাবার কাছে যাই স্বীকার করুক না, সে জোরে জোর করিবার শরৎকুমার কে? সে ত আজও স্বামী হয় নাই। রাগের সময় লজ্জা একটু খাট হয়—কুমুদিনী লজ্জা একটু খাট করিয়া রুষ্টভাবে বলিলেন,

"আমি বাপের কাছে এমন স্বীকার করি নাই যে, তোমাকে বিবাহ করিব।"

শরৎকুমার অপ্রতিভ এবং ব্যথিত হইলেন। বলিলেন,

"কুমুদিনি, তুমি আমাকে একদিন আশা দিয়াছিলে।"

কু। যদিই দিয়া থাকি?

যদিই দিয়া থাকি? কি নিষ্ঠুর কথা! শরৎকুমার বলি-লেন, "সে কি কুমুদিনি! তুমি 'থাক' বলিয়াছিলে বলিয়াই আমি সংসারে আছি।"

কুমুদিনী ভাবিলেন, “শরৎকুমারের কি অন্যায়! আমি কি তাহাকে ইতিমধ্যে জীবনসর্ব্বস্ব লেখা পড়া করিয়া দিয়াছি! যাহা হউক, ইহাকে অনর্থক মানসিক কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই। লজ্জা ত্যাগ করিয়া স্পষ্ট কথা বলাই আমার ধর্ম্ম।” তখন কুমুদিনী বলিলেন,

“আমি কি বলিয়াছি না বলিয়াছি, তাহা ঠিক স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না। যদি তোমার কাছে আমি আত্ম-সমর্পণ স্বীকার করিয়া থাকি—তবে সে অঙ্গীকার বিস্মৃত হও।”

শ। কেন, কুমুদিনি? কেন আমাকে প্রাণে মারিবে?

কু। যখন তুমি নির্দ্ধন ছিলে, তখন তোমাকে বিবাহ করিতে পারিতাম। এখন তুমি ধনী—এখন তোমায় আমায় বিবাহ হইলে লোকে বলিবে কি জান? লোকে বলিবে, হরিনাথ বাবু কেবল ধনের গৌরবে অন্ধ হইয়া, জাতিত্যাগ করিয়া বিধবা কন্যার বিবাহ দিল। আমি যদি পিতার অনুরোধে কখনও বিবাহ করি—তবে দরিদ্রকে। ধনীকে আমি বিবাহ করিব না।

শরৎ বালকের ন্যায় কাঁদিয়া বলিলেন, “দরিদ্রকে বিয়ে করিবে, কুমুদিনি! বুঝিয়াছি, তুমি রজনীকে বিবাহ করিবে।” শরৎকুমার ক্রোধে, অভিমানে এবং দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে দ্রুতগমনে বাহিরে গমন করিলেন।

কুমুদিনী কিছু অপ্রতিভ, কিছু দুঃখিত, কিছু রুষ্ট হইয়া অন্যমনে ভাবিতে লাগিলেন। কুমুদিনী ভাবিতেছিলেন, "শরৎ-কুমারের অন্য যে গুণ থাকুক, শরৎকুমার বালকস্বভাব বটে। আমার মনে বিশ্বাস ছিল, শরৎকুমার আমার স্বামী হইলে, আমি সুখী হইব। এক্ষণে আমার সম্পূর্ণ সন্দেহ। রজনী?—আর যাহাই হউক, রজনীকান্ত বালকস্বভাব নহে। হৌক বা না হউক—রজনীকান্ত দরিদ্র—আমার স্বর্গের স্বামী, আজি আমার কথার উপর নির্ভর করিয়াই এ দারিদ্র্য স্বীকার করিয়াছে। আমি, তাহার ঐশ্বর্য্য শরৎকে দিয়া, যদি এখন শরৎকে বিবাহ করি—সেই ঐশ্বর্য্যের আপনি অধিকারিণী হইয়া বসি—তবে রজনী কি মনে করিবে? ছি! ছি! শরৎকুমারকে কখনই বিবাহ করা হইবে না।"

কে যেন কুমুদিনীর মনকে জিজ্ঞাসা করিল—"তবে কাহাকে বিবাহ করিবে? তুমি যে বাপের কাছে স্বীকার করিয়াছ বিবাহ করিবে।" কুমুদিনীর মন উত্তর করিল, "কাহাকে বিবাহ করিব? কি জানি কাহাকে?"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

কিছুতেই সুখ নাই।

ল্গুন মাস প্রায় অবসান হইয়াছে। অদ্য দোলপূর্ণিমার রাত্রি। নীল নভোমণ্ডলে অসংখ্য তারাগণবেষ্টিত নব বসন্তের পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করিতেছে। তন্নিম্নে পাপিয়ার আকাশব্যাপী ঝঙ্কার পৃথিবীতে বসন্তসমাগম প্রচার করিতেছে। তন্নিম্নে অর্থাৎ সুবর্ণপুরের রাজপথে, ঘাটে, নদীকূলে, দেবমন্দিরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকবালিকাদিগের আনন্দসূচক ধ্বনিতে বুঝা যাইতেছে যে, অদ্য রাত্রে সুবর্ণপুরে কোনও আনন্দজনক কার্য্য আছে। নবপ্রস্ফুটিত মাধবীলতা সঞ্চালিত করিয়া, নব বসন্তপবন গৃহস্থ কুলকামিনীদিগের অল্প অল্প স্বেদবিজড়িত অলক-

দাম চঞ্চল করিতেছিল। যুবতীদিগকে এতদিন দুরন্ত শীতের দৌরাত্ম্যে দিবারাত্র কুঞ্চিত হইয়া থাকিতে হইত, রাত্রে গৃহের বাহিরে আসিতে হইলে কুণ্ঠিত ও কুঞ্চিতভাবে এবং শীত-বসনে লাবণ্য আবৃত করিয়া আসিতে হইত, কিন্তু আজ এই মধুমাসের মধুর জ্যোৎস্নালোকে প্রাসাদোপরি পদপ্রসারণ করিয়া বসিয়া, ঈষৎ অলসতাবেশে মস্তকের এবং শরীরের কিয়দংশ স্খলিতবসন করিয়া কতিপয় সুন্দরী লাবণ্য বিকীর্ণ করিতেছিল। দুশ্চরিত্র পাপিয়ার আর স্থান নাই; এই প্রাসাদ বেড়িয়া বেড়িয়া, আকাশভেদী—কখনও কখনও হৃদয়ভেদী তাহার সেই চীৎকার করিতেছিল। প্রাসাদ হইতে, জ্যোৎস্নাময়ী জাহ্নবী দূরে ধূমপ্রান্তে মিশিতেছে, তাহা লক্ষ্য হইতেছিল, এবং সন্নিকটে একটি বৃহৎ শ্বেত অট্টালিকার শ্রেণী চন্দ্রালোকে চিত্রপটে চিত্রিতবৎ দেখাইতেছিল। তাহার বাতায়নপথ দিয়া শত শত দীপমালা দেখা যাইতেছিল, এবং ঐ অট্টালিকাশ্রেণী হইতে কখনও কখনও মধুর সঙ্গীত এবং কখনও কখনও উচ্চ হাসি—শুনা যাইতেছিল। যুবতীগণ প্রাসাদোপরি বসিয়া সেই বৃহৎ অট্টালিকাশ্রেণীর প্রতি চাহিয়া সেই মধুর সঙ্গীত শুনিতেছিল। কিয়ৎ ক্ষণের জন্য সঙ্গীত বন্ধ হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই নির্লজ্জ পাপিয়া আবার ঝঙ্কার করিয়া উঠিল। যুবতীদিগের মধ্যে

একটি পঞ্চদশ-বর্ষীয়া সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, পাখীটে অমন ক'রে একশবার ডাক্‌চে কেন ?" যুবতীগণ সকলেই হাসিয়া উঠিল। সকলের বয়োজ্যেষ্ঠা চন্দ্রমুখী-নাম্নী একজন বলিল, "বিনোদিনি, তোমাকে দেখে আর চাঁদকে দেখে পাখীর বড় আহ্লাদ হ'য়েছে, তাই এত ডাক্‌চে।"

বিনোদিনী লজ্জায় মস্তক নত করিয়া রহিল; কোনও উত্তর করিল না। অট্টালিকাশ্রেণী হইতে পুনরায় সঙ্গীত-ধ্বনি হইতে লাগিল। যুবতীগণ নিস্তব্ধে শুনিতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর চন্দ্রমুখী বলিল "কি অদৃষ্ট !"

বামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল, "কার ?"

চন্দ্র। শরৎকুমার কা'ল কি ছিল আর আজ কি হ'লো !

বামা। অদৃষ্ট বুঝা যাইত, যদি রজনী কাঁচা ছেলে না হইত—এক কথায় বিষয় ছেড়ে দিলে, বল কি !

চন্দ্র। দেবে না কেন, যার বিষয় তাকে দিয়াছে।

বামা। কে বলিল শরতের বিষয় ?

চন্দ্র। রজনীর মা মৃত্যুশয্যায় বলিয়া গিয়াছে।

বামা। আমি নিশ্চয় জানি, রজনীর মার সহিত রজনীর সাক্ষাৎ হয় নাই। যে ব্যক্তি তাহার মৃত্যুর সময়ে উপস্থিত ছিল, তাহারই নিকট তাহার মা এ কথা বলিয়াছিল। রজনী তাহারই নিকট শুনিয়া বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছে।

চন্দ্র। তা কি মানুষে পারে? যে ব্যক্তির নিকট শুনিয়া রজনী বিষয় ছাড়িয়াছে, সে যদি দেবতা হয়, তা হ'লেই ইহা সম্ভব।

বামা। কে জানে ভাই, সে মানুষ কি দেবতা, আমাদের সে কথায় কাজ নাই। কিন্তু রজনী কি অদৃষ্ট করিয়াছে—আজ আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য পরকে দিয়া আপনার একখানি বাতাসার সঙ্গতি রাখে নাই।

যেমন তারাগণবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করে, সেইরূপ রমণীদিগের মধ্যে একটি যুবতী বসিয়া অনন্যমনে এই কথোপকথন শুনিতেছিল। সে কুমুদিনী। কুমুদিনী বামাসুন্দরীর এই শেষ উক্তি শুনিয়া অতি মৃদু অথচ ব্যগ্রতাব্যঞ্জক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"রজনীকান্তের কি জ্বর হইয়াছে?"

বামা। আজ তিন ... জ্বর হইয়াছে।

কুমু। খুব জ্বর হইয়াছে কি?

বামা। তা জানি না; রামের মা বলিতেছিল, আজ তিন দিন আপন হাতে ে...ধে বড় জ্বর হইয়াছে। অঘোর হইয়া রহিয়াছে; একটু জল দিবার লোক নাই, একখানি বাতাসার সঙ্গতি নাই।

বয়ঃকনিষ্ঠা সরলহৃদয়া বিনোদিনী কাঁদিয়া উঠিল। কুমুদিনীকে বলিল, বড় দিদি, রজনী আমাদের ভগ্নীপতি—

আমাদের বাড়ীতে আনাও না কেন? আমরা সেবা করিব।”

কুমুদিনী বলিলেন, “আমাদের বাড়ী আসিবেন না—আমার সেবা লইবেন না।”

বিনোদিনী। কেন?

কুমুদিনী। কেন তা জানি না। বলিয়া কুমুদিনী অন্তমনস্কা হইয়া সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন; তাঁহার পিতৃব্যকন্যা সরলা বিনোদিনী সেই স্থান হইতে দ্রুতপদে উঠিয়া গিয়া তাহার পিতৃব্যের নিকট কি বলিতে লাগিল। এবং তৎক্ষণাৎ একটি পরিচারিকা-সমভিব্যাহারে খিড়কীর দ্বার খুলিয়া কোথায় গমন করিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

দেশান্তরে।

সেই নিশীথে—সেই জ্যোৎস্নাময় নিশীথে, দুইটি অবগুণ্ঠনবতী যুবতী রাজপথ দিয়া যাইতেছিলেন। যেমন বসন্তপবনসঞ্চালনে বৃক্ষের কুসুমপল্লবসমন্বিত শাখা সকল অতি ধীরে ধীরে দুলিতে থাকে, অবগুণ্ঠনবতীদিগের ক্ষীণাঙ্গ সেইরূপ দুলিতেছিল। রাজপথ জনশূন্য; চন্দ্রালোকে অতি সুন্দর, এবং পরিষ্কার দেখাইতেছিল; তাহার পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে ভীম তরু সকল প্রহরি-স্বরূপ দাঁড়াইয়া শন্ শন্ করিয়া

ধ্বনি করিতেছিল; চন্দ্রালোকবিচ্ছেদে বৃক্ষতলে স্থানে স্থানে নিবিড় অন্ধকার হইয়াছিল। যুবতীদ্বয় অতি সঙ্কুচিতচিত্তে দ্রুত-পদে যাইতেছিলেন, মধ্যে মধ্যে অতি মৃদুমধুর স্বরে কথোপকথন করিতেছিলেন, এবং কখনও কখনও পশ্চাদ্বর্ত্তিনী পরিচারিকাকে ডাকিতেছিলেন, "বিধু চ'লে আয় না।" আবার মৃদু মৃদু স্বরে কথোপকথন করিতেছিলেন।

বয়ঃকনিষ্ঠা কহিল,

"দিদি, তুমি অন্যমনস্ক হইতেছ কেন?" বয়োজ্যেষ্ঠা উত্তর করিল—"বিনোদ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এই শুনিলাম, রজনীর বড় জ্বর হইয়াছে—অঘোর হইয়া আছে—এমন লোকটি তাহার নিকট নাই যে, তাহাকে দেখে—সেই জন্য বাবাকে ব'লে আমরা তাড়াতাড়ি আসিলাম। কিন্তু তাহার ঘরে কেহ নাই—খালি রহিয়াছে; ঘরে চাবি দেওয়া নাই—খোলা রহিয়াছে—অথচ রজনী সেখানে নাই! ঘরের ভিতর একটি বিছানা পড়িয়া রহিয়াছে—একটি প্রদীপ জ্বলি-তেছে—কিন্তু রজনী নাই!—বিনোদ, জ্বর গায়ে তবে রজনী এ রাত্রে কোথা গেল? তবে কি তার কোনও দুর্ঘটনা ঘটিল! আহা! কত কষ্ট পাইতেছে—সকলই এ অভাগিনীর জন্য।" বলিতে বলিতে স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল! অবগুণ্ঠন দ্বারা মুখ আবৃত করিলেন; কিন্তু তাঁহার ঘন নিশ্বাসে বুঝা গেল, যেন

তিনি ক্রন্দন করিতেছেন। এই যে যুবতী রজনীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, ইনি কুমুদিনী।

তিন জনে কিয়ৎকাল নিস্তব্ধে চলিলেন। কুমুদিনীর কত কি মনে হইতে লাগিল,—পূর্ব্বকথা স্মরণ হইতে লাগিল। —রজনীর সহিত গঙ্গাতীরে তাঁহার প্রথম সন্দর্শন—কি বিপদেই প্রথম সন্দর্শন!—সেই একদিন রজনীর জন্য মনে কষ্ট পাইয়াছিলেন—সে কত কষ্ট!—তাঁহার উরুদেশে কত যত্নের সহিত রজনীর মস্তক রাখিয়াছিলেন।—সেই অবধি রজনীর প্রতি তাঁহার কিছু মনে মনে স্নেহ জন্মিয়াছে—কিন্তু সে স্নেহ কুমুদিনী কখনও বুঝিতে পারেন নাই। তার পর রজনী তাঁহার ভগ্নীপতি হইল—তাঁহার সোণার স্বর্ণপ্রভার স্বামী হইল—তখন সেই স্নেহ বদ্ধমূল হইল—রজনীকে সহোদরের ন্যায় ভালবাসিতে লাগিলেন—সেই রজনীর এত কষ্ট!—এত কষ্টের কারণ কে? সে কারণ কুমুদিনীই! নয়নে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল। আর এক দিনের ঘটনা তাঁহার মনে হইতে লাগিল।—সেই বাপীকূলে—সেই জ্যোৎস্নাময় বাপীকূলে—সেই কুসুমিত কামিনীকুঞ্জবনে—রজনী তাঁহাকে কি কথা বলিয়াছিল;—স্মরণে বড় লজ্জা হইল—সে যে ভালবাসার কথা!—রজনী তাঁহাকে ভাল বাসিত!—কি লজ্জা! লজ্জায় মুখ রক্তবর্ণ হইল—মাথায় আরও কাপড় টানিলেন;

—সে সময় রজনী কি কথা বলিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলেন। সকলই স্মরণ হইল। তিনি তাঁহাকে কি উত্তর দিয়াছিলেন, স্বভাবতঃ তাহাও মনে হইল—প্রথমে হেসে হেসে আদর ক'রে বলিয়াছিলেন—"ছিঃ অমন কথা বলিও না —তুমি আমার ভগীপতি—আমার স্বর্ণপ্রভার স্বামী—আমি কি স্বর্ণের স্বামী কাড়িয়া লইতে পারি,—অমন কথা যদি আর বল, তা হ'লে এই কুসুমিত কামিনীবৃক্ষের ডালে আঁচল গলায় বাঁধিয়া মরিব।"—তার পর আবার কি কথায় রাগ হইয়াছিল—সেই রাগে রজনীকে তাঁহার নিকট মুখ দেখাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন—এবং সঙ্গে সঙ্গে কত রূঢ় কথা বলিয়াছিলেন—সেই অবধি একবার রজনীর সহিত ভাল ক'রে দেখা করিবার সাধ হইত—একবার মন খুলে কথা কহিতে সাধ হইত,—কত সাধ হইত;—কিন্তু সে সাধ পূরিত না—রজনী তাঁহাকে দেখিলে সরিয়া যাইত—কুমুদিনীর বোধ হইত যেন রজনী ঘৃণা করিয়া সরিয়া যাইত—তজ্জন্য কুমুদিনী কত দুঃখিত হইতেন—গোপনে কত কাঁদিতেন,—এক এক দিন কেঁদে কেঁদে চক্ষু ফুলিয়া উঠিত।

এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে রমণীদ্বয় গঙ্গাতীরের রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। নদীর মৃদু মধুর জলকল্লোল-নিনাদে ও নদীতীরস্থ শীতল নৈশবায়ুস্পর্শে কুমুদিনীর শ্রম

ভাঙ্গিল। সম্মুখে অনন্ত বারিরাশি চন্দ্রালোকে ঝিক্‌মিক্ করিতে করিতে নাচিতেছে আর দূরে একখানি ক্ষুদ্র তরী তরতর বেগে দক্ষিণাভিমুখে ধূমপ্রান্তে মিশিতেছে। তাহার দাঁড়ের প্রক্ষিপ্ত জলকণা চন্দ্রকিরণে জলিতেছে। কুমুদিনী মোহিত-নেত্রে সেই নৌকার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ভাবি-লেন, কে এমন দুর্ভাগ্য আছে যে, সকল ত্যাগ করিয়া এই মধুর জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে দেশান্তরে যাইতেছে—আহা! বোধ হয় ওর কেহ নাই; অভাগার প্রতি দয়া হইল—সেই জন্য সেই নৌকাপ্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ কে তাঁহার স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিল—অতি ভয়সূচক স্বরে বলিল, "দিদি দেখ!"

কুমুদিনী চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?"

"ঐ দেখ, গাছতলায় কি নড়িতেছে।" কুমুদিনী দেখি-লেন, নদীতীরে বৃক্ষের তলে নিবিড় অন্ধকারমধ্যে কি নড়ি-তেছে—মনুষ্য বলিয়া বোধ হইল—কিঞ্চিৎ ভীতা হইয়া রমণী-গণ অতি দ্রুত [illegible] লাগিলেন। কিছু দূর আসিয়া তাঁহা-দিগের সমভিব্যাহারিণী পরিচারিকা একবার [illegible]কে দৃষ্টি করিল, অমনি বলিয়া উঠিল, "ওগো কে দৌড়িয়া ধ'র্‌তে আস্‌চে।" প্রথমতঃ কুমুদিনী, বিনোদিনী ও তাঁহার পরি-চারিকার ন্যায়, দৌড়িয়া [illegible]র উদ্‌যোগ করিতেছিলেন,

কিন্তু বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান ব্যক্তি একটি স্ত্রীলোক। তাঁহাকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে ডাকিতে, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতেছে। কুমুদিনীর প্রথমে ইচ্ছা হইল, দৌড়িয়া সমভিব্যাহারীদিগের সঙ্গ লয়েন, কিন্তু দৌড়িতে লজ্জা হইল। দ্রুতপদে চলিলেন। ইতিমধ্যে পশ্চাৎ ধাবমানা রমণী তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে ডাকিল, "দিদিঠাকুরুণ, শোন শোন।" কুমুদিনী তাহাকে চিনিতে পারিয়া দাঁড়াইলেন। একটি পরমা সুন্দরী রমণী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া অতি দ্রুত দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁহার হস্তধারণ করিল এবং একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার রূপ দেখিয়া কুমুদিনী শিহরিয়া উঠিলেন। তাহার আগুল্ফ লম্বিত রুক্ষ এবং আলুলায়িত কেশরাশি সেই সুন্দর মুখমণ্ডল আবৃত করিয়াছে। সেই জ্যোৎস্নাময় গভীর নিশীথে নিঃশব্দ এবং নির্জ্জন রাজপথে কুমুদিনীর চক্ষে সে রূপ অতি ভয়ঙ্কর বোধ হইল। তাহার কটাক্ষ ভয়ঙ্কর—তাহার মধ্যে মধ্যে রুক্ষ-কেশরাশি-বিশিষ্ট মস্তক-নাড়া ভয়ঙ্কর—সে ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য্য কুমুদিনীর অসহ্য হইল। কুমুদিনী চক্ষু মুদিত করিলেন; আবার নদীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। নদীর রূপও ভয়ঙ্কর বোধ হইল। সেই নৈশ-সমীরণ-সন্তাড়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালার মধুর নিনাদ ভয়ঙ্কর বোধ হইল—আর দূরপ্রান্তে সেই মোহিনী

শক্তিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র তরণীর দাঁড়ে প্রক্ষিপ্ত যে জলকণা চন্দ্রালোকে ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল, তাহাও ভয়ঙ্কর বোধ হইল। রাজপথ-প্রতি দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন সঙ্গিনীগণ অদৃশ্য হইয়াছে—মনে মনে একপ্রকার ভাবের আবির্ভাব হইল। ভয় নহে, কিন্তু যেন ভয়ের সহিত কোনও সংশ্রব আছে।—কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া অতি কঠিন স্বরে স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন, "কি চাও?—" রমণী উত্তর করিল, "তিনি চ'লে গিয়াছেন, ঐ দেখ যাইতেছেন" বলিয়া সেই ক্ষুদ্র নৌকার প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" আগন্তুক কহিল, "ঐ যাইতেছেন—অর-পারে যাইতেছেন—আমায় নিয়ে গেলেন না—উন্মাদিনী ব'লে নিয়ে গেলেন না—কিন্তু তাঁহাকে কে মানুষ ক'রেছে—সে ত এই উন্মাদিনী—আমি কত কাঁদলুম, তবু নিয়ে গেলেন না কি হবে দিদি-ঠাকুরুণ কি হবে—কেমন ক'রে বাঁচ্‌বেন—তিনি যে একাকী—সঙ্গে কেহ নাই—আবার তাতে বড় জর—ব'ল্লেন—আর এদেশে কখনও আস্‌বেন না—আর আমাদের সঙ্গে দেখা হবে না" বলিতে বলিতে উন্মাদিনী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। "কে কে?" কুমুদিনী বারংবার জিজ্ঞাসা করাতে অনেকক্ষণের পর উন্মাদিনী বলিল, "আমার রজনীকান্ত!" শুনিবামাত্র কুমুদিনী বেগে তাহার হস্ত ত্যাগ করিয়া, নদীর কূলে আসিয়া

দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে সেই মোহিনীশক্তিধারিণী নৌকার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া মুখ ফিরাইলেন, শেষে অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে ঘরে ফিরিয়া গেলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমোন্মাদ।

রজনীকান্তের দেশান্তর-গমনের সংবাদ কুমুদিনীর পিতা এবং মাতা শুনিলেন। শুনিয়া উভয়ে দুঃখিত হইলেন। তাঁহাদিগের পুত্রসন্তান ছিল না—দুই কন্যা মাত্র, কুমুদিনী ও স্বর্ণপ্রভা। কুমুদিনী বালবিধবা, স্বর্ণপ্রভা মৃতা—বিবাহের দুই এক বৎসর পরেই মৃতা, এই সকল কারণে তাহার স্বামী রজনীকান্ত তাঁহাদিগের পুত্র সন্তানের স্থান পাইয়াছিল। স্বর্ণপ্রভার মৃত্যু হইলেও রজনীর প্রতি তাঁহাদিগের স্নেহের হ্রাস হয় নাই। রজনীর হীনাবস্থা হইলে তাঁহারা রজনীকে তাঁহাদিগের পুত্রের ন্যায় গৃহে রাখিতে অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু রজনী যাইতে স্বীকার করেন নাই। যাহা

হউক, রজনীর দেশান্তর-গমনের সংবাদ শুনিয়া, কুমুদিনীর মাতা নিতান্ত কাতরা হইলেন। হরিনাথ বাবু দেশে দেশে লোক প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কোনও সংবাদ পাইলেন না। তাঁহার বাটীতে সকলেই নিরানন্দ—সকলেই নিরুৎসাহ;—হরিনাথ বাবু চিন্তিত, কুমুদিনী গম্ভীর, তাঁহার মাতা কাতরা; রজনীকান্তের জন্যই হউক বা অন্য কোনও কারণেই হউক, তাঁহার মাতা দিন দিন অতিশয় কৃশ এবং দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন, অবশেষে শয্যাশায়িনী হইলেন। গ্রাম্য কবিরাজ কিছুদিন চিকিৎসা করিল, কিন্তু কোনও ফল দর্শিল না; সকলে ভাল ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পরামর্শ দিল। কিন্তু ভাল ডাক্তার ত সেখানে নাই—কি উপায় হইবে, কুমুদিনী বড় ব্যস্ত হইলেন। হরিনাথ বাবু কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। আত্মীয়দিগের সহিত পরামর্শ করিলেন। তাহাদিগের মধ্যে শরৎকুমার পরম আত্মীয়, সম্বন্ধে জামাতা,—সন্তানের ন্যায় স্নেহভাজন, অতি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালী; শরৎকুমারকে আসিতে বলিয়া পাঠাইলেন। একদিন প্রাতে শরৎকুমার আসিলেন। হরিনাথ বাবু তাঁহাকে দেখিয়া বড় সুখী হইলেন এবং তাঁহার সাহস বৃদ্ধি পাইল। বলিলেন, "তোমার শাশুড়ী মরণাপন্না, ভালরূপ চিকিৎসার কোনও উপায় দেখিতেছি না, তিনি কাশীধামে যাইতে নিতান্ত মানস করিয়া-

ছেন। তুমি বাপু একবার কুমুদিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া যা হয় একটা স্থির কর, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।"

যে দিবস কুমুদিনী শরৎকে বলিয়াছিলেন, "যদি তোমার কাছে আমি আত্মসমর্পণ স্বীকার করিয়া থাকি, তবে সে অঙ্গীকার বিস্মৃত হও," সেই দিবস হইতে শরৎকুমার আর কুমুদিনীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। আজ কুমুদিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে, ইহাতে মনে কত প্রকার ভাবের উদয় হইতে লাগিল। কখনও মনে হইতে লাগিল, হয় ত কুমুদিনী সত্য সত্য তাঁহাকে ভালবাসে,—কোনও বিশেষ কারণ বশতঃ সে দিবস তাঁহাকে রূঢ় বাক্য বলিয়াছিল। রজনীকান্তের বিষয়ের তিনি অধিকারী হইয়াছেন বলিয়া রজনীর প্রতি কুমুদিনীর দয়া জন্মিয়াছিল; সেই জন্য ক্ষণিক তাঁহার প্রতি অস্নেহ ঘটিয়াছিল; বোধ হয় এক্ষণে সে ভাব অন্তর্হিত হইয়া থাকিবে, এবার হয় ত কত আদর করিবে—হয় ত বিবাহে সম্মতা হইবে। আবার ভাবিলেন, কুমুদিনী ধনবান্‌কে ভালবাসে না, দরিদ্রকে ভালবাসে—রজনী এখন দরিদ্র—হয় ত তাহাকে ভালবাসে, হয় ত তাহাকে বিবাহ করিবে। কিন্তু রজনী ত দেশান্তরী—দেশান্তরী বটে, সেই জন্য ত আরো বিপদ্; রজনী দরিদ্র, রজনী পীড়িত, রজনী মনোদুঃখে দেশান্তরী—কুমুদিনীর কি দয়ার শেষ আছে! রজ-

নীর প্রতি কুমুদিনীর দয়া স্নেহ উছলিয়া উঠিয়াছে। রজনী কুমুদিনীর আদরের ভগ্নীপতি, সেই রজনীর বিষয় তিনি লইয়াছেন। তিনি কে? সম্বন্ধে ভগ্নীপতি মাত্র—তাঁহার প্রতি কি আর কুমুদিনী চাহিয়া দেখিবে? কখনও না। এখন তিনি দরিদ্র—রজনী ধনী—যে কুমুদিনীর ভালবাসা পাইয়াছে, সেই ধনী!—রজনী—রজনী—রজনী—নামটা কি কর্কশ!—রজনী তুই চক্ষের বিষ—ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে শরৎকুমার অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন। প্রাঙ্গণে আসিয়া একটি দ্বারপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অমনি মুখমণ্ডল মলিন হইয়া গেল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন শরৎকুমার আসিতেন, তখন এই দ্বারের অন্তরালে অর্দ্ধলুক্কায়িত হইয়া, হাসিতে হাসিতে, মাথায় কাপড় টানিতে টানিতে, কুমুদিনী আসিয়া দাঁড়াইতেন। কিন্তু আজ কুমুদিনী কোথায়? গবাক্ষপ্রতি চাহিলেন। কুমুদিনী সেখানেও দাঁড়াইয়া নাই। ভগ্নহৃদয়ে তাঁহার মাতার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কুমুদিনীর মাতা কাঁদিতে লাগিলেন। শরৎকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা কেমন আছেন?" কুমুদিনীর মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা! আমি মরি—আমার উপায় কর—তোমরা আমার ছেলে—রজনী আমার ত্যাগ ক'রে গিয়াছে; এখন তুমি ছেলের কাজ কর—আমায় কাশী পাঠাইয়া

দাও।” শরৎকুমার গদ্গদ স্বরে বলিলেন, কা’লই পাঠাইয়া দিব।” কুমুদিনীর মাতা বলিলেন, “কে নিয়ে যাবে? কর্ত্তা বৃদ্ধ, অপটু; আর আমায় কে নিয়ে যাবে?—আর আমার কে আছে?” শরৎকুমার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে বলিলেন, “আমি লইয়া যাইব, কা’লই লইয়া যাইব।” কুমুদিনীর মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে আশীর্ব্বাদ করিলেন। শরৎকুমার হরিনাথ বাবুকে সমুদায় পরিচয় দিলেন, স্থির হইল পরশ্ব দিবসেই কাশী যাত্রা করা হইবে।

শরৎকুমার ইতিমধ্যে বিষয়ের একটা বন্দোবস্ত করিয়া, তৎপরদিবসে কলিকাতায় তাঁহাদিগের সহিত একত্র হইয়া কাশী যাইবেন। হরিনাথ বাবু বড় সুখী হইলেন। কুমুদিনীর মাতা কাশী যাইবার উৎসাহে অনেক আরোগ্য বোধ করিলেন। শরৎকুমার বাটী ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু মন ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না—মন কুমুদিনীর নিকট রাখিয়া আসিলেন। যে দিবস গঙ্গাতীরে কুমুদিনীকে দেখিয়াছিলেন,—স্নান করিয়া, কেশরাশি আগুল্‌ফ আলুলায়িত করিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; সেই কুমুদিনী আজ তাঁহাকে চাহিয়া দেখিল না। শরতের মনে মনে কত দুঃখ হইল। “কাহার জন্য চাহিয়া দেখিল না? রজনীর জন্য—আবার রজনী।

রজনী—রজনী—রজনী—রজনী দিবারাত্র কি তাঁহাকে জ্বালাতন করিবে! দিবারাত্র কি তাঁহার হৃদয়ে কালসর্পের ন্যায় দংশন করিবে! রজনী, তাঁহার পরম শত্রু—তাঁহাকে বিষয় ছাড়িয়া দিয়া পরম শত্রুর কাজ করিয়াছে। কুমুদিনী বলিয়াছিল, "তুমি এখন ধনী, তোমায় যদি বিবাহ করি, লোকে কি বলিবে?—বলিবে ধনলোভে কুমুদিনী বিবাহ করিয়াছে—আমি যদি কখনও বিবাহ করি তবে দরিদ্রকে।" রজনী তাঁহাকে ধনী করিয়া আপনি দরিদ্র হইয়া কি বাদ সাধিয়াছে! তিনি ত মনে করিলেই আবার দরিদ্র হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি কুমুদিনীর দয়া জন্মিতে পারে। কাহাকে বিষয় ছাড়িয়া দিবেন? রজনীকে?—সে ত দেশে নাই—তবে কাহাকে?—তবে আর কে এমন সম্পর্কীয় ব্যক্তি আছে?—আছে বই কি।

সেই দিবস রাত্রে জনরব হইল, যে রতিকান্ত বাঁড়ুজ্যের উত্তেজনায় শরৎকুমার তাহাকে তাহার প্রাপ্য অংশের পরিবর্ত্তে সমুদায় বিষয় ছাড়িয়া দিতেছেন। শুনিয়া হরিনাথ বাবু বড় দুঃখিত হইলেন। অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদিগের নিকট সংবাদ দিলেন। বলিলেন, "আমি গিয়া একবার বুঝাইয়া আসি।" অনেকক্ষণের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন, "শরৎকুমার উন্মত্ত হইয়াছে, সমস্ত বিষয় রতিকান্তকে লিখিয়া

দিয়া কলিকাতায় গিয়াছে।" কুমুদিনী ভাবিলেন, কেবা উন্মাদ নহে—"প্রেমোন্মাদ।" হায়! শরৎকুমার, তুমি কি দুর্ভাগ্য! তুমি কি এই কথাটির জন্য দরিদ্র হইলে! কি অদৃষ্ট!

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

কুমুদিনীর বিপদ্।

রশ্বঃ আসিল। হরিনাথ বাবু পূর্ব্বকথানুসারে সপরিবারে কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। সঙ্গে কুমুদিনী ও ভ্রাতৃকন্যা বিনোদিনী এবং দুই জন পরিচারিকা চলিল। সেই দিবস সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পৌঁছিয়া এক স্থানে বাসা লইলেন। পর দিবস সন্ধ্যার গাড়ীতে কাশী যাওয়া স্থির হইয়াছিল। অতি প্রত্যূষে হাবড়ায় যাইয়া হরিনাথ বাবু একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ি সমুদায় ভাড়া করিয়া আসিলেন। এই দিবসে শরৎকুমারের আসিবার কথা ছিল, কিন্তু বেলা

দুই প্রহর হইল, তথাচ তাঁহার দেখা নাই। বেলা একটার পর হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকার হইল এবং তৎপরেই মুষলধারে বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত আরম্ভ হইল। দুইটা, তিনটা, ক্রমে চারিটা বাজিল, তথাচ শরৎকুমারের দেখা নাই। অপরাহ্ণ হইল, এখনও মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে; কিন্তু হরিনাথ বাবু আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সপরিবারে একখানি ঘোড়ার গাড়িতে উঠিলেন, স্ত্রীলোকেরা ভগ্নোৎসাহে উঠিলেন। শরৎকুমারের না আসাতে বড় নিরুৎসাহ হইলেন। গাড়ি অতি কষ্টে যাইতে লাগিল। সহর জলময়—অট্টালিকা-শ্রেণী সকল জলেতে ভাসিতেছে। রাজপথে কোমর সমান জল হইয়াছে, তথাপি অসংখ্য গাড়ি এবং পাল্কি যাতায়াত করিতেছে। ঘোড়াদিগের বুক পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে, শিবিকা-বাহকদিগের কোমর পর্য্যন্ত ডুবিয়া যাইতেছে। অসময়ে অন্ধকার হওয়াতে বিলাতি দোকানে ও বড় বড় অট্টালিকাতে আলো জ্বালিয়াছে, সেই আলোর প্রতিবিম্ব রাস্তার জলে পড়িয়াছে। অবিরত গাড়ির যাতায়াতে রাস্তার জলে ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ হইতেছে। আজ সহরের নূতন প্রকার শোভা হইয়াছে। কুমুদিনী ও বিনোদিনী কখনও কলিকাতা দেখেন নাই। গাড়ির কবাট ঈষৎ খুলিয়া সহরের শোভা দেখিতে দেখিতে কুমুদিনী হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন, "ঐ যে শরৎকুমার!"

স্ত্রীলোকগণ মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন যে, শরৎকুমার সেই মুষলধার বৃষ্টিতে অতি দীনদুঃখীর ন্যায় ভিজিতে ভিজিতে হাবড়ার দিকে যাইতেছেন। বৃষ্টির জল তাঁহার মস্তক বাহিয়া পড়িতেছে। তাঁহার অর্দ্ধেক শরীর রাস্তার জলে ডুবিয়া গিয়াছে। অতিকষ্টে গমন করিতেছেন। হরিনাথ বাবু "শরৎ-কুমার শরৎকুমার" বলিয়া ডাকিলেন। শরৎকুমার শুনিতে পাইলেন না—বায়ুসন্তাড়িত বৃষ্টিধারা তাঁহার মুখমণ্ডলে আঘাত করাতে মস্তক নত করিয়া যাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া স্ত্রীলোকদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইল। হরিনাথ বাবু গাড়ি থামা-ইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে ডাকাতে শরৎকুমার শুনিতে পাইয়া, তাঁহাদিগের নিকট হাসিতে হাসিতে আসিলেন। তাঁহার হাসি দেখিয়া স্ত্রীলোকদিগের চক্ষে জল আসিল। হরিনাথ বাবু তাঁহার স্থান ত্যাগ করিয়া শরৎকুমারকে গাড়ির ভিতর বসিতে অনুরোধ করিলেন। শরৎকুমার কোনমতে সম্মত হইলেন না—বলিলেন, "আপনারা অগ্রসর হউন, আমি ঠিক সময়ে আপনাদিগের সহিত মিলিব।" হরিনাথ বাবু অতিকষ্টে তাহাই স্বীকার করিলেন। শরৎকুমার পদব্রজে চলিলেন। ঝড় বৃষ্টি আর গ্রাহ্য নাই, সেই গাড়িপ্রতি দৃষ্টি করিয়া চলিলেন। দুই একবার দেখিলেন, কে যেন মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছে। শরৎ তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। ঠিক সময়ে হাবড়ায়

পৌঁছিলেন। হরিনাথ বাবু স্ত্রীলোকদিগকে গাড়িতে দিয়া, তাঁহার জন্য বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন. শরৎকে গাড়ির ভিতর লইয়া গেলেন। গাড়ির ভিতরে গিয়া শরৎকুমারের কম্প ধরিল—শরীর অবশ হইল. হস্ত দ্বারা শরীর মুছেন এমন ক্ষমতা নাই। একখানি গামছা লইয়া, কুমুদিনী ঈষৎ লজ্জিতা হইয়া, ঈষৎ মুখাবরণ করিয়া, মস্তক নত করিয়া অগ্রসর হইলেন। শরৎকুমার তাঁহার নিকট হইতে গামছা চাহিয়া লইলেন, কিন্তু হস্ত কাঁপিতে লাগিল দেখিয়া হরিনাথ বাবু কুমুদিনীকে গা মুছাইয়া দিতে বলিলেন। কুমুদিনী আরও মাথায় কাপড় টানিলেন, বামহস্ত দ্বারা সলজ্জে শরৎকুমারের হস্ত ধরিলেন; প্রভাত-প্রফুল্ল পদ্মদলগুলি দ্বারা শরতের প্রকোষ্ঠ বেড়িলেন আর দক্ষিণ হস্তে গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা তাঁহার গা মুছাইতে লাগিলেন। ক্রমে যখন বক্ষঃস্থল মুছা-ইতে হইল, যখন কুমুদিনীর মস্তক শরতের মস্তকের নিকট আনিতে হইল, তখন কুমুদিনীর ব্রীড়াবিকম্পিত ওষ্ঠে ঈষৎ হাসি আসিল, সে হাসি কেবল শরৎকুমার দেখিতে পাই-লেন। দুই জনের মাথায় এক হইল, দুই জনের নিশ্বাসে নিশ্বাসে মিশ্রিত হইল, নয়নে নয়ন পড়িল, লজ্জায় কুমুদিনী আবার ঈষৎ হাসিলেন। কুমুদিনী ঠিক বানিয়াছিলেন যে, "শরৎকুমার ছেলে মানুষ।" শরৎ সে হাসির প্রত্যুত্তরে আরও

.ত লাগিলেন। তাঁহার কম্প দেখিয়া কুমুদিনী ব্যস্ত .হইয়া দুই হস্ত দ্বারা শরতের দুই বাহু চাপিয়া ধরিলেন, যেন হৃদয়ে তুলিয়া লইবার উদ্‌যোগ করিতেছেন। তাহা দেখিয়া শরৎকুমারের মুখমণ্ডল মলিন হইল, ক্রমে অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল এবং পরক্ষণেই অচেতনপ্রায় কুমুদিনীর ক্রোড়ে পতিত হইলেন। কুমুদিনী অতিযত্নে তাঁহাকে অন্য স্থানে শয়ন করাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শরতের মুখপানে চাহিয়া সে চেষ্টা দূর হইল, আপনার ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া রাখিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

কুমুদিনীর স্নেহ।

"আমি কি তোমাকে দরিদ্র হইতে বলিয়াছিলাম ?" অতি ধীরে, অতি মৃদু, অতি মধুর এবং অতি কাতরস্বরে একটি দ্বাবিংশতি-বর্ষীয়া সুন্দরী নিকটস্থ একটি যুবাপুরুষকে এই কথা বলিতেছিলেন। আগরা সহরে এক ক্ষুদ্র গৃহের বারেণ্ডায় বসিয়া কুমুদিনী আর শরৎকুমার, দুই জনে কথোপকথন হইতেছিল। শরৎকুমার কিঞ্চিৎ শীর্ণ—যেন সম্প্রতি কোনও উৎকট রোগ হইতে শান্তিলাভ করিয়াছেন। দুইজনে দুইজনের বড় অনুগত—সর্ব্বদা একত্র থাকিতেন, ক্ষণিক বিচ্ছেদ

হইলে, উভয়ে বড় কাতর হইতেন; একের পীড়া হইলে, অপরে কাতর হইতেন, উভয়ে যেন কোনও স্নেহরজ্জুতে আবদ্ধ। শরৎকুমারের মলিন মুখমণ্ডল দেখিয়া কুমুদিনী মধ্যে মধ্যে কাতর হইতেন। কুমুদিনীর শুশ্রূষা এবং যত্নেই শরৎকুমার সে উৎকট পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। এক দিন কুমুদিনী অতিযত্নে শরতের হস্তধারণ করিয়া, তাহার মুখপ্রতি চাহিয়া, অতি কাতর স্বরে বলিলেন, "আমি কি তোমাকে দরিদ্র হইতে বলিয়াছিলাম?" শরৎকুমার কম্পিত স্বরে বলিলেন, "কুমুদিনি, আমি কাহার জন্ত এ অতুল ঐশ্বর্য্য অন্তকে বিতরণ করিয়া দরিদ্র হইলাম, তোমার জন্ত না? তুমিই না আমায় দরিদ্র হইতে বলিয়াছিলে? মনে পড়ে কি না পড়ে দেখ, তুমি বলিয়াছিলে 'আমি যদি কখনও কাহাকেও বিবাহ করি তবে সে দরিদ্রকে' এখন সে কথার অন্যথা কর কেন?" কুমুদিনী আবার মনে মনে ভাবিলেন যে, শরৎকুমার বড় ছেলে মানুষ—এখনই এইরূপ ছেলেমানুষের ন্যায় দাবি করিতেছে—যেন বিবাহ হইবার পূর্ব্বেই তিনি তাহার কেনা গোলাম হইয়াছেন, না জানি বিবাহ হইলে কত অসঙ্গত দাবি করিবে। এই ভাবিতে ভাবিতে উত্তর করিলেন, "কি অদৃষ্ট করিয়া পৃথিবীতে আসিয়াছি!—শরৎকুমার! যে দরিদ্র হইবে, তাহাকেই বিবাহ করিতে হইবে? যদি বিধাতা তাহাই

আমার অদৃষ্টে লিখিয়া থাকেন, তবে তোমা অপেক্ষা শত-সহস্র লোক দরিদ্র আছে, তাহারা সকলে আমার স্বামী হইবে—তুমি কেমন ক'রে হবে—তুমি ত দরিদ্র নও—" এই বলিয়া কুমুদিনী অন্তমনস্ক হইয়া নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। শরৎকুমার বালকের ন্যায় "সে কি, সে কি কুমু-দিনি" বলিতে লাগিলেন। কুমুদিনী সে সকল কিছুই শুনিতে-ছিলেন না, অন্তমনে যমুনার দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলেন। অনেক ক্ষণের পর হঠাৎ শরৎকুমারের দুই হস্ত ধারণ করিয়া তাহার মুখপ্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া বলিলেন, "শরৎকুমার, আমায় স্নেহ কর?" শরৎকুমার উন্মত্তের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, "সে কি কথা কুমুদিনি? তোমায় স্নেহ করি না, তবে কাহাকে?"

কুমু। যদি স্নেহ কর, তবে তাহার পরীক্ষা দাও।

শরৎ। কি পরীক্ষা কুমুদিনি! বল আমি প্রস্তুত আছি, প্রাণ দিতে হবে কি?

কু। না প্রাণ নহে, একে আমার আপনার এই ক্ষুদ্র প্রাণ আমি রাখিতে পারিতেছি না—তাতে আবার তোমার অত বড় প্রাণ লইয়া এ বোঝা কি ডুবাইব?

শরৎকুমার এই মর্ম্মভেদী উপহাসে বড় দুঃখিত হইলেন; তাঁহার যে আশা টুকুর উদ্দীপন হইয়াছিল, তাহা একেবারে নিবিয়া গেল—বলিলেন, "তবে কি পরীক্ষা কুমুদিনি?"

কু। তুমি আমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া কথা স্বীকার কর।

আবার যেন শরৎকুমারের আশা জন্মিল।

শ। তোমার সম্মুখে স্বীকার করিলেই আমার শপথ হইল।

কু। না—তুমি আমায় স্পর্শ করিয়া স্বীকার কর।

শ। তবে বল।

শরৎকুমারের স্বর কম্পিত হইল, শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল—ওষ্ঠ শুষ্ক হইল।

কু। আমায় স্পর্শ করিয়া শপথ কর যে, আর কখনও কাহাকেও তোমার বিষয় দান করিবে না।

শরৎকুমার প্রস্তরবৎ কুমুদিনীর মুখপ্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কুমুদিনী বারংবার জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর করিলেন, "আমার ত কিছুই বিষয় নাই; সকল বিষয় দান করিয়া তোমার জন্য ভিখারী হইয়াছি।"

কু। যদিই আবার কোনও বিষয় পাও?

"যদিই কোনও বিষয় পাই! এ কি কথা!—কুমুদিনী সে জন্য এত ব্যস্ত কেন, কুমুদিনীর সহিত আমার বিবাহ হইলে, পাছে ভবিষ্যতে আমি সমুদায় উড়াইয়া দিয়া তাহার সন্তান-

দিগকে দরিদ্র করি, সেই ভয়ে কি শপথ করাইতেছে? তাই কি?—বোধ হয় তাই—নিশ্চয় তাই—তবে কুমুদিনী আমায় নিশ্চয় বিবাহ করিবে—” এই ভাবিয়া শরৎকুমার ব্যগ্রভাবে বলিলেন,

“কুমুদিনি, আমি তোমায় স্পর্শ করিয়া বলিতেছি যে, আর কখনও আমার বিষয় কাহাকেও দান করিব না।”

কুমুদিনী শরৎকুমারের হস্ত ত্যাগ করিয়া তাহার প্রতি চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,

“কেমন ক’রে তোমায় বিবাহ করি শরৎকুমার—তুমি ত দরিদ্র নও—যদি দরিদ্র হইতে, তবে বিবাহ করিতাম। তোমার বিষয় ত তুমি দান করিতে পার নাই।

শ। বেশ! আমি দানপত্র লিখিয়া রতিকান্তকে পাঠাইয়া দিয়াছি—আমার বিষয় আমি জানিলাম না, তুমি জানলে?

কুমুদিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “সে দানপত্র কোথায়?”

শ। কেন, রতিকান্তকে পাঠাইয়া দিয়াছি।

কু। বটে! কেমন ক’রে পাঠাইলে বল দেখি?

শ। কলিকাতায় উকিলের বাড়ীতে দানপত্র লেখাইয়া মনে করিয়াছিলাম, কলিকাতার ডাকে স্বহস্তে রওয়ানা করিব, কিন্তু সময় না পাওয়ায় রওয়ানা করিতে পারি নাই। তার পর গাড়িতে মূর্চ্ছা হইল—জ্বর হইল, অরগায়ে কাশী পৌঁছিলাম—

কিছু মনে ছিল না—উহা পিরাণের পকেটে ছিল—তৎপরে আরোগ্য লাভ করিয়া স্বহস্তে ডাকে পাঠাইয়াছি।

কু। তাহাতে কি ছিল?

শ। কেন, দানপত্র।

কু। খুলে দেখিয়াছিলে কি?

শ। দেখিবার আবশ্যক কি, আমি স্বহস্তে কলিকাতায় খামের ভিতর পূরিয়াছিলাম।

কু। খাম কি কেহ খুলিয়া, দানপত্র বাহির করিয়া লইয়া, অন্য কাগজ তাহার ভিতর পূরিয়া রাখিতে পারে না?

শরৎকুমার চমকিত হইয়া অতি কঠিন কটাক্ষে কুমুদিনীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে অতি পরুষভাবে বলিলেন,

"কাহার আবশ্যক যে, চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে?"

"শরৎকুমার তুমি যাহাকে বিবাহ করিতে চাও, যাহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে উদ্যত ছিলে, সে কি তোমার রক্ষার জন্য চুরি করিতে পারে না?"

শরৎকুমার "কুমুদিনি, তবে তুমি চোর!" এই বলিয়া অতি রুষ্টভাবে তাঁহার দিকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইয়া নদী-প্রতি চাহিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কুমুদিনী এই কটুবাক্যে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। ভাবিলেন, শরতের স্নেহের সহিত রজনীর স্নেহের কত প্রভেদ!

দুইজনেই তাঁহার কথায় বিষয় ত্যাগ করিয়াছে—একজন রূপে বশীভূত হইয়া, অপরে তাঁহার গুণে। তাঁহার প্রতি রজনীর এতই বিশ্বাস যে, তাঁহার একটি কথায় বিষয় ত্যাগ করিল। রজনী তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে ও ভাল বাসে, শরৎকুমার পুত্তলীর ন্যায় ভালবাসে। যতদিন তাঁহার রূপ থাকিবে, ততদিন তাহার ভালবাসা। রজনীর স্নেহ?—রজনী কি আর তাঁহাকে ভালবাসে?—এইবার বিষম সমস্যা! কুমুদিনী সকল ভুলিয়া গেলেন, চিন্তায় নিমগ্না হইলেন।

শরৎকুমার কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া, নিকটের একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ রতিকান্ত মুখোপাধ্যায়কে একখানি পত্র লিখিলেন; সমুদায় বৃত্তান্ত তাহাকে অবগত করাইলেন। আরও লিখিলেন যে, "সেই দানপত্র খানি তোমার ভ্রাতৃজায়া কুমুদিনীর নিকট আছে। যদি পারেন, তবে তাহার নিকট হইতে কৌশলে বাহির করিয়া লইবেন। তা হ'লে বিষয় এখনও আপনার। তিনি চেষ্টা করিলে সফল হইবেন না—কুমুদিনী বড় কৌশলময়ী—"

তৎপরে ক্রোধের উপশম হইলে শরৎকুমার বালকের ন্যায় পুনরায় কুমুদিনীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কুমুদিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,

"তোমার প্রণয় আবার কি ফিরে এলো—"

শরৎকুমার লজ্জিত হইয়া মৃত্তিকার প্রতি চাহিয়া রহিলেন; বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কুমুদিনী তাঁহার কষ্ট দেখিয়া অনেক প্রকার আদর করিতে লাগিলেন। শরৎকুমার সাহস পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, কুমুদিনি! রতিকান্ত তোমাদের; আর আমি ত তোমার কেহ নহি বলিতে হয়—আমি রতিকান্তকে বিষয় দান করিলাম, তোমার তাহাতে আহ্লাদ হইবার কথা, তা না হইয়া তুমি আমায় বিষয় ফিরিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছ কেন?"

"কেন? তবে শুন।" বলিয়া কুমুদিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া শরৎকুমারের কাণের কাছে মুখ লইয়া যাইলেন। তাঁহার অলকগুচ্ছ শরতের গণ্ডদেশে পড়িল, শরৎকুমার শিহরিয়া উঠিলেন। অতি মৃদুস্বরে কাণে কাণে কুমুদিনী বলিলেন, "তোমায় যেমন স্নেহ করি, পৃথিবীতে তেমন আর কাহাকেও নহে; আমার সহোদর নাই—তুমিই আমার সহোদর। তোমার বিষয় তোমার থাকিলে আমি বড় সুখী হই।"

শরৎকুমারের মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল, রোদনোন্মুখ হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।
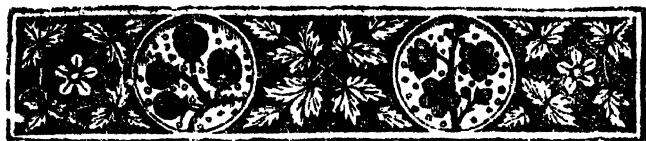
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

অনেক দিনের পর।

আগরা সহরে যে বাড়ীটি হরিনাথ বাবু ভাড়া করিয়াছিলেন, তাহার দক্ষিণের বাতায়নে বসিলে সহরের শোভা সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। নিম্নে রাজপথ, সূর্য্যোদয় হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত জনাকীর্ণ, দিবারাত্র নানাপ্রকারের গাড়ি পাল্কী যাতায়াত করিতেছে। দূরে বৃহৎ বৃহৎ শ্বেত অট্টালিকাশ্রেণী অপরাহ্নের সূর্য্যকিরণে হরিদ্বর্ণ দেখাইতেছে এবং তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্যমদমত্ত যবনরাজদিগের ঐশ্বর্য্যের সুবর্ণ-পতাকাস্বরূপ তাজমহলের সুবর্ণ-কলস সূর্য্যকিরণে জ্বলিতেছিল। সম্মুখে যমুনানদী নীলাম্বু বিস্তৃত করিয়া দূরে

অদৃশ্য হইতেছে—তদুপরি একপার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যপোতের অতি উচ্চ মাস্তলের শ্রেণী দৃষ্ট হইতেছে। অপরপার্শ্বে মহা-কালের ন্যায় বৃহৎ দুর্গ ইংরাজের গৌরব রক্ষা করিতেছে।

একদিবস অপরাহ্ণে যখন সান্ধ্যতিমির ক্ষণে ক্ষণে মহা-নগরীতে গাঢ়তর হইতেছিল, তখন এই বাড়ীর দক্ষিণের বাতায়নে বসিয়া কুমুদিনী ও বিনোদিনী রাজপথ নিরীক্ষণ করিতেছিল। সন্ধ্যার সুশীতল বায়ুস্পর্শনালসায় নাগরিকগণ নানাবিধ পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া কেহ রাজপথে, কেহ বা নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন—কেহ বা পদব্রজে, কেহ বা অশ্বা-রোহণে, কেহ বা শকটারোহণে ভ্রমণ করিতেছিলেন—ঘোড়ার চাপ ও শকট চক্রের দূরনিঃসৃত ঝন্ ঝন্ শব্দ একত্র হইয়া মহানগরীর এক ভাগে অতি মধুর কোলাহল তুলিল, অন্তভাগে—যে স্থানে হিন্দুদিগের বাস—সন্ধ্যাসমাগমে সে স্থানের দেবার্চ্চনাজনিত শঙ্খঘণ্টা ও বাদ্যোদ্যমের গভীর নিনাদে সহর পরিপূরিত হইল। ভগিনীদ্বয় কখনও সেই শব্দ শুনিতেছেন, কখনও দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সহরের সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন, কখনও অশ্বারূঢ়া বিলাতী অবলাদিগের পরিচ্ছদ ও অশ্বচালনা দেখিয়া এবং সাহেবদিগের সহিত নিঃসঙ্কোচে তাহাদিগকে আলাপ করিতে দেখিয়া কতপ্রকার ব্যঙ্গ করিতেছেন। বালিকাস্বভাবা বিনোদিনী তাহাদিগের গবাক্ষনিম্নে রাজপথে

গাড়ির শ্রেণী দেখিয়া বলিল, "দিদি, দেখ কত এক্কা যাচ্চে, আমি গাড়ি গণি—এক খান, দু খান, তিন খান,—দিদি দেখ দেখ, কেমন সুন্দর বিবিটি! কেমন রং! আহা চোকের তারার রং ও চুলের রং যদি কাল হ'ত, তবে কি সুন্দরী হ'ত!" দেখিতে দেখিতে গড়গড় করিয়া গাড়ি অদৃশ্য হইল। তার পর—"এই চা'র খান, পাঁচ খান, ছয় খান,—আহা, এখানি কি সুন্দর গাড়ি! কেমন তেজাল ঘোঁড়া দুটো!—আমাদের বাঙ্গালি বাবু কেমন গাড়িতে সুন্দর বসিয়া আছে—সাহেবদের অপেক্ষা ইহাকে ভাল দেখাচ্চে—" তৎপরে অতি বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিল, "দিদি! এ কে? বোধ হয় যেন ইহাকে কোথায় দেখিয়াছি"—বলিয়া হস্ত দ্বারা কুমুদিনীকে টানিয়া দেখাইল। যেমন কোনও স্থানে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাতাসের বেগে সে স্থলের দ্রব্যাদি আলোড়িত হয়, সেইরূপ গাড়ির প্রতি দৃষ্টি করিয়া কুমুদিনীর মন আলোড়িত হইল, অথচ বাহ্য কোনও চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না। কুমুদিনী দৃষ্টি করিবামাত্র অস্ফুট চীৎকার-ধ্বনিতে বলিলেন, "রজনীকান্ত,—রজনী, আমাদের রজনী যে!" বিনোদিনী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "কে, রজনী! তাই ত রজনীই বটে ত!—দাড়ি রাখিয়াছে বলিয়া আমি প্রথমে চিনিতে পারি নাই!" এই বলিয়া অতি বেগে সে স্থান হইতে দৌড়িয়া বিনোদিনী পিতা মাতাকে সংবাদ দিতে গেল।

কুমুদিনী সেই বাতায়নে বসিয়া সেই গাড়ির প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিলেন; দেখিতে দেখিতে গাড়ি অদৃশ্য হইল। কুমুদিনী তৎক্ষণাৎ দ্রুত যাইয়া ছাদের উপর উঠিয়া দেখিলেন যে, গাড়ি রাস্তার একটি মোড় ফিরিয়া তাঁহাদিগের বাড়ীর সম্মুখে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের দক্ষিণ ধারে একটি অনতিবৃহৎ সুচারু শ্বেত অট্টালিকার সম্মুখে থামিল। সে অট্টালিকাটি কুমুদিনীর শয়নকক্ষ হইতে দৃষ্ট হয়। কত দিন তিনি সেই অট্টালিকাটির সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। তৎপরে নামিয়া আসিয়া বিনোদিনীকে ডাকিয়া গোপনে অতি মৃদুস্বরে (যেন কত লজ্জার কথা) বলিলেন, "ঐ বাড়ীতে রজনীকান্তের বাসা—গাড়ি ঐ বাড়ীতে ঢুকিল। বিনোদিনী পুনরায় দৌড়িয়া যাইয়া হরিনাথ বাবুকে সংবাদ দিল, এবং ছাদে তাঁহাকে লইয়া যাইয়া অঙ্গুলি দ্বারা বাড়ী দেখাইয়া দিল। হরিনাথ বাবু একখানি উত্তরীয় লইয়া সেই অট্টালিকার উদ্দেশে চলিলেন।
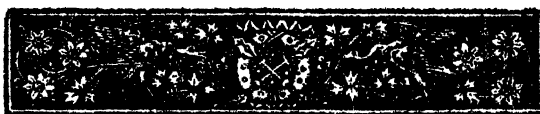
ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিশোধ।

ত্রি একপ্রহর হইয়াছে—এখনও কুমুদিনী সেই বাতায়নে বসিয়া নীরবে সেই প্রান্তরপার্শ্বস্থিত অট্টালিকার প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছিলেন। সেই অট্টালিকার কক্ষে কক্ষে যে আলো জ্বলিতেছিল, তাহাই দেখিতেছিলেন; যে কক্ষে পাখা দুলিতেছিল, তন্মনা হইয়া সেই কক্ষ-প্রতি চাহিয়াছিলেন। চাহিয়া চাহিয়া এক একবার দৃষ্টিলোপ হইতে লাগিল। আবার চক্ষু মুদিয়া হস্ত দ্বারা তাহা বিমর্দ্দিত করাতে, দৃষ্টির পুনঃসঞ্চার হইতে লাগিল। খড়খড়ির অল্পায়তন ছিদ্রপথে অধিকক্ষণ দৃষ্টি চলিল না—মধ্যে মধ্যে লোপ পাইতে লাগিল;

উঠিয়া কুমুদিনী প্রাসাদোপরি যাইলেন। উপরে নীল নভো-মণ্ডলে একখানি বৃহৎ রূপার থালের ন্যায় চন্দ্র উঠিয়াছে, পশ্চাতে নৌকাভরণা যমুনার নীলবক্ষে চাঁদের আলো ঝিক্-মিক্ করিতেছে, আর অতি দূরে বৃহৎ বাণিজ্যপোতের মাস্তুল সকল নীলাকাশে অস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। সম্মুখে মহানগরীর বিচিত্র প্রস্তর-রেইল-পরিবেষ্টিত অসংখ্য সৌধমালা নব-বসন্ত-পবন-স্পর্শলোলুপ নাগরিকগণে পরিপূরিত হইয়া চাঁদের আলোয় হাসিতেছে। রাজপথ ক্ষণে ক্ষণে বিরল-মানব হইতেছে, ভ্রমণ-কারিগণ ক্লান্ত হইয়া অলসতাবেশে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে, —প্রশস্ত তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে চন্দ্রালোকে বসিয়া এক এক দল যুবক স্থানে স্থানে গল্প করিতেছে। কুমুদিনী প্রাসাদোপরি উঠিয়া এ সকল কিছুই দেখিতেছিলেন না। অবিচলিতচিত্তে স্থিরনেত্রে সেই অট্টালিকার প্রতি চাহিয়াছিলেন। একটি কক্ষে পাখা দুলিতেছিল, হঠাৎ পাখা থামিল, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে কক্ষে মনুষ্যের অবস্থিতির চিহ্ন পাওয়া গেল না—তথাচ কুমুদিনী প্রাসাদোপরি বসিয়া স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিলেন, ইতি-মধ্যে বিনোদিনী দৌড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, "দিদি শিগ্‌গির আয়—রজনীকান্ত আসিয়াছে—জ্যেঠাইমার সঙ্গে কথা কহিতেছে—।" কুমুদিনী ইহা শুনিবামাত্র অতি দ্রুত উঠিবার উদ্যম করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই অতি গম্ভীরভাবে

বলিলেন, "তুমি চল, আমি যাচ্চি।" ইহা শুনিয়া বিনোদিনী বলিল, "ও কি দিদি—ও কি রকম—সে আমাদের ভগ্নীপতি—অনেক দিনের পর আসিয়াছে, তার সহিত দেখা করিতে কি তোমার ইচ্ছা হয় না?" কুমুদিনী উত্তর করিলেন, "হয় বই কি—তুমি চল না, আমি যাচ্চি—" পুনরায় বলিলেন, "রজনী কি তোমার আমার কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন?" বিনোদিনী উত্তর করিল, "না, তোমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই—তবে আমার সহিত দেখা হওয়াতে অনেক কথা কহিলেন; তার পর জেঠাইমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, আমি সেই অবসরে তোমায় ডাকিতে আসিলাম। দিদি, শিগ্‌গির এস—" এই বলিয়া বিনোদিনী অন্তর্হিত হইল। কুমুদিনী যখন একাকিনী হইলেন, তখন অতি দ্রুতপদে উঠিয়া প্রাসাদ হইতে নিম্নে, যে কক্ষে রজনী আছেন, সেই কক্ষের নিকট আসিয়া দ্বারের অন্তরালে লুকাইয়া, যে মূর্ত্তি দিবারাত্র ভাবিয়া থাকেন, সেই মূর্ত্তি অনিমেষলোচনে দেখিতে লাগিলেন। কি দেখিলেন? যেমন বর্ষার মেঘাকাশে পূর্ণচন্দ্র; কিঞ্চিৎ ম্লান অথচ নয়নরঞ্জন, স্নিগ্ধকর বটে। কোনও গভীর চিন্তামেঘে তাঁহার মুখচন্দ্রমার উজ্জ্বলতা ঢাকিয়া রাখিয়াছে। দেখিতে দেখিতে হৃদয় উথলিয়া উঠিল, নয়ন বারিতে পরিপূরিত হইল, আর দেখিতে পান না, অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া আবার দেখিতে

লাগিলেন। এবার রজনী পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না—কুমুদিনীর কি যন্ত্রণা হইতে লাগিল। কোন্ দিকে দাঁড়াইলে ভালরূপ দেখিতে পাইবেন, স্থির পান না। রজনীকান্তকে ত অনেকবার দেখিয়াছেন, এবার এত দেখিতে সাধ কেন? দেখে সাধ মিটে না কেন? অন্ধকারে কক্ষমধ্যে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতে লাগিলেন। এক স্থানে কতিপয় দ্রব্যাদি একত্র থাকাতে কুমুদিনী তাহাতে পা বাঁধিয়া পড়িয়া গেলেন, তৎসঙ্গে ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদির ঝন্‌ঝন্ শব্দ হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ আলো লইয়া কুমুদিনীর মাতা, বিনোদিনী ও রজনীকান্ত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, কুমুদিনী লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া ভূমি হইতে উঠিয়া মাথায় কাপড় টানিতে টানিতে পলাইয়া যাইতেছেন। তাহা দেখিয়া রজনী সে কক্ষ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। কুমুদিনী লজ্জিত এবং অপ্রতিভ হইয়া ছাদের উপর গিয়া বসিলেন। কাঁদিতে লাগিলেন, কেন তাহা তিনি স্বয়ং বুঝিতে পারিলেন না। অধিকক্ষণ বসিতে পারিলেন না, ব্যস্ত হইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে নীচে আসিয়া দেখিলেন, বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া বিনোদিনী ও রজনীকান্ত চন্দ্রালোকে যমুনার শোভা দেখিতে দেখিতে কথোপকথন করিতেছেন। বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চাকরি কর?"

র। ওকালতি করি।

বি। কত টাকা পাও?

র। কিছু না।

বি। তবে কি রকম চাকরি!

র। এ নূতন রকম চাকরি।

বি। ও গাড়িখানা কার?

র। আমার।

বি। টাকা দিয়া কিনিয়াছিলে?

র। নয় ত কি।

বি। টাকা কোথায় পেলে?

র। কুড়িয়ে পেয়েছি।

বি। ছি, তুমি চোর!

র। কিসে?

বি। যে টাকা তুমি কুড়িয়ে পেয়েছ, সে টাকা কি তোমার?

র। এইবার হারি মানিলাম।

দুইজনে ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধ রহিল,—কেহ চাঁদের পানে চাহিয়া, কেহ যমুনার প্রতি চাহিয়া। কিয়ৎক্ষণের পর বিনোদিনী আবার বলিল, "তুমি কি আর বিবাহ করিয়াছ?" রজনীর হঠাৎ মুখকান্তি পরিবর্ত্তিত হইল, পরে ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, "না, ক'রবো।"

বি। কাহাকে?

র। তা পরে জানিবে।

বি। মেয়েটির বয়স কত?

র। তোমার বয়স।

বি। দেখিতে কেমন?

র। বড় সুন্দরী।

বি। এমন কেউ কখনও দেখিনি না কি?

র। কেউ কখনও দেখিনি।

বি। তুমি তাহাকে দেখিয়াছ কি?

র। দেখিয়াছি, দেখিবামাত্র ভুলিয়াছি।

বি। আর সেও ভুলিয়াছে?

র। তা কেমন ক'রে জান্‌ব।

বি। ভাল, এমন অদ্ভুত সুন্দরী খুঁজে খুঁজে কোথায় পেলে?

র। তোমাদের গ্রাম হ'তে, সুবর্ণপুর হ'তে।

বি। আমাদের গ্রাম হ'তে? কার মেয়ে? নাম কি?

র। শিবনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা, নাম বিনোদিনী।

ইহা শুনিবামাত্র বিনোদিনী লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার ন্যায় ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল। পরে বেগে সেখান হইতে পলায়ন করিল। তাহার মলের ঝন্‌ঝনাৎ শব্দ

কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রজনীকান্ত হাসিতে হাসিতে একবার বলিলেন, "দৌড়িও না, প'ড়ে যাবে।" তৎপরে সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

আর কুমুদিনী? কুমুদিনী কোথায়? বারাণ্ডার সন্নিকটে একটি কক্ষদ্বারের অন্তরালে প্রস্তরবৎ দাঁড়াইয়া এই কথোপকথন শুনিতেছিলেন। হৃদয়াঘাতে ব্যথিত হইয়া, হস্ত দ্বারা হৃদয় চাপিয়া, স্থিরনেত্রে রজনীকান্তের প্রতি চাহিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন। রজনীকে কত সুন্দর দেখিতেছিলেন। তাঁহার কথা কত মধুর বোধ হইতেছিল। আর বেহায়া বিনোদিনীকে কি কুৎসিত দেখিয়াছিলেন। কি নির্লজ্জার ন্যায় রজনীর সহিত কথা কহিতেছিল!

কুমুদিনীর মনে পড়ে কি না পড়ে জানি না। কিন্তু আমাদের বিলক্ষণ মনে আছে, এইরূপ আড়ি পাতিয়া রজনীকান্ত এক দিবস রাত্রে কুমুদিনীর ও শরৎকুমারের প্রেমালাপ শুনিয়াছিলেন। সেই জ্যোৎস্নাময় উদ্যানের স্বচ্ছ-বারিবিশিষ্ট এবং চন্দ্রালোকপ্রতিবিম্বিত সরোবরের সোপানে বসিয়া যখন দুই জনে প্রেমালাপ করিতেছিলেন, তখন নিকটের একটি কামিনী-বৃক্ষের ডাল অবলম্বন করিয়া রজনীকান্ত তাঁহাদিগের কথোপকথন শুনিয়াছিলেন। কুমুদিনী তাহাতে কত রাগ করিয়াছিলেন, কত বিরক্ত

হইয়াছিলেন, রজনীকে রূঢ়বাক্য দ্বারা কত ভৎর্সনা করিয়াছিলেন; এমন কি রজনীকে কাঁদাইয়া ছাড়িয়াছিলেন। আর আজ তিনি স্বয়ং কি করিলেন? সংসারের এইরূপ গতি!

রজনীকান্ত বারাণ্ডা হইতে যাইয়া কুমুদিনীর মাতার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। কুমুদিনীর মাতা বলিলেন, "বাবা, রোজ সকালে বিকালে এক এক বার দেখা দিও—আর প্রত্যহ এখানে আহার করিও।" রজনীকান্ত দেখা দিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু প্রত্যহ আহার করিতে সম্মত হইলেন না—বলিলেন, "আমায় প্রত্যহ কাছারি যাইতে হয়—কোনও দিন দশটার সময়, কোনও দিন দুই প্রহরের সময়। প্রত্যহ এখানে আহার করা হইয়া উঠিবে না, এক এক দিন আহার করিব।" এই বলিয়া আপন গৃহাভিমুখে চলিলেন। কুমুদিনীও আপনার শয়নকক্ষের গবাক্ষে আসিয়া বসিয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি রাজপথ ত্যাগ করিয়া প্রান্তর দিয়া উহার দক্ষিণপার্শ্বের একটি অট্টালিকার দিকে যাইতেছেন। অতি মৃদু গমনে যাইতেছেন, প্রান্তর পার হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আর তাঁহাকে দেখা গেল না—কিয়ৎকাল-বিলম্বে অট্টালিকার বাতায়নপথ দিয়া যে দীপমালা দেখা যাইতেছিল, একে একে তাহা সকলই নির্ব্বাণ হইল। তৎপরে গবাক্ষগুলি

কে আসিয়া বন্ধ করিল, জনমানবের আর চিহ্ন পাওয়া গেল না—কেবলমাত্র সুন্দর শ্বেত অট্টালিকাটি চন্দ্রালোকে আরো শ্বেত দেখাইতেছিল, কিন্তু কুমুদিনীর হৃদয় অন্ধকারময় হইল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দানপত্র

রজনীকান্ত কুমুদিনীকে কত ভালবাসিতেন, কুমুদিনী ভিন্ন আর কেহ তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। কুমুদিনী তাঁহার একমাত্র চিন্তা ছিল, কুমুদিনী প্রতিমাস্বরূপ তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিত—কিন্তু যে দিবস জানিতে পারিলেন যে, তাঁহা হইতে শরৎকুমার কুমুদিনীর অধিক প্রিয়তম, সেই দিবস হৃদয়ে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইল। সে বিপ্লবের ফল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। দৃঢ়প্রতিজ্ঞা যে, কুমুদিনী-প্রতিমা তাঁহার হৃদয়মন্দির হইতে বিসর্জ্জন করিবেন। কতদূর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাহা আমরা

জানি না; কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে যে সে প্রতিজ্ঞায় সফল হইয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণ এই যে, যাহাকে দেখিবার জন্য, যাহার সহিত কথা কহিবার জন্য, রজনী সতত নানাপ্রকার কৌশল কল্পনা করিতেন, আজ বহু দিবসের পর তাহার সহিত দেখা হইল। দেখা হইলে রজনীকান্তের কি কোনও বাহ্য চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইয়াছিল? কিছু না! তিনি কি "কুমুদিনী" বলিয়া একবার একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন না? মুক্ত বাতায়নে একাকিনী বসিয়া কুমুদিনী তাহাই ভাবিতেছিলেন। ভাল, রজনী কি একবার মুখের কথা খুলিয়া একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না? একবার কুমুদিনী বলিয়া ডাকিতে প্রবৃত্তি হইল না? রজনী যে তাঁহাকে ভালবাসিতেন, তাহা মিথ্যা কথা। রজনী তাঁহাকে কখনও ভালবাসিতেন না, তিনিই কেবল রজনীকে ভালবাসিয়াছেন; কিন্তু সে ভালবাসার প্রতিদান হইল না, এখন তাঁহার জীবন অন্ধকার বিজন মরুভূমির ন্যায়। এ আঁধার জীবনাকাশে একমাত্র তারা রজনীকান্ত, এ আঁধার বিজন অরণ্যে একমাত্র আলো রজনীকান্ত; কিন্তু সে আলো অতিদূরে, কখনও তাঁহার জীবন আলোকময় করিবার আর সম্ভাবনা নাই। দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের আলেয়ার ন্যায় অতিদূরে একবার জ্বলিতেছে, একবার নিবি

তেছে। কুমুদিনীর নয়নে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল. অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "হা বিধাতা! কি করিলে? কেন আমার এ দশা করিলে? আমি কি পাপ করিয়াছি যে, আমার দর্প চূর্ণ করিলে? আমাকে রজনী-কান্তের ক্রীত দাসীর মত হইতে হইল! রজনী হাসিলে আমি হাসিব, রজনী কাঁদিলে আমি কাঁদিব। রজনীকান্তের প্রতি কেন আমার এপ্রকার ভাবান্তর জন্মিল! মনের এ দুর্দ্দমনীয় বেগ কি কখনও সংবরণ করিতে পারিব না— বিধাতা তুমিই জান!" বলিতে বলিতে কুমুদিনীর হঠাৎ ভাবান্তর হইল, রজনীকান্তের মুখ মনে পড়িয়া ভাবান্তর হইল, মেঘাবৃত শরতের শশীর ন্যায় তাঁহার হাসি মনে পড়িয়া শিহরিয়া উঠিলেন। ঈশ্বরকে ডাকিয়া কি রজনীকান্তের অকল্যাণ করিলেন? মনে মনে বড় যন্ত্রণা হইল, হৃদয় উছলিয়া উঠিল, আবার নয়নে ধারা বহিতে লাগিল। রজনীকান্তের ললাটে একটি শুষ্ক ক্ষত-চিহ্ন দেখিয়াছিলেন। ভাবিলেন, কিসের ক্ষত? আহা, কত কষ্ট পাইয়াছে! কে তাহাকে সে সময়ে যত্ন করিয়াছে? কে তাহাকে আমার বলিয়া যন্ত্রণা-নিবারণ জন্য আদর করিয়াছে? এ জগতে যে রজনীকে আমার বলে, এমন কেহ নাই। কেবল এই হতভাগিনী চিরদুঃখিনী মনে মনে 'আমার' বলিয়া থাকে।—এই সুখময় চিন্তায় নিমগ্না

হইয়া রহিলেন। ক্রমে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল। কুমুদিনী সংজ্ঞাহীনা হইয়া সেই মুক্ত বাতায়নে বসিয়া আছেন, নিদ্রার আকর্ষণ নাই; শয্যা একবারও স্পর্শ করেন নাই। ক্রমে নিশানাথ মধ্যগগন অতিক্রম করিয়া পশ্চিম গগনে আসিলেন। হঠাৎ কুমুদিনীর চিন্তা-ভঙ্গ হইল, বাতায়নের নিম্নে মনুষ্যকণ্ঠ শুনিলেন। দেখিলেন, জ্যোৎস্নাবিধৌত রাজপথের পার্শ্বে তাঁহার গবাক্ষের নিম্নে একটি বকুলবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইয়া দুই ব্যক্তি কথোপকথন করিতেছেন। কুমুদিনী সরিয়া দাঁড়াইলেন, অন্য বাতায়নের অন্তরালে তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, একজন বাঙ্গালি, অপর ব্যক্তি সেই দেশীয় —যে ব্যক্তি বাঙ্গালি, সেই ব্যক্তি কুমুদিনীর গবাক্ষ-প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হিন্দুস্থানীকে চুপি চুপি কি বলিতেছে। কুমুদিনীর বড় সন্দেহ হইল, ভাবিলেন এই দুই ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রতি অবশ্য কোনও দুরভিসন্ধিতে এখানে দাঁড়াইয়া আছে। তজ্জন্য গৃহস্থ সকলকে জাগরিত করা উচিত বিবেচনা করিয়া অতি ব্যস্ত হইয়া চলিলেন। নিকটে এক কক্ষে বিনোদিনী শয়ন করিতেন, অতি দ্রুত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, মুক্ত বাতায়নপথ দিয়া জ্যোৎস্না আসিয়া বিনোদিনীর কক্ষ আলোকিত করিয়াছে। সেই অস্পষ্ট আলোকে কক্ষের সমুদয় দ্রব্যাদি দৃষ্ট হইতেছে। এক পার্শ্বে একখানি

ক্ষুদ্র পালঙ্কে বিনোদিনীর শয্যা রহিয়াছে, কিন্তু বিনোদিনী তাহাতে নাই। আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া কুমুদিনী কক্ষের চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সেই কক্ষের একটি বাতায়নে কুমুদিনীর দিকে পশ্চাৎ করিয়া প্রান্তর-পার্শ্বে রজনীকান্তের অমল শ্বেত অট্টালিকার দিকে মুখ ফিরাইয়া বিনোদিনী বসিয়া আছে। অতি মৃদুস্বরে কুমুদিনী ডাকিলেন, "বিনোদ!" বিনোদিনী চমকিয়া উঠিলেন, লজ্জিত এবং অপ্রতিভ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, যেন কি কুকর্ম্ম করিয়াছেন। কুমুদিনী তাহা লক্ষ্য না করিয়া, তাহার হস্ত ধরিয়া আপনার ঘরের বাতায়নের নিকট আসিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "দেখ, বকুলতলায় কারা দাঁড়াইয়া"। বিনোদিনী কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কিন্তু কুমুদিনী দেখিলেন, অনতিদূরে রাজপথে সেই দুই ব্যক্তি হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাইতেছে।

বিনোদিনী আপনার কক্ষে প্রত্যাগমন করিল। কুমুদিনী একাকিনী বাতায়নে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন, তন্দ্রা আসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে হঠাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিল। কক্ষমধ্যে কোনও প্রকার শব্দে নিদ্রা ভাঙ্গিল। দুই এক বার খুট্ খুট্ শব্দ শুনিলেন; চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, বারাণ্ডার

।কের একটি দ্বার কে খুলিয়াছে, এবং তজ্জনিত অস্পষ্ট চন্দ্রা-
লোকে দেখিলেন, এক ব্যক্তি মুখ আবৃত করিয়া তাঁহার একটি
বাক্স খুলিতেছে। কুমুদিনী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পুনঃ-
পুনঃ চীৎকার করাতে হরিনাথ বাবু এবং অন্যান্য পৌরজন
দৌড়িয়া আসিল, কিন্তু চোরকে কেহ দেখিতে পাইল না;
কেবলমাত্র দেখিল, বারাণ্ডায় একখানি মই লাগান রহিয়াছে।
আলো আনিয়া হরিনাথ বাবু কক্ষমধ্যে অনুসন্ধান করিলেন।
দেখিলেন, কুমুদিনীর বাক্স খোলা রহিয়াছে, কিন্তু অলঙ্কার
অথবা অন্যান্য দ্রব্যাদি কিছুই অপহৃত হয় নাই। কোন্ পথ
দিয়া চোর গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, আলো লইয়া তাহা অনু-
সন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন, বারাণ্ডার নিম্নে মইয়ের নিকট
একখানি কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে। আলো দ্বারা তাহা পাঠ
করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কুমুদিনীকে ডাকিয়া গোপনে
জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কাগজখানি তুমি কি জান? ইহা
কি তোমার বাক্সের ভিতর ছিল?" কুমুদিনী উত্তর করিলেন,
"এ খানি শরৎকুমারের দানপত্র, ইহা আমার বাক্সের ভিতর
ছিল।" এবং কি প্রকারে ইহা পাইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে সমু-
দায় বৃত্তান্ত তাঁহার পিতাকে অবগত করাইলেন। হরিনাথ
বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তবে শরৎকুমারের বিষয় শরৎকুমারের
আছে, রতিকান্তের নহে।" কুমুদিনী উত্তর করিলেন, "দাম

পত্র যখন রেজিষ্টরি হয় নাই, এবং রতিকান্তের হস্তগত হয় নাই, তখন শরতের আছে বই কি।”

হরিনাথ বাবু কুমুদিনীর কৌশলে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “কুমু, তুমি আজ বালস্বভাব শরৎকে রক্ষা করিয়াছ, যদি শরৎ তোমার পরামর্শে সকল কার্য্য করে, তবে তাহার বিপদের সম্ভাবনা নাই।” এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে দানপত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া অগ্নিসংস্পৃষ্ট করিলেন। এই বৃত্তান্ত পৌরজন সকলে জানিতে পারিল।

হরিনাথ বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস হইল, এ চোর রতিকান্ত বাড়ুয্যে। কুমুদিনীর দৃঢ় বিশ্বাস হইল, এ চোর শরৎকুমার। তজ্জন্য মনে মনে বড় যন্ত্রণা হইতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যমুনার জলে।

পরদিবস অপরাহ্নে হরিনাথ বাবু কুমুদিনী ও তাঁহার প্রসূতিকে ডাকিয়া নির্জ্জনে বলিলেন, “কুমুদিনি, তোমার স্মরণ আছে বোধ হয়, আমি পুনরায় সংসারাশ্রমী হইয়াছি কেবল তোমার জন্য। তুমি ভিন্ন আমার আর দ্বিতীয় সন্তান নাই; তোমার সুখসাধন আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য; তুমি বাল্যকালে বিধবা হইয়াছিলে, আমি সেই দুঃখে উদাসীন হইয়াছিলাম, পরে তুমি বিবাহ করিতে সম্মত হওয়ায় আমি পুনরায় সংসারী হইয়াছি; কিন্তু আজ প্রায় ছয় মাস অতীত হইল, তথাচ তোমার বিবাহ দিতে পারিলাম না।

আমি দিন দিন ক্ষীণ হইতেছি—আর অল্পদিন বাঁচিব, তোমায় এ অবস্থায় ত্যাগ করিয়া যাইতে হইলে বড় কষ্টে মরিব; অতএব—”

কুমুদিনী অতি কাতরস্বরে বলিলেন, “বাবা, তুমি যে আমাকে কখনও ত্যাগ করিয়া যাইবে, তাহা স্বপ্নেও মনে আসে না। তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইলে তার পর আর আমার কি সুখ থাকিবে, তা হ'লে কি আমি আর বাঁচিব!” হরিনাথ বাবু উত্তর করিলেন, “যা'ক, আমার মৃত্যুর কথা উত্থাপন করিয়া তোমাকে কষ্ট দিব না—এক্ষণে আমি তোমার বিবাহ দিব স্থির করিয়াছি। তোমার ন্যায় সুবোধ মেয়ে যে পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলন করিবে, তাহা আমার বোধ হয় না—আগামি কল্য সুবর্ণপুর-যাত্রা করিব, সেই স্থানে বিবাহ হইবে—আমি পাত্র স্থির করিয়াছি, তোমরা প্রস্তুত হও। কুমুদিনি, আমায় সুখী কর।”

কুমুদিনী বঙ্গীয় কুলকামিনী, বিবাহ সম্বন্ধে কোনও কথা উত্থাপিত হইলে লজ্জা পাইতে হয়, সুতরাং লজ্জায় অবনত-মুখী হইলেন। পরে হরিনাথ বাবু তাঁহাকে বিদায় দিলেন। কুমুদিনী আপনার কক্ষে যাইয়া সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয্যায় মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কত দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন; যাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন,

তাহাকে জন্মের মত হারাইলেন, আর কখনও তাঁহাকে মনে স্থান দিতে পারিবেন না, তাঁহার চিন্তা এক্ষণ হইতে পাপ-সংস্পৃষ্ট! তাঁহার জীবনের একমাত্র সুখ সেই রজনীকান্তের চিন্তা, আজ হইতে তাহা বর্জ্জন করিতে হইল; কাহার জন্য? শরৎকুমারের জন্য,—পূর্ব্বরাত্রে তাঁহার পিতার কথার আভাসে কুমুদিনীর নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল যে, শরৎকুমারকে তিনি আপন জামাতা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু শরৎকুমার তাঁহার স্বামী হইলে তিনি বড় অসুখিনী হইবেন। পিতার উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইবে, এ কথা পিতাকে কেমন করিয়া জানাইবেন। বঙ্গীয় কুলকামিনীদিগের বিবাহ সম্বন্ধে মতামত দিবার ত কোনও অধিকার নাই, কেবলমাত্র কাঁদিবার অধিকার আছে। কুমুদিনী কাঁদিতেই লাগিলেন। রজনীকান্তের মুখ মনে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, আর বিপদ্ভঞ্জন শ্রীমধু-সূদনকে ডাকিতে লাগিলেন। প্রায় সন্ধ্যা অতীত হইল, পাছে কেহ তাঁহার মনোবেদনা জানিতে পারে, এই জন্য কুমুদিনী চক্ষু মুছিয়া গৃহকার্য্যে নিযুক্তা হইলেন। বিনোদিনী একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, তোমার মুখ ভার, চক্ষু ফুলেছে কেন? কি হইয়াছে?—" কুমুদিনী উত্তর করিলেন, "অসুখ হইয়াছে।" কিন্তু তৎপরেই গামছা লইয়া তাঁহাদের বাটীর পার্শ্বে যমুনাতীরে যে একটি গোপনীয় ঘাট আছে, সেই

ঘাটে গাত্রপ্রক্ষালন করিতে গেলেন; আগ্রীব-নিমগ্না হইয়া যমুনার জলে আঁধার আকাশে একমাত্র তারার ন্যায় ভাসিতে লাগিলেন। সান্ধ্যতিমির ক্ষণে ক্ষণে গাঢ়তর হওয়াতে যমুনার অপর তীর অন্ধকারময় হইল। কুমুদিনী চিবুক পর্য্যন্ত জলে ডুবাইলে তাঁহার বোধ হইল, যেন অন্ধকারময় অনন্তসমুদ্রে ভাসিতেছেন। চতুর্দ্দিকে কেবল বারি, নিঃশব্দে অন্ধকারে ছুটিতেছে। তিনি একাকিনী যেন সেই অকূলসমুদ্রে অন্ধকারে ভাসিতেছেন, চারিদিকে বারিরাশি উছলিতেছে। ভাবিলেন, আমার জীবন এইরূপ আঁধার অনন্তসমুদ্র, কতদিনে যে ইহা শেষ হইবে তাহা জানি না। দূরে অন্ধকারে যমুনার বক্ষে একটি আলো জ্বলিতেছিল। কোনও জলযানে উহা জ্বলিতে-ছিল। কুমুদিনী ভাবিলেন, ও আলোটি কেন জ্বলিতেছে, আমার জীবনসমুদ্রে যে একটিমাত্র আলো জ্বলিতেছিল, তাহা আজ নির্ব্বাণ হইয়াছে, ওটি জ্বলিতেছে কেন? দেখিতে দেখিতে সে আলোটি নিবিয়া গেল। কুমুদিনী চমকিত হইলেন, হৃদয় অন্ধকারময় হইল, এই সামান্য ঘটনাটি রজনীকান্তের অমঙ্গল-স্বরূপ ভবিষ্যৎ বাক্য বলিয়া বিশ্বাস হইল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন কিন্তু সেই আলো আর জ্বলিল না। ভগ্নহৃদয়ে যমুনার বারিরাশির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অনতিদূরে জলের ভিতরে একটি মৃদু আলো দেখিয়া উৎসাহান্বিতা হইলেন।

কৃষ্ণা যামিনীর নীলনভোমণ্ডলে উজ্জ্বল সান্ধ্য তারার প্রতিবিম্ব যমুনার কাল জলে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে দেখিয়া হৃদয় কথঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইল, অতি মৃদু মৃদু স্বরে বলিতে লাগিলেন "বালাই, কেন আমি অকারণে রজনীকান্তের অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছিলাম!" বলিতে বলিতে আর সে প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন না। উপরে চাহিয়া দেখিলেন, একখানি কাল মেঘ আসিয়া সেই সান্ধ্য তারাকে আবৃত করিয়াছে। দেখিয়া কুমুদিনীর হৃদয় একবারে ভাঙ্গিয়া গেল—ভাবিলেন প্রকৃতি ষড়্‌যন্ত্র করিয়া তাঁহার রজনীকান্তের ভবিষ্যৎ অমঙ্গল তাঁহাকে দেখাইতেছে। নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারা বহিয়া যমুনার জলে পড়িতে লাগিল। অবিশ্রান্ত কাঁদিতে লাগিলেন। ঘাটের সোপানাবলীতে মনুষ্যপদশব্দ শুনিয়া হস্ত দ্বারা চক্ষু মুছিতে মুছিতে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি একখানি গামছা কাঁধে করিয়া জলে নামিবার উপক্রম করিতেছে। সে জলে নামিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল, উভয়ে উভয়কে চিনিলেন। এক-জন বলিয়া উঠিলেন "কুমুদিনী!" অপর মনে মনে বলিল "রজনী"। আগন্তুক ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইলেন। তৎপরে আস্তে আস্তে জল হইতে কূলে উঠিয়া গেলেন। পরে সোপানাবলী আরোহণ করিতে লাগিলেন। কুমুদিনীর হৃদয় উছলিতে লাগিল, ইচ্ছা হইল একবার তাঁহাকে স্পর্

করেন। একবার তাঁহার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মনোবেদনা সকল প্রকাশ করেন। নিষ্ঠুর রজনীকান্ত আস্তে আস্তে প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানে উঠিতে লাগিলেন। কুমুদিনী কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধকারে রজনীকান্তকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন "যাও প্রাণনাথ, যাও, এ হতভাগিনীর সংস্পর্শে আসিও না। যাও প্রাণেশ্বর! তোমার পদে যেন কখনও কুশাঙ্কুর না বিঁধে, কখনও নাইতেও যেন মাতার কেশ না ছিঁড়ে—তুমি চিরজীবী হও—আবার কোনও মনের মত সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারী হইয়া যেন সুখী হও; কিন্তু আমায় চিরদুঃখিনী করিলে! আমার এ কি হইল!—" অবিশ্রান্ত নয়নে বারিধারা বহিতে লাগিল, সেই আঁধার জলরাশির মধ্যে আগ্রীবনিমগ্না হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কূলে কুক্কুরের কলরব শুনিতে পাইয়া দেখিলেন, জলের নিকটে একটি বিড়ালের ন্যায় ছোট বিলাতী কুক্কুরকে একটি বৃহৎ দেশী কুক্কুর তাড়া করিয়াছে। দেখিয়া চিনিলেন যে, ছোট কুক্কুরটি রজনীকান্তের। অতি দ্রুত তীরে উঠিয়া সেই কুক্কুরটিকে বুকে তুলিয়া লইলেন। কিন্তু দেশী কুক্কুর তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হওয়াতে কুমুদিনী দৌড়িতে দৌড়িতে আর্দ্রবসন জন্য সোপান হইতে পড়িয়া গেলেন, বড় আঘাত হওয়াতে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠি-

লেন। কিঞ্চিৎ পরে উঠিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সফল হইলেন না। তৎপরে কে আসিয়া হস্তধারণ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিল। তাহার হস্তের উপর নির্ভর করিয়া কুমুদিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, রজনীকান্ত ভুবনমোহন রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া রহিয়াছেন। কুমুদিনীর মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইল, হস্ত কাঁপিতে লাগিল, দুইজনে দুই জনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সেই জনহীন শব্দহীন যমুনার উপকূলে, অন্ধকারে, দুইজনে দুইজনের হস্তধারণ করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বামহস্ত দ্বারা সেই কুক্কুরটি বক্ষে ধারণ করিয়া কুমুদিনী দক্ষিণ হস্ত রজনীর হস্তে রাখিয়া নীরবে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছিলেন। আর সে লজ্জা নাই—সে ব্রীড়াবিকম্পিত দৃষ্টি নাই—হঠাৎ কুমুদিনীর আচরণ পরিবর্তিত হইল। অনেকক্ষণের পর রজনীকান্ত কথা কহিলেন। বলিলেন, "কুমুদিনি!" কুমুদিনী অমনি চমকিয়া উঠিলেন। লজ্জায় মস্তকে কাপড় টানিলেন, মুখ নত করিলেন, বক্ষ হইতে কুক্কুরটি লইয়া রজনীর হস্তে দিলেন। রজনী দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া কুক্কুরটি লইলেন। আবার বলিলেন, "কুমুদিনি—কুমুদিনি, বড় আঘাত পাইয়াছ কি?"

কুমুদিনী মস্তক নত করিয়া অতি মৃদু স্বরে উত্তর করিলেন, "না।" রজনী যেন আবার কি বলিবার চেষ্টা করিলেন,

কিন্তু কুমুদিনী আর দাঁড়াইলেন না। অতি মৃদু মৃদু পদসঞ্চালনে উপরে উঠিতে লাগিলেন। ঘাটের উপরে তাঁহাদের খিড়কীর দ্বারের নিকট বিনোদিনী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিল, "কে দিদি, ঘাটে কে?"

কু। রজনীকান্ত।

বি। কি হয়েছে, খোঁড়াচ্চ কেন?

কু। প'ড়ে গিয়েছি।

বি। আহা! বড় লেগেছে কি, কোথায় লেগেছে

বলিয়া বিনোদিনী অতিযত্নে হস্ত দ্বারা কুমুদিনীর পাদদ্বয় দেখিতে লাগিল, তৎপরে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, কেমন ক'রে উঠিলে?"

কু। রজনী আসিয়া তুলিল।

বি। ছি ছি, রজনীর সাক্ষাতে পড়িতে লজ্জা করিল না।

কু। তা কি করিব।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সুবর্ণপুর।

রিনাথ বাবু অনেক দিনের পর সপরিবারে সুবর্ণপুরে আসিলেন। আসিয়া বিধবা কন্যার বিবাহের জন্য যত্নবান্ হইলেন। সমাজের ভদ্রলোকদিগের কাহাকেও মিষ্ট বাক্য দ্বারা, কাহাকেও বা ধন দ্বারা, এবং কোনও কোনও ব্যক্তিকে বা কোনও উপকারের দ্বারা হস্তগত করিলেন। আগামী অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহের দিন স্থির হইল। সুবর্ণপুর সেইরূপ আছে,- সেইরূপ চাঁদের আলো, সেইরূপ শ্যামলবর্ণ নিবিড় পল্লবাচ্ছাদিত ঘন বৃক্ষশ্রেণী, শ্যামলবর্ণ তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর, পাপিয়ার আকাশ-

ভেদী চীৎকার, ক্রীড়াশীল বালকদিগের আনন্দসূচক ধ্বনি, যুবতীদিগের মৃদুমধুর হাস্য, সকলই সেইরূপ আছে; কেবল কুমুদিনীর আর সে মন নাই—সুবর্ণপুর তাঁহার অগ্নিকুণ্ডবৎ বোধ হইতে লাগিল। গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা আসিল; বর্ষা গেল, শরৎ আসিল; ক্রমে হেমন্ত আসিল; কুমুদিনী পদ্মপুষ্পের সহিত শুকাইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত পদ্ম শুকাইতেছিল; কি কারণে জানি না, সরলা বিনোদিনী দিন দিন ম্লান হইতেছিল। শরৎকুমারও সুবর্ণপুরে প্রত্যাগমন করিয়া রতিকান্তকে উচ্ছেদ করিয়া পূর্ব্ব সম্পত্তি দখল করিলেন। জনরব যে, হরিনাথ বাবু দরিদ্রহস্তে কুমুদিনীকে সমর্পিত করিতে অসম্মত হওয়াতে, শরৎকুমার তাঁহার পূর্ব্বকৃত দানপত্র প্রত্যর্পণানে, তাঁহার পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন। শরৎকুমার তাঁহার গৃহ সকল প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া সাজাইতে লাগিলেন। কিন্তু কি কারণে কেহ জানিল না, তাঁহার গঙ্গাতীরের রমণীয় বৃক্ষবাটিকাটি বিক্রয় করিলেন। কাহাকে বিক্রয় করিলেন, তাহাও কেহ জানিতে পারিল না; কেহ কেহ বলিল যে, সেই বাটীতে ভূতযোনি বিচরণ করে, সেই জন্য বিক্রয় করিয়াছেন, এবং কোনও কোনও কল্পনাশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি রাষ্ট্র করিল যে, এক এক দিন গভীর রাত্রে ঐ বৃক্ষবাটিকার পার্শ্বস্থ বড় বড় দেবদারু বৃক্ষের তলায় অতি দীর্ঘ-

কায় এক মনুষ্যমূর্ত্তি বেড়াইতে দেখিয়াছে। কুমুদিনীর প্রিয় পরিচারিকা শ্যামা জানিত, সেই বাটীতে একজন বিখ্যাত ভূতের ওঝা আসিয়া বাস করিয়াছিল; তাহার কারণ, সে এক দিবস বৃক্ষবাটিকার একজন পরিচারককে গঙ্গাতীরে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—হ্যাঁ গা তোমরা কারা? তোমাদের কি সাহস! ভূতের বাটীতে আসিয়া বাসা লইয়াছ! পরিচারক উত্তর করিয়াছিল, আমাদের মুনিব একজন পশ্চিমদেশীয় বিখ্যাত ভূতের ওঝা। সেই অবধি শ্যামা জানিত যে, ভূতের ওঝা সেই বাটীতে বাস করিয়াছে। যাহা হউক, সন্ধ্যার পর সেই বাটীর নিকটের পথ দিয়া আর কেহ যাতায়াত করিত না; দিবসে যাহারা যাইত, তাহারা সেই বাটীতে নূতন প্রকার চাকর নফরের আবির্ভাব দেখিয়া অন্যপ্রকার সন্দিহান হইল।

এই সময়ে নিষ্কর্ম্মা, নিন্দাপ্রিয়, এবং মিথ্যাগল্পপ্রিয় সুবর্ণপুর-গ্রামবাসীরা নানাপ্রকার কথা লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইল। কোথাও দোকানে বসিয়া, কোথাও চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া, কোথাও দেবমন্দিরে বসিয়া, এবং কখনও কখনও পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট বসিয়া, দলে দলে গ্রামবাসীরা ঐ সকল নূতন কথা লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিল,—প্রথমতঃ বিধবাবিবাহ, দ্বিতীয়তঃ দান করিয়া ফিরে লওয়া, তৃতীয়তঃ গঙ্গাতীরের

বাটীতে কে বাস করিল। স্ত্রীলোকদিগের ত কথাই নাই।—ফলাহারে ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় গঙ্গাতীরে সারি দিয়া বসিয়া আহ্নিক করিতে করিতে কুমুদিনীর, শরৎকুমারের এবং গঙ্গাতীরের বৃক্ষবাটিকাধিষ্ঠাতা ভূতের শ্রাদ্ধ করিতেছিল। এ ত বৃদ্ধ এবং অর্দ্ধবয়সীদিগের সভা। মধ্যাহ্নসূর্য্য ম্লানকিরণ না হইতে হইতেই প্রৌঢ়া এবং যুবতীগণ কেহ দুগ্ধপোষ্য শিশু ত্যাগ করিয়া, কেহ পীড়িত স্বামী ত্যাগ করিয়া, কেহ বৃদ্ধ পিতা ত্যাগ করিয়া, দলে দলে হরিনাথ বাবুর বাটীর সন্নিকটে নিভৃত এবং বৃহৎ একটি পুষ্করিণীতে পাত্রপ্রক্ষালন উপলক্ষে আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল। কোনও যুবতী যদি অসামান্যা সুন্দরী হয়, তবে তাহার প্রতিবেশী যুবতীগণ তাহাকে বিষনয়নে দেখিয়া থাকে, তাহার অতি সামান্য ছল পাইলে তাহাকে অতিশয় ঘৃণিত ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। কুমুদিনী অসামান্যা রূপসী—সুবর্ণপুর গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী, বিধবা হইলেও পুনরায় বিবাহ হইবে; তাহাতে আবার অতি বাঞ্ছনীয় পাত্রের সহিত—রূপ, গুণ, ধন, যৌবন, সকলই আছে এমন পাত্র শরৎকুমারের সহিত বিবাহ হইবে। প্রতিবেশিনীদিগের কি হিংসার শেষ আছে! সুতরাং সকলে ঘাটে একত্র মিলিত হইয়া কুমুদিনীর নিন্দার একশেষ করিতে লাগিল। এক দিবস সন্ধ্যা হইয়াছে, পুষ্করিণী-অধিষ্ঠাত্রী যুবতীদিগের রূপে লাঞ্ছিত

হইয়া চন্দ্রদেব একখানি বৃহৎ রূপার থালের ন্যায় বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরাল হইতে উঁকি মারিতেছেন। দুই চারিটি মাত্র যুবতী ঘাটে কুমুদিনীর নানাপ্রকার নিন্দা করিতেছে। এমত সময়ে তাঁহার ভগিনী বিনোদিনী একাকিনী ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র নিন্দাপ্রিয় স্ত্রীগণ, লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া একে একে ঘাট হইতে উঠিয়া গেল। এখন চন্দ্র-দেব নিঃসঙ্কোচে বৃক্ষশ্রেণীর পশ্চাৎ হইতে পূর্ণজ্যোতিতে নীলা-কাশে প্রকাশ পাইলেন ; দেখিয়া গাছপালা, লতাপাতা, নদনদী, পাহাড়-পর্ব্বত, গিরিগুহাসম্বলিত সমুদায় জগৎ হাসিয়া উঠিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সায়াহ্নে।

ভৃত, নির্জ্জন, নিঃশব্দ এবং চন্দ্রালোকবিধৌত পদ্মপুষ্করিণীর ঘাটে বিনোদিনী একাকিনী বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন,—কখনও স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় নয়নরঞ্জন চন্দ্রের প্রতি, কখনও বা উজ্জ্বল সান্ধ্য তারার প্রতি চাহিয়া অন্যমনে ভাবিতেছিলেন। চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। কি গভীর চিন্তা করিতেছিলেন, কে বলিবে? হেমন্তের অতি শীতল নীহারে শরীর আর্দ্র হইয়া কিঞ্চিৎ শীত বোধ হওয়াতে বিনোদিনীর সংজ্ঞা হইল, আস্তে আস্তে জলে নামিলেন। স্থির সরসী-বক্ষে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম দুলিতেছিল, একটি রাজহংস স্বচ্ছ বারিবক্ষে বিচরণ করাতে তাহার জলহিল্লোলে পদ্মটী হেলিতেছিল

দুলিতেছিল। জলে নামিয়া বিনোদিনী তাহাই দেখিতেছিলেন। কখনও কখনও এমত ঘটে যে, চিত্তবৃত্তির কারণ অনুসন্ধান করা যায় না, কোনও কার্য্যের ফল বিশেষ সুখপ্রদ নহে বরং অমঙ্গল-জনক হইতে পারে অথচ সেই কার্য্যসাধনে চিত্ত দুর্দ্দমনীয় বেগে ধাবমান হয়। পদ্ম ফুলটি তুলিতে বিনোদিনীর বিশেষ স্পৃহা ছিল না বরং শীতপ্রযুক্ত অধিকক্ষণ জলে নিমগ্ন থাকিতে বিশেষ অনিচ্ছা ছিল, তথাচ সেই পুষ্পটি তুলিবার জন্য চিত্তের দুর্দ্দমনীয় বেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। যেরূপ অলসচিত্তে অলস শরীরে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, সেইরূপ চিত্তে সেইরূপ শরীরে জলে নিমজ্জন করিয়া সেই পুষ্প-উদ্দেশে চলিলেন। বাল্যকাল হইতে বিনোদিনী সন্তরণে পটু ছিলেন, নিঃশব্দে স্থির অঙ্গে রাজহংসীর ন্যায় যাইয়া পুষ্পটি চয়ন করিলেন, প্রত্যাগমন-কালে হঠাৎ অঙ্গ অবশ হইতে লাগিল, ভাবিলেন শীতবশতঃ শরীর অবশ হইতেছে। অতি কষ্টে কূলে পৌঁছিলেন, কিন্তু পৌঁছিবামাত্র অচেতন-প্রায় ভূপতিত হইলেন।

তীরোপরি একটি আম্রবৃক্ষের অন্তরাল হইতে এক ব্যক্তি উঁকি মারিয়া তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতে লক্ষ্য করিতেছিল; এক্ষণে তাঁহার মূর্চ্ছাবস্থা দেখিয়া সে ব্যক্তি বৃক্ষান্তরাল হইতে অতি দ্রুত আসিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া অন্তর্হিত হইল। বিনো-

দিনী অজ্ঞান হন নাই, কেবলমাত্র শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য ভূপতিত হইয়াছিলেন। যখন নৃশংস তাঁহাকে লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন বিনোদিনী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পুনঃপুনঃ চীৎকার করিতে লাগিলেন; তাঁহার চীৎকার শুনিয়া পশ্চাৎ হইতে কে এক ব্যক্তি সেইরূপ স্বরে অভয় দিল, নৃশংস সেই স্বর শুনিবামাত্র বিনোদিনীকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিল। বিনোদিনী আস্তে আস্তে উঠিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন, কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া পথিমধ্যে পরিচারিকা বিধুর সহিত বিনোদিনীর সাক্ষাৎ হইল, তাঁহাকে দেখিয়া বিধু বলিয়া উঠিল "হ্যাঁ গা! গৃহস্থের মেয়ে, এত রাত পর্য্যন্ত কি জলে প'ড়ে থাকতে হয়।" বিনোদিনী কোনও উত্তর না করাতে বিধু নিকটে আসিয়া দেখিল, বিনোদিনী অতি কাতর হইয়া হাঁটিতেছেন, যেন পড়িয়া যান যান। বিধু উহা দেখিয়া অতি ব্যস্ত হইয়া তাঁহার হস্ত ধরিতে গিয়া, হঠাৎ পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি করিল। দেখিল, দীর্ঘাকার মল্লবেশী এক ব্যক্তি তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। বিধু কিঞ্চিৎ ভীতা হইয়া চীৎকার করিল, "কে রা?" দীর্ঘাকার ব্যক্তি তাহা শুনিবামাত্র নিকটস্থ এক জঙ্গলমধ্যে অন্তর্হিত হইল। বিধু বিনোদিনীকে অতি কষ্টে বাটী লইয়া গেল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নিশীথে।

কিছু দিন পরে একদা নিশীথে জ্যোৎস্নাময় রাজপথে একটি স্ত্রীলোক একাকিনী গমন করিতেছিল। তাহার গতি অতি বিচিত্র! উহা দেখিলে বোধ হইবে, যেন বিনা পাদ-বিক্ষেপে, বিনা মৃত্তিকাস্পর্শে গমন করিতেছে। চন্দ্রমাশোভিত নীল নভোমণ্ডলে পবনসঞ্চালিত মেঘখণ্ডের ন্যায় গতি অমানু-ষিক এবং অনৈসর্গিক। সেই গম্ভীর নিশীথে জনহীন রাজপথে নির্ভীক চিত্তে একাকিনী গমন করিতেছে। পথিপার্শ্বে ভীম-

তরুর ছায়ান্ধকারে হিংস্র পশুদিগের কখনও কখনও ভীষণ রব শুনা যাইতেছে, তাহাতে ভয় নাই। গ্রাম্য প্রহরীদিগের ভয়াবহ চীৎকারে ভয় নাই। মস্তক আবরণহীন রহিয়াছে, লজ্জা নাই, ঊর্দ্ধদৃষ্টে সেই বিচিত্র গতিতে গমন করিতেছিল। রমণী রাজপথ ত্যাগ করিয়া বৃক্ষবাটিকার গলিরাস্তায় চলিল। এক ব্যক্তি তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছিল। সেও সেই রাস্তা লইল। বৃক্ষবাটিকার নিকট আসিয়া রমণী কলের পুত্তলিকার ন্যায় গ্রীবা বাঁকাইয়া মস্তক ফিরাইল এবং পরক্ষণেই সেইরূপে অঞ্চল টানিয়া মস্তক আবৃত করিল। তৎপরে সেইরূপ বিচিত্রগমনে গঙ্গার তীরে আসিয়া কূলেতে অবতরণ করিতে লাগিল। ক্রমে যখন জলের নিকট আসিল, তখন পশ্চাদনুসারী ব্যক্তি বৃক্ষান্তরাল হইতে অতি দ্রুত আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফিরাইল। রমণী নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় চমকিত হইয়া এবং সম্মুখে তরঙ্গময়ী নদী দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিতা হইল, এবং বলিয়া উঠিল "আমি কোথায়, এ কি স্বপ্ন?" অপরিচিত পুরুষ কোনও উত্তর না করিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিল। রমণীর ধীরে ধীরে স্মরণ হইল যে, সে রাত্রে তাহাদিগের বাটীতে একটি কক্ষে শয্যোপরি শয়ন করিয়াছিল। নদীকূলে ত শয়ন করে নাই, তবে কি প্রকারে নিদ্রিতাবস্থায় এখানে আসিল? আর এ অপরিচিত

পুরুষ কে? তাহার নিকট দাঁড়াইয়াই বা কেন? সহজেই তাহার অনুমান হইল যে, ঐ অপরিচিত ব্যক্তি কোনও দুরভিসন্ধিতে কোনও কৌশলে গৃহপ্রবেশ করিয়া নিদ্রিতাবস্থাতে তাহাকে এখানে তুলিয়া আনিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত রমণীর মনোমধ্যে উদিত হইবামাত্র সে ভীতা হইয়া অতি দ্রুত বৃক্ষবাটিকার দিকে যাইবার উদ্যম করিল, কিন্তু অপরিচিত পুরুষ তাহার সম্মুখে আসিয়া গতিরোধ করিল। রমণী অমনি চীৎকার করিয়া উঠিল। অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, "স্থির হও —বিধু চীৎকার করিও না—কোনও ভয় নাই।" অপরিচিত পুরুষ নাম ধরিয়া ডাকাতে তাহার সাহস হইল; ভাবিল, যখন এ ব্যক্তি তাহাকে জানে, তখন সে অবশ্য কোনও পরিচিত ব্যক্তি, বসন দ্বারা মুখের কিয়দংশ আবৃত আছে বলিয়া সে চিনিতে পারিতেছে না, এবং সে জন্য কোনও ভয়ের কারণ নাই—এই সিদ্ধান্ত করিয়া রমণী অথবা বিধু আর চীৎকার করিল না. এবং জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?"

অঃ পুঃ। পরে জানিবে, এখন আমার সহিত আইস।

বিধু। কোথায় যাইব? আপনি আমাকে ঘুমন্ত তুলিয়া আনিয়াছেন কেন?

অঃ পুঃ। তুমি ঘুমন্ত এখানে আসিয়াছ বটে, কিন্তু আমি আনি নাই—তুমি আপনি হাঁটিয়া আসিয়াছ।

বি। মিথ্যা কথা, তুমিই আনিয়াছ। মানুষে কি ঘুমন্ত হাঁটিতে পারে?

অঃ পুঃ। পারে বই কি, তুমি কি কখনও 'নিশিতে পাওয়া' শুন নাই—সেও ত নিদ্রিতাবস্থাতে হাঁটিয়া বেড়ায়।

এই কথা শুনিবামাত্র বিধুর হৃৎকম্প হইল, কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "সে ভূতে ডাকে, তাই ঘুমন্ত যায়।"

অঃ পুঃ। সে সকল নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকদিগের কথা; নিশিতে ডাকার অর্থ এই যে, যে সকল কর্ম্ম মানুষ দিবসে করিয়া থাকে বা করিতে ইচ্ছা করে, কেহ কেহ নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখার ন্যায় সেই সকল কর্ম্ম করিয়া বেড়ায়। তুমি বোধ হয় দিবসে এই ঘাটে সর্ব্বদা আসিয়া থাক, অথবা আসিতে বাঞ্ছা করিয়া থাক, তাই নিদ্রিতাবস্থাতেও এখানে আসিয়াছ। নিশিতে ডাকা আর কিছুই নহে।

এই কথা শুনিয়া বিধু অতি কাতর হইয়া বলিল, "যদি আপনার কথা সত্য হয়, তবে আমার পরমায়ু আর অল্পদিন, কেননা ঘুমন্ত এইপ্রকার বেড়াইতে বেড়াইতে আমি হয় কোনও দিন জলে ডুবে মরিব, না হয় ছাদ হইতে পড়িয়া মরিব। কিন্তু আজ আমায় আপনি প্রাণদান দিলেন, আপনি আমার বাপ—আপনি কে?"

অঃ পুঃ। পরে বলিব, আজ হইতে তুমি আমার কন্যা

হইলে। আমি আবধৌতিক মতে অনেকের এইপ্রকার পীড়া-শান্তি করিয়াছি, তোমাকেও আরোগ্য করিব, অদ্য রাত্রেই ঔষধ দিব, আমার সহিত আইস।

বিধু যাইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ইঁহা দেখিয়া অপরিচিত ব্যক্তি অতি দ্রুত গঙ্গাজলে নামিয়া বলিলেন "শুন বিধু, আমি এই গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া বলিতেছি যে, আজ হইতে তুমি আমার কন্যা হইলে, আমার দ্বারা তোমার কখনও কোনও অনিষ্ট হইবে না—বরং ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা, কেননা আমি তোমার রোগ আরোগ্য করিব। কিন্তু তুমি যদি আমায় পিতার ন্যায় জ্ঞান কর, তা হ'লে তুমিও এই গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শপথ কর যে, আমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবে ও যাহাতে আমার উপকার হয় তাহা করিবে।" তাহার জীবনরক্ষাকর্ত্তা অপরিচিতের কথায় বিধুর প্রথম হইতে বিশ্বাস জন্মিতেছিল; এক্ষণে তাঁহাকে শপথ করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। সেও গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া অপরিচিতের আদেশানুসারে শপথ করিল। তৎপরে অপরিচিতের আজ্ঞা-মত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল।

সেই গভীর রজনীতে কুঞ্জবাটিকার একটি কক্ষে দীপা-লোকে এক যুবা কি পড়িতেছিল। যখন বিধু নদীকূলে অপরিচিত পুরুষকে প্রথম দেখিয়া চীৎকার করিয়াছিল, সেই

চীৎকার শুনিয়া যুবা কক্ষ হইতে দ্রুত আসিয়া বাগানের কোনও স্থান হইতে লুক্কায়িতভাবে তাহাদিগকে দেখিতেছিল। যখন অপরিচিত এবং তৎপশ্চাতে বিধু নদীগর্ভ হইতে উপরে উঠিতে-ছিল, যুবা তাহাদিগকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল এবং মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল, "এ কি!—এর সহিত কুমুদিনীর দাসী কেন! কি অভিপ্রায়ে! এত রাত্রে কোথায় যাইতেছে!
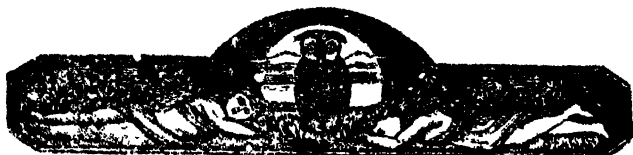
ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কাননে।

ত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া প্রায় তৃতীয় প্রহর—আকাশ তরল-মেঘাচ্ছন্ন হওয়াতে কাক-জ্যোৎস্না হইয়াছে, তজ্জন্য দূরের মানুষ লক্ষ্য হয় না। অপরিচিত পুরুষ এবং বিধু গ্রাম-প্রান্তে সেই নিবিড় অন্ধকারময় বনমধ্যে প্রবেশ করিল, কিঞ্চিৎ পরেই অলক্ষ্যে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই যুবা প্রবেশ করিল। বিজন এবং অগম্য বন দেখিয়া বিধু অতিশয় ভীতা হইয়া দাঁড়াইল, এবং বলিল, "কোথায় যাইব? আর আমি যাইব না।"

বৃক্ষের শাখাবিচ্ছেদে বনপ্রান্তে অদূরে তরঙ্গিণী নদী দেখা যাইতেছিল, সেই জ্যোৎস্নাময়ী তটিনীর নিকটে অপরিচিত পুরুষ বিধুকে লইয়া গিয়া আপনার গাত্রাচ্ছাদিত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বলিল,

"বিধু, এখন আমায় চেন ?"

বিধু স্তম্ভিত হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল; চিনিবে না কেন, চিনিল; কিন্তু চিনিয়া মুমূর্ষুবৎ হইল। যে রতিকান্তের নাম শুনিয়া তাহার হৃৎকম্প হইত, সেই রতিকান্ত তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া,—সেই গভীর যামিনীতে নির্জ্জন অন্ধকারময় বনমধ্যে একাকিনী সেই নৃশংসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া—বিধু ভয়ে বিহ্বল হইয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল। রতিকান্ত তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া অতি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,

"বিধু, তুমি আমাকে দেখিয়া ভয় পাইতেছ? আমার বেশ দেখিয়া বুঝিতেছ না যে, আমি দেবার্চ্চনায় এ শরীর অর্পণ করিয়াছি? আমার দ্বারা কি কোন অনিষ্ট আশঙ্কা করা উচিত? আমি কি কখনও কাহারও অনিষ্ট করিয়াছি?—রজনীকান্ত আমার পৈতৃক বিষয় ভোগ করিতেছিল, তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া ভৈরবীর সেবায় অর্পণ করিবার মানসে কেবল তাহারই সহিত বৈরভাব প্রকাশ করিয়াছিলাম; কিন্তু

শুনিয়াছ আর কাহারও আমি অনিষ্টচেষ্টা করিয়াছি? আর আমি অতিশয় পাষণ্ড হইলেও তোমার ভয় কি? তুমি না আমার কন্যা? ছিঃ! এ অবিশ্বাস তোমার অনুচিত। তোমার নিতান্তই যদি ভয় হইয়া থাকে, তবে চল তোমায় গৃহে রাখিয়া আসি; কিন্তু তোমাকে ঔষধ দিতে পারিব না, কেননা যে দেবীকে পূজা করিয়া ঔষধ দিব, রোগীকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে হইবে।"

ঈদৃশ তর্ক দ্বারা রতিকান্ত বিধুর ভয় অথবা অবিশ্বাস দূরীকৃত করিলেন। তৎপরে উভয়ে বনের নিবিড়াংশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দূরে একটি আলো দেখিতে পাইলেন। সেই আলো দেখিয়া বিধু বলিল, "আর কত দূর যাইব? আমার যে আবার প্রভাত না হইতেই বাড়ী ফিরে যাইতে হইবে।"

রতি। ঐ আলো আমার আশ্রমে জ্বলিতেছে, ঐ স্থানে তোমার ঔষধ আছে, আর ঐ স্থানে তুমি জানিতে পারিবে যে, আমার উপকারার্থে তোমায় কোন্ কর্ম্ম করিতে হইবে —তোমায় রাত্রি চারিটার মধ্যে বাটী রাখিয়া আসিব।

বিধু নিঃশব্দে রতিকান্তের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিঞ্চিৎ বিলম্বে এক বৃহৎ ও পুরাতন দেবমন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রতিকান্ত বলিলেন, "মন্দির-মধ্যে দেখিতেছি দেবীর

পূজার জন্য কেহ আসিয়াছে, তাহাকে বিদায় দিয়া তোমাকে লইয়া যাইব, তুমি আপাততঃ এই কুটীর-মধ্যে থাক।” এই বলিয়া মন্দির-পার্শ্বে একটি পর্ণকুটীরে বিধুকে রাখিয়া রতিকান্ত মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, পশ্চাৎ-অনুসারী যুবা এই অবকাশে মন্দিরের দ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। রতিকান্ত মন্দিরমধ্যে দুই ব্যক্তিকে দেখিলেন, এক ব্যক্তি শীতবসন দ্বারা সমুদায় মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া বসিয়া আছে। অপর ব্যক্তি আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত দেবনাথ মুখোপাধ্যায়—

রতিকান্ত মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া মুখাবৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

“আপনি কি স্থির করিয়াছেন ?”

উত্তর। আমি পূর্ব্বে যাহা আপনাকে বলিয়া গিয়াছিলাম, তাহাই স্থির—আপনার সহিত যদি কখনও বৈরভাব প্রকাশ করিয়া থাকি, তবে তাহা ভুলিয়া যাউন ; এক্ষণে আপনার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিলাম, আপনি যাহা করেন—কুমুদিনী ব্যতিরেকে আমার এ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা অতি কঠিন ; যাহাতে কুমুদিনীকে পাই, আপনি তাহা করুন ; এ উপকারের বিনিময়ে আপনি যাহা চাহিয়াছেন, তাহাই দিব।

রতি। আপনার সহিত আমার প্রথম যে দিবস দেখা, সেই দিবস হইতে আমি কুমুদিনীকে গোপনে ধরিয়া আনিতে লোক নিযুক্ত করিয়াছি—এ পর্য্যন্ত তাহারা সফল হয় নাই। এক দিবস ভুলক্রমে তাহার ভগ্নী বিনোদিনীকে ধরিয়াছিল। যাহা হউক, অতি শীঘ্র তাহারা সফল হইবে।

উ। আগামি কল্য তাহার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে, ইতিমধ্যে সফল হওয়া আবশ্যক।

র। আগামি কল্য রাত্রে আপনার সহিত তাহার বিবাহ দিব—এই মন্দিরমধ্যে দেবীর সম্মুখে বিবাহ হইবে—পুরোহিত প্রভৃতি সকল উপস্থিত থাকিবে, নিশ্চয় জানিবেন—কা'ল গায়ে হলুদ দিব, দিবসে একবার এখানে আসিবেন।

মুখাবৃত ব্যক্তি এই উৎসাহান্বিত বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া বিকৃতস্বরে বলিল, "আপনি যাহা চাহিয়াছেন তাহা এক্ষণে দিব, না সেই সময় দিব?"

র। এক্ষণে রাখুন, সেই সময় দিবেন; অগ্রে আপনার কার্য্যোদ্ধার করি, তবে পুরস্কার লইব।

এই কথোপকথন শেষ হইলে দেবনাথ মুখোপাধ্যায় বলিলেন,

"ভাই, আমি তোমার ভগ্নীপতি; আমি যে তোমার জন্য এত পরিশ্রম করিতেছি, আমাকে কি দিবে?

অপরিচিত বলিল, "মুখোপাধ্যায় মহাশয় কি চান?"

দেব। কি চাই? অর্দ্ধেক রাজ্য আর এক রাজকন্যা চাই—আর কিছু নয়। পরে হাসিয়া বলিলেন, "কি চাই, এর পর বলিব।" তৎপরে রতিকান্ত দেবনাথকে ও অপরিচিত যুবককে বিদায় দিলেন, এবং কিঞ্চিৎ বিলম্বে বিধুকে মন্দির-মধ্যে আনিলেন। বিধু দেবীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে বসিয়া একাগ্রচিত্তে সেই পাষাণময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিল। রতিকান্ত দেবীর নিকট বসিয়া কোশাকুশি ঠন্ ঠন্ করিতে লাগিলেন, ও মধ্যে মধ্যে মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন —তৎপরে উঠিয়া আসিয়া বিধুর হস্তে একটি রূপার মাদুলী দিয়া বলিলেন, "ইহা কণ্ঠে ধারণ করিবে এবং প্রত্যহ দেবীকে স্মরণ করিয়া ইহা ধুইয়া জল খাইবে—অস্ত হইতে সেই উৎকট রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।" বিধু উহা অতি যত্নে হস্তে লইয়া দেবীকে পুনরায় প্রণাম করিয়া, বসিয়া বলিল "আপনার জন্ম আমায় কি করিতে হইবে বলুন।"

রতিকান্ত সহসা উত্তর করিলেন না। কিঞ্চিৎ পরে বলিলেন, "বিধু, কুমুদিনীকে তুমি ভালবাস, না তাহার অনিষ্ট হইলে সুখী হও?"

বিধু চমকিয়া উঠিল। বলিল, "সে কি—সে আমার কি করিয়াছে যে, ভালবাসিব না!"

রতি। কিছু করে নাই—তবে তোমার গোপনীয় কথা কুমুদিনী ভিন্ন আর কেহ জানে না, সেই জন্য তুমি তাহাকে দেখিতে পার না।

বিধু। আপনি বড় অসঙ্গত কথা বলিতেছেন, আমি চলিলাম।

রতি। কিছু অসঙ্গত নহে। যখন তুমি রজনীর বাটীতে স্বর্ণপ্রভার সহিত বাস করিতে, তখন সেখানে যে কুকর্ম্ম করিয়াছিলে, তাহা কুমুদিনীর অগোচর নাই; ভৈরবীর সম্মুখে মিথ্যা কহিও না।

বিধু কোনও উত্তর না করিয়া মস্তক নত করিয়া রহিল। রতিকান্ত পুনরপি বলিলেন, "সে সকল কথা যাউক—কুমুদিনীকে আমি একজন দরিদ্রহস্তে সমর্পণ করিব, তুমি সাহায্য করিবে?"

বিধু। সে আপনার কি করিয়াছে যে, তাহার এত অনিষ্ট করিবেন?

রতি। তুমি ত সকলি জান—সে আমার ভ্রাতৃজায়া হইয়াও আমার মন্দ করিয়াছে—মনে পড়ে না কি? শরৎকুমার আমায় তাহার বিষয় দান করিতেছিল, কিন্তু কে তাহা রহিত করিয়াছিল।

বিধু নিরুত্তর হইয়া রহিল। তৎপরে রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছ?"

বিধু। কিরূপ সাহায্য ?

র। তুমি আগে দেবীর নিকট স্বীকার কর যে, সাহায্য করিবে ; তবে বলিব।

বিধু। স্বীকার করিলাম।

রতি। তবে শুন, আগামি কল্য তাহার বিবাহ হইবে, ইতিপূর্ব্বে তাহাকে এই স্থানে ধৃত করিয়া আনিয়া সেই দরিদ্র-সন্তানের সহিত তাহার বিবাহ দিব।

বিধু। কি প্রকারে ইতিমধ্যে ধৃত করিবেন ?

রতি। রাত্রি দুই প্রহরের সময় বিবাহ-লগ্ন—সন্ধ্যার পর তাহাকে তুমি একবার কোনও কৌশলে খিড়কীতে আনিবে—সে স্থানে আমার লোক থাকিবে—তাহারা ধৃত করিয়া আনিবে—মুখ বন্ধ করিয়া আনিবে, যেন চীৎকার করিতে না পারে—আর সম্মুখ অন্ধকার আছে, কি বল, তুমি সম্মত আছ ?

বিধু। আচ্ছা।

রতি। তুমি দেবীর নিকট স্বীকার করিলে ?

বিধু। করিলাম।

এই বলিয়া দুইজনে মন্দির হইতে নিক্রান্ত হইয়া গ্রামান্ত-মুখে চলিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই বিধু হরিনাথ বাবুর বাটীতে প্রবেশ করিল। যে যুবা তাঁহাদিগের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া-

ছিলেন, তিনিও বৃক্ষবাটিকাতে প্রবেশ করিলেন। পরদিবস প্রত্যূষে কুমুদিনী একখানি অপরিচিত হস্তাক্ষরে পত্র পাইলেন। তাহার অর্থ এই "অদ্য সন্ধ্যার পর খিড়কীর বাহির হইও না, বিশেষ বিপদ্।"

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিধবা সধবা হ'লো।

কুমুদিনীর বিবাহের দিন উপস্থিত। বিধবার বিবাহ; বড় সমারোহ নাই। বালিকা কন্যা নহে—বালক বর নহে—সুতরাং বাজনাবাদ্য, রোশেণা, রোসনাই, বরযাত্র কন্যাযাত্রের ছড়াছড়ি নাই; লুচি মণ্ডার ছড়াছড়ি নাই; উদ্‌যোগের বড় তাড়াতাড়ি নাই। বিশেষ বিধবার বিবাহ—হিন্দুয়ানি-ছাড়া কাণ্ড; যে বরযাত্র বা কন্যাযাত্র আসিবে, তাহারই জাতি যাইবে—লোকজনের বড় শব্দ নাই। সব চুপি চুপি, সব লুকাইয়া—চুপি চুপি বর বসিবার জন্য একটি ঘরে একটা বিছানা হইল; লুকাইয়া মালী একটা টোপর দিয়া গেল; লুকাইয়া

নাপিত ও পুরোহিত আসিয়া শুভলগ্নের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; লুকাইয়া স্ত্রী-আচারের উদ্যোগ হইতে লাগিল। কিন্তু স্ত্রী-আচারে কতকগুলা মেয়ে দল বাঁধিয়া উদু দিতে, কাজে গোল বাধা বেঁধবার না বাঁধিলে সকল শাশুড়ীর মন উঠে না। অন্ততঃ সাতটি এয়ো চাই—নহিলে বরণ হয় না। বিধবার বিবাহ—কেই বা আসে! কেহ আসিতে চাহে না; হরিনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী দেখিলেন, সাতটি এয়ো জুটে নাই। তাঁহার মনটা চটিয়া জলিয়া পুড়িয়া উঠিল। বলিলেন, "পাড়ার মাগী-দের জ্যাক্রা দেখে আর বাঁচি না। যা ত বিনোদিনি—মাগী-দের ডেকে আন্‌গে ত। মাগীরে সে দিন কায়েতের ছেলের ভাতে লুচি মোণ্ডা মেরে এলো, আর আমার মেয়ের বিয়েতে আ'সতে পারে না। যা দেখি—প্যারীর মা, রামের দিদি, কানায়ের বউ, গিরিশের শালী, সবাইকে ডাক্ দিয়া। না আসে ত যা হবার তা হবে।"

বিনোদিনী একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। জ্যেঠাইমার কথা না শুনিলে নয়। বলিল, "রা'ত হয়েছে, একলা যাব কেমন ক'রে?"

গৃহিণী বলিলেন, "কেন, বিধু সঙ্গে যাক্ না।"

অগত্যা বিনোদিনী চলিল। অগত্যা বিধু সঙ্গে চলিল। উভয়ে খিড়কীর দ্বার দিয়া নিস্ক্রান্ত হইল।

রাত্রি অধিক হইল, তথাপি বিধু কি বিনোদিনী ফিরিল না, অথবা সাতটা এয়োর একটা জুটিল না; ও দিকে বরও এলো না; কি হবে, কুমুদিনীর মা ঘর আর বা'র করিতে লাগিলেন। শেষে বিধু ফিরিল। তাহাকে দেখিয়া কর্ত্রী চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"হ্যাঁরে বিধি, বিনোদ কই?"

বি। ওমা সে কি! বিনোদ আসেনি? সে যে খানিক দূর গিয়ে আমায় ব'ল্লে, বিধু তুই সবাইকে ডেকে আন্‌গে, আমি বাড়ী ফিরে যাই।

কর্ত্রী। কই সে ত আসেনি। "হাঁরে বিনোদ ঘরে এয়েছে?" বলিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সকলেই বলিল "না, আসেনি।"

এই কথা শুনিয়া কর্ত্রী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মেয়ের বিবাহ ও সাত জন এয়োর কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। বিনোদিনী বয়ঃস্থা। বয়ঃস্থা কন্যাকে রাত্রে খুঁজে পাওয়া যাইতেছে না, শুনে দশে দশ কথা বলিবে, সেই ভয়ে চুপি চুপি অনুসন্ধান হইতে লাগিল। যেমন কুমুদিনীর বিবাহ-উদযোগ চুপি চুপি হইতেছিল, তেমনি বিনোদিনীর অনুসন্ধানও চুপি চুপি হইতে লাগিল। কিন্তু বিনোদিনীকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। এদিকে অধিক রাত্রি হইল,

তথাপি বর আসিতেছে না, লগ্ন ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা ; ইহাও মহাবিপদ্। হরিনাথ বাবু ভাবিলেন, বিধবাবিবাহ কি জগদীশ্বরের মনোমত নহে ; যাহা হউক সন্ন্যাস আশ্রম ত্যাগ করিয়া তিনি কি কুকাজ করিয়াছেন !

সেই রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় এক যুবা আপাদ-মস্তক একখানি বহুমূল্যের কাশ্মীরি শালের দ্বারা আবৃত করিয়া একটি মাত্র পরিচারক সমভিব্যাহারে গঙ্গাতীরের বৃক্ষ-বাটিকা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং বরাবর হরিনাথ বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র হরিনাথ বাবু বর বলিয়া চিনিলেন, এবং হস্ত ধরিয়া বরাসনে বসাইলেন। বর আসিলে একটি শঙ্খের ধ্বনি হইল, হলু-হলু ধ্বনি হইল না।

রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর হইল, তথাপি সম্প্রদানের কোনও উদ্‌যোগ না দেখিয়া হরিনাথ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রকে বর ডাকিয়া বলিলেন, "লগ্ন অতীত হইয়া যায়, সম্প্রদানের আর বিলম্ব কি ?" ভ্রাতুষ্পুত্র উত্তর করিল—"মহাশয়, আপনার নিকট গোপন করা উচিত নয়, আমার একটি ভগ্নীকে সন্ধ্যা হইতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, সেই জন্য আমরা সকলে বড় কাতর আছি।" বর উত্তর করিলেন, "বিনোদিনীকে পাচ্চেন না—তাঁর বুঝি আজ বিয়ে—এতক্ষণ হয় ত হয়ে গিয়াছে, আর

সুপাত্রে প'ড়েছেন, আপনারা ব্যস্ত হইবেন না। এ' প্রবীর সম্প্রদানের আর বিলম্ব করিবেন না।" এ কথায় আমার জামাতায় হরিনাথ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল।

অনতিবিলম্বে হরিনাথ বাবু বরকে সম্প্রদানের স্থানে লইয়া গেলেন। বিধুর আহ্বানেই হউক আর বিধবার বিয়ে দেখিবার জন্যই হউক, এখন সাতটি এয়ো জুটিয়াছে, সুতরাং কর্ত্রীর একবার সাধ হইল যে, স্ত্রী-আচারটা হয়। বর স্ত্রী-আচার-স্থানে দাঁড়াইল, কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত দেখিয়া সকলে জ্ব'লে পুড়ে উঠিল, কতপ্রকার তামাসা করিল, বর তবু মুখ খুলিল না। আকার ইঙ্গিতে বরকে সুন্দর পুরুষ বলিয়া বোধ হইল; কিন্তু চোকটি কেমন, নাকটি কেমন, বর্ণ কেমন, এ না দেখিলে স্ত্রীলোকদের মন উঠে না। একজন —সম্বন্ধে শ্যালী—পশ্চাৎ হইতে বলিল, "ভাই তোমার খোল-সটা ছাড় না, একবার তোমায় দেখি—" বর খোলস ছাড়িল না; কিন্তু পুরুষের চাতুরী অধিকক্ষণ খাটে না; পশ্চাৎ হইতে সেই যুবতী তাহার শাল ধরিয়া এমত টান দিল যে, শাল তাহার গাত্র হইতে খুলিয়া গেল। বর অনাবৃত হইল; এখন বরের মুখ ও শরীর সম্পূর্ণরূপে সকলে দেখিতে পাইল, কিন্তু দেখিবামাত্র সকলে স্তম্ভিত ও নিস্পন্দ হইল। অকস্মাৎ কিরূপ

ভর্ত্তার হস্তে ন্যস্ত হইতেছে এই বাসনায় কুমুদিনী একটি গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া বরকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। যখন বর অনাবৃত হইল, তখন তাহাকে তাঁহার রজনীকান্ত বলিয়া চিনিতে পারিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। সম্মুখে বিধু অতি ম্রিয়মাণা হইয়া বরকে দেখিতেছিল, নিকটস্থ একটি পাত্রে বাটা হলুদ দেখিতে পাইয়া কুমুদিনী সেই অগ্রহায়ণ মাসের শীতে হঠাৎ যাইয়া বিধুর মুখে এবং গায়ে মাখাইতে লাগিল। এবং বলিল, "পোড়ার মুখি, আমার বর দেখে কি তোর হিংসা হয়েছে, আয় আজ তোরও এই সঙ্গে বিয়ে দেবো—" এদিকে রজনীকান্তকে দেখিয়া কুমুদিনীর মাতা "আমার সোণার চাঁদকে আবার ফিরে পেলুম" বলিয়া দাড়ি ধরিয়া চুম খাইলেন। তার পর কন্যাসম্প্রদান হইল। কুমুদিনী আবার সধবা হইলেন, কিন্তু তাঁহার চির-বাঞ্ছনীয় চিরহৃদয়-বিহারিণী প্রতিমা রজনীর সহিত কি মিলন হইল? না, এখন না; বিনোদিনী যে কোথায়, তাহা রজনী ভিন্ন আর কেহ জানিতেন না, সুতরাং বিবাহের পর রজনীকান্ত বিনোদিনীর উদ্দেশে চলিলেন। কুমুদিনী কাঁদিতে লাগিল।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

"তুমি তবে কে? বিনোদিনী?"

যখন বিবাহ-রাত্রে বিনোদিনী বিধুর সঙ্গে এয়ো ডাকিতে খিড়কীর দ্বার দিয়া নিক্রান্ত হইলেন, তখন সেইখানে রতিকান্তপ্রেরিত নৃশংসেরা অপেক্ষা করিতেছিল। বিধুকে এবং তার সঙ্গে একটি যুবতীকে দেখিয়া তাহারা অগ্রসর হইল এবং বলপূর্ব্বক বিনোদিনীর মুখ বন্ধ করিয়া তাঁহাকে লইয়া চলিল। বিনোদিনী প্রথমতঃ অচেতনপ্রায় হইয়াছিলেন; যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলেন, এক নিবিড় বনমধ্যে এক-ব্যক্তি তাঁহাকে লইয়া ছুটিতেছে। বিনোদিনীর প্রথমতঃ মনো-মধ্যে ভয়সঞ্চার হইল, দুষ্টেরা কি অভিপ্রায়ে এবং কোথায়

তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে সেই ব্যক্তি কাননমধ্যে এক মন্দিরের নিকট তাঁহাকে নামাইয়া উহার ভিতর প্রবেশ করিতে বলিল। বিনোদিনী দস্যুহস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ঘোমটা দিয়া মুখ ঢাকিয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মধ্যস্থলে পাষাণময়ী এক কালীমূর্ত্তি, তৎসম্মুখে পিত্তলের ছেপায়ায় একটী শালগ্রামশিলা, তাঁহার সম্মুখে দুইখানি আসন, এবং তাহার পার্শ্বে একস্থানে একটি তাম্রপাত্রে কতকগুলি ফুল ও চন্দন ও অন্যান্য দ্রব্যাদি রহিয়াছে, ও মন্দিরের এক পার্শ্বে দুই তিন ব্যক্তি বসিয়াছে। তন্মধ্যে একজন তাঁহার নিকট আসিয়া মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে, ভূমিতে দৃষ্টি করিতে করিতে, কতক কথা বলিতে পারিল, কতক পারিল না। তাহার মর্ম্ম এই যে, "তোমায় বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনাতে তুমি রাগ করিও না। তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী না হইলে আমার এ জীবন বৃথা, এবং সেই জন্য তোমায় ধরিয়া আনাইয়াছি। সে জন্য তোমার নিকট অপরাধী হইয়াছি বটে, কিন্তু একণে ক্ষমা কর—তোমার দাস আমি, আমায় বিয়ে কর। এ জীবন তোমায় দিলুমি।" বিনোদিনী আস্তে আস্তে বক্তার প্রতি মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন যে, বক্তা শরৎকুমার। ভাবিলেন, শরৎকুমার হবে পাগল হ'ল—কই আমি

ত শুনি নাই—বোধ হয় অনেক দিন হইতে সূচনা হইয়াছে—যখন বিষয় দান করিয়াছিল, বোধ হয় সেই সময় হইতে। বিনোদিনীর মনে মনে বড় দুঃখ হইল, ভাবিলেন ইহাকে কোনও কৌশলে বাড়ী লইয়া যাইতে হইবে। এই ভাবিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "আচ্ছা তোমার জীবন গ্রহণ করিলাম, কিন্তু বাড়ী গিয়া গ্রহণ করিব। এখানে গ্রহণ করিতে পারিব না, এস বাড়ী যাই।"

শ। বাড়ী গেলে কি আমার সহিত তোমার বিয়ে দিবে? আজ যে তোমার অন্যের সহিত বিয়ে হবে।

বি। সে আমার দিদির—কুমুদিনীর বিয়ে। এতক্ষণ হয় ত হয়ে গেছে।

এই কথায় শরৎকুমারের মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। শরৎকুমার বলিলেন,

"তুমি তবে কে? বিনোদিনী?"

বিনোদিনী বলিল, "হাঁ আমি বিনোদিনী। চিনিতে পারিতেছ না কি?

বিনোদিনী তখন বুঝিল, তাঁহাকে কুমুদিনী ভাবিয়া শরৎকুমার কথা কহিতেছিল—কেননা কুমুদিনীরই আজ বিয়ে। কুমুদিনীতে শরৎকুমার যে অতিশয় অনুরক্ত, বিনোদিনী তখন এই পর্য্যন্ত বুঝিলেন, এবং তাঁহাকে কুমুদিনী ভাবিয়াই শরৎ-

কুমার বিবাহ করিতে চাহিতেছে। কিন্তু আর কিছুই ত বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন,

"তোমার পাগলামি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি বিনোদিনীকে কুমুদিনী ভাবিয়া বিবাহ করিতে চাহিতেছ, এইটুকু বুঝিতেছি। কিন্তু দিদিকে ত আজ তুমি ত ঘরে বসিয়া পাইতে। কোথায় বর সাজিয়া আমাদের বাড়ী গিয়া বিবাহ করিবে—না কোথায় ডাকাতি করিয়া আমাকে ধরিয়া আনিলে।

শ। আমি তোমাকে ধরিতে পাঠাই নাই; কুমুদিনীকে আনিতে পাঠাইয়াছিলাম।

বি। তাই বা কেন? সেও ত তোমারই জন্য ছিল। ধর পাকড় টানাটানি কেন?

শরৎকুমার অতি নৈরাশ্যব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "সে যদি আমারই জন্য থাকিত, তা হ'লে আমার এ অধঃপতন কেন?"

যে স্বরে শরৎকুমার এই কথা বলিলেন, তাহাতে বিনোদিনীর অন্তঃকরণে দয়া জন্মিল। বলিলেন, "তোমার অধঃপতন যে হইয়াছে, তাহা বুঝিতেছি; কিন্তু তুমি যে ঘরে ব'সে দিদিকে পাইতে না, তাহা বুঝিতেছি না।"

শরৎকুমার উত্তর করিলেন না। অনেক ক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তৎপরে হঠাৎ বলিলেন,

"বিনোদিনি, তোমার ভগিনীর মন কখনও তুমি জানিতে পারিয়াছ ?"

বি। পেরেছি,—কেন ?

শ। বল দেখি তবে, কুমুদিনী কাহাকে বিবাহ করিলে সুখী হইবে ?

বি। রজনীকান্তকে।

শ। সেই রজনীকান্ত আজ তাহাকে ঘরে ব'সে পাবে অথবা এতক্ষণ পাইয়াছে—কামি ত নয়।

এবার বিনোদিনীর মাথায় বজ্রাঘাত হইল। কোনও উত্তর না দিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। উভয়েই অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তৎপরে বিনোদিনী বলিলেন,

"এখন আপনার ভ্রম ভাঙ্গিয়াছে। আমায় আর আবশ্যক কি ? আমায় বাড়ী পাঠাইয়া দিন।"

শ। চল। আমার সহিত একা এই রাত্রিকালে যাইতে সঙ্কোচ করিবে না ?

সরলা বিনোদিনী উত্তর করিলেন,

"কেন ? কি জন্য ?"

শরৎ বলিলেন, "তবে চল।" এই বলিয়া উভয়ে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিতে না করিতেই পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইতে বলিল। উভয়ে দাঁড়া-

ইলেন, এবং দেখিলেন যে, রতিকান্ত অতি দ্রুতপদে তাঁহা-দিগের দিকে আসিতেছে। নিকটবর্ত্তী হইয়া শরৎকে বলিলেন, "ভাই তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে, এখন আমার মনস্কামনা সিদ্ধ কর।"

শ। আমার মনস্কামনা কি প্রকারে সিদ্ধ হইল?

রতিকান্ত ভ্রুভঙ্গি করিয়া চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিলেন,

"আমার সহিত অসৎ ব্যবহার করিও না, আমি উহার প্রতিশোধ করিতে জানি।"

শ। আমি ত কোনও অসৎ ব্যবহার করি নাই—

রতিকান্ত অতিবেগে তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "তোমার সহিত কি কথা ছিল? কুমুদিনীকে ধ'রে এনে দিলে তাহার পুরস্কার-স্বরূপ তুমি আমার সমুদায় বিষয় আমাকে দান করিবে। কৈ দানপত্র কৈ?" এই বলিয়া দানপত্র তাঁহার বসনের ভিতরে বলপূর্ব্বক খুঁজিতে লাগিল, ইত্যবসরে শরৎকুমারের বসনচ্যুত হইয়া একখানি কাগজ পড়িল, রতিকান্ত কি শরৎকুমার তাহা দেখিতে পাইল না। বিনোদিনী তাহা দেখিতে পাইয়া পদ দ্বারা চাপিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রতিকান্ত ও শরৎকুমার উভয়ে ক্রোধে হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন। রতিকান্ত বলপূর্ব্বক দানপত্র কাড়িয়া লইবার জন্য ব্যস্ত, শরৎকুমার উহা নিবারণ করিতে চেষ্টিত। বিনোদিনী

এই অবকাশে কাগজ খানি যত্নে অঞ্চলে বাঁধিলেন। ইতি-মধ্যে পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি দ্রুত আসিয়া রতিকান্ত ও শরৎকুমারকে পৃথক্ করিয়া দিয়া ভ্রূভঙ্গি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিনোদিনী কোথায়?" রতিকান্ত এবং শরৎকুমার আগন্তুককে রজনীকান্ত বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহাদিগের চিরশত্রু বিবেচনায় অতি বেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। রজনী-কান্ত কিছুক্ষণ আত্মরক্ষা করিলেন, কিন্তু শত্রুদিগের অপেক্ষা আপনাকে হীনবল দেখিয়া পশ্চাৎ হটিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কিছু দূর আসিতে লাগিলেন, পশ্চাতে এক বৃহৎ গহ্বর ছিল, তাহাতে ভগ্ন মন্দিরের ইট ও বন্যলতা ও কাঁটা ছিল; অন্ধকারে পশ্চাৎ হটিতে হটিতে ঐ গহ্বরমধ্যে পতিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ অচেতন হইলেন।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

"আর একবার এসো।"

যখন রজনীকান্ত চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, তখন দেখিলেন যে, তিনি একটি মৃত্তিকানির্ম্মিত কুটীরে একখানি জীর্ণ তক্তাপোষে শয়ন করিয়া আছেন। পূর্ব্বদিকের গবাক্ষ দিয়া উষার মুকুট-জ্যোতিতে কুটীরের অন্ধকার অপেক্ষাকৃত অপনীত হইয়াছে, মন্দান্দোলিত বৃক্ষশাখায় পক্ষিগণ কূজন করিতেছে, পশ্চিম দিকের গবাক্ষও মুক্ত রহিয়াছে। তন্মধ্য দিয়া এক বিস্তীর্ণ বহুজলপূর্ণ বিল দেখা যাইতেছে, জলচর বিহঙ্গমকুল নিঃশব্দে তাহার বক্ষে বিচরণ করিতেছে। উষার সুমন্দ বায়ু সরসী-রুহগণকে দোলাইয়া এবং বিস্তৃত তড়াগবক্ষে অস্ফুট অসংখ্য বীচিমালা প্রক্ষিপ্ত করিয়া, গবাক্ষ দিয়া কুটীরমধ্যে প্রবেশ

করিতেছে। কুটীরমধ্যে নিঃশব্দ; যেন কেহই নাই। কেবল অপরপার্শ্বে একটি ইতরজাতীয় বৃদ্ধ স্ত্রীলোক নিদ্রিত আছে, তাহার নাসিকাগর্জ্জন শুনা যাইতেছে। রজনীকান্ত চক্ষুরুন্মীলন করিয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিলেন। দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক তাঁহার শিয়রে নীরবে বসিয়া তাঁহার অঙ্গের ক্ষত স্থলে সাবধানে ঔষধ লেপন করিতেছে। রজনী পাশ ফিরিয়া তাহাকে দেখিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি তিলার্দ্ধ সরিতে পারিলেন না; সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা। রমণী রজনীর উদ্যম দেখিয়া অতি মধুর এবং অস্ফুট স্বরে বলিল, "স্থির থাক, চঞ্চল হইও না।" কিন্তু রজনী তাহা শুনিলেন না; সবলে পাশ ফিরিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তখনি ক্ষত হইতে দরবিগলিত রক্তধারা পড়িতে লাগিল, ক্রমে চেতনারহিত হইলেন। সেই দিবস বেলা দুইপ্রহরের সময় রজনীর অতিশয় জ্বর হইল, জ্বরে জ্ঞানশূন্য হইলেন। মধ্যে মধ্যে এক একবার চৈতন্য হইতেছে এবং রমণীর প্রতি চাহিয়া বলিতেছেন, "বিনোদিনি! তুমি এখানে কেন? বাড়ী যাও।" এমত অবস্থায় এক দিন এক রাত্র গেল। দ্বিতীয় দিনে অনেক দূর হইতে একটি কবিরাজ আসিলেন। কবিরাজ মহাশয় রজনীর নাড়ী টিপিবামাত্র মুখ গম্ভীর করিয়া এবং দুই ওষ্ঠ লম্বিত করিয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন। যে রমণী রজনীর শিয়রে বসিয়া অনুদিন তাঁহার

শুশ্রূষা করিতেছিলেন, তিনি উহা দেখিয়া ভয়সূচক স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গা! বড় জ্বর কি?" ভিষকের দৃষ্টি ভাল নহে, এইজন্য কুটীরপ্রবেশ করিবামাত্র তাঁহাকে ভালরূপে দেখিতে পায় নাই, এখন ভালরূপে দৃষ্টি করিতে লাগিল। দেখিল একটি স্ত্রীলোক নীলাম্বরে বালেন্দুজ্যোতির ন্যায় কুটীর আলো করিয়া রহিয়াছে। কবিরাজ মহাশয় সেই ভুবনমোহিনী সুন্দরীকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার ঠোঁট দুখানি আরও ঝুলিয়া পড়িল, গোল নয়নদ্বয় আরও গোল হইল, দন্তপাটিদ্বয় পৃথক্ হইয়া গেল, এবং মুখ-গহ্বরের সৌন্দর্য্য নরলোকের দৃষ্টিগোচর হইল। রমণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড় জ্বর কি গা?" ভিষক্ উত্তর করিল, "হাঁ জ্বর হইয়াছে, মারা যাবে, আমিই মেরে দিব।" সুন্দরী চমকিত নেত্রে ভিষকের প্রতি চাহিয়া রহিলেন কিছু বুঝিতে পারিলেন না। ভিষক্ পুনরপি বলিল, "জ্বর হইয়াছে, মারা যাবে, আমিই মেরে দিব।" সুন্দরী অতি কঠিন স্বরে বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন, আমি বুঝিতেছি না।" ভিষক্ অতিতীব্র দৃষ্টিতে যুবতীর প্রতি চাহিয়া রহিল, কোনও উত্তর করিল না—কিন্তু যুবতীর বিরক্তিব্যঞ্জক ভঙ্গি দেখিয়া ভীত হইয়া উত্তর করিল "জ্বর হইয়াছে বটে, মারা যাবে, আমিই মেরে দিব।" সুন্দরী কিছু বুঝিতে না পারিয়া কুটীর-অধিকারিণী

তারার মাকে কহিলেন, "হাঁ গা! কেমন বৈদ্য আনিলে—কি কথা বলিতেছে!" তারার মা বলিল, "ঠাকুরুণ ভয় পেও না, বে জ্বর হইয়াছে, ও জ্বর মারা যাবে, ঐ বড়ি সেরে দিবে।" যুবতী তখন বুঝিতে পারিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইলেন। তৎপরে কবিরাজ গুটি কতক বড়ি দিয়া গেল। যুবতী সেই বড়ি সেবন করাইতে লাগিলেন; সে ঔষধে কিছুই হইল না, জ্বর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যুবতী অবশিষ্ট অলঙ্কার খানি তারার মার হাতে দিয়া বলিলেন, এ দেশের মধ্যে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিরাজ, তাঁহাকে আন। সপ্তম দিবসের প্রাতে সেই কবিরাজ আসিলেন; আসিয়া অনেকক্ষণ রজনীর নাড়ী টিপিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়ী ধরিয়া রহিলেন। কবিরাজের মুখ ক্রমশঃ পাণ্ডুবর্ণ হইতে লাগিল। অর্দ্ধঘণ্টা এই প্রকারে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "বিকার সম্পূর্ণ—অদ্য রাত্রে দুই প্রহরে জ্বরত্যাগের সময় মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা; যদি সেই সময় শুধরাইয়া যান, তবে বাঁচিবেন—ইতিমধ্যে এই তিনটি বড়ি খাওয়াইবেন—ইহাতে রক্ষা হইতে পারে। আমি পুনরায় বৈকালে আসিব।" এই বলিয়া কবিরাজ অন্তর্হিত হইলেন। কোনও প্রকারে সে দিন কাটিল। রজনীকান্ত মধ্যে মধ্যে এক একবার নয়ন উন্মীলন করিতেছেন আর যুবতীর প্রতি চাহিতেছেন, যেন

কি বলিবেন আর বলিতে পারিতেছেন না। যুবতী আপ-নার উরূপরি তাঁহার মস্তক রাখিয়া অবিরত নয়নবারি বর্ষণ করিতেছেন। যখন রজনীকান্ত প্রকৃতিস্থ হইয়া তাঁহার প্রতি চাহিতেছেন, যুবতীর অমনি হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, এবং কাঁদিয়া উঠিতেছেন। ক্রমে দিনমণি অস্তে গেল—সন্ধ্যা হইল, যুবতীর যদি প্রাণ দিলেও সূর্য্যদেবের গতি রহিত হইত, তাহাই তিনি করিতেন—কিন্তু তাহা হইল না—সূর্য্যদেব অস্তে গেলেন। সেই বিস্তৃত বিলের চতুষ্পার্শ্বস্থ বনরাজির অগ্রভাগ সোণার বর্ণে রঞ্জিত হইল, ক্রমে ক্রমে তাহাও অন্তর্হিত হইল, কোমল নীলাকাশে দুই একটি তারা উঠিল, দেখিতে দেখিতে রাত্রি হইল—কিন্তু রাত্রিকালে আর এক বিপদ্ উপস্থিত হইল—কুটীরাধিকারিণী তারার মা কোন মতেই রাত্রিতে রজনীকান্তকে তাহার কুটীরমধ্যে মরিতে দিবে না। যুবতীকে বলিল, "আমি দুঃখী লোক, কাট কুড়াইয়া গুজরান করি, আমার এই এক বৈ দুই কুঁড়ে নাই। এ কুঁড়ের মধ্যে যদি তোমার বাবু মরে, তবে আমি কি আর ভূতের দৌরাত্ম্যে বাস করিতে পারব—" যুবতী ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, "ওগো আমায় এ বিপদে নিরাশ্রয় ক'রো না, তুমি আজ আমায় যদি আশ্রয় দাও, তবে কা'ল তোমার এ কুঁড়ে কোটা করিয়া দিব।" যুবতীর অঙ্গে আর কোনও আভরণ নাই দেখিয়া তারার মা

সে কথা বিশ্বাস করিল না। অকাতরে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিল। তারার মার সাহায্যে যুবতী রজনীকে বুকে করিয়া কুটীরের সন্নিকটে সেই বিস্তৃত অন্ধকারময় বিলের ধারে একটি বৃক্ষমূলে একটি মাদুর পাতিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শয়ন করাইলেন। অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া রজনীর জন্য যে গাত্রবসন কিনিয়াছিলেন, তদ্দারা রজনীর দেহ আবৃত করিয়া তাঁহার মস্তক নিজ ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন, নিকটে একটি দীপালোক রাখিলেন। রাত্রি অধিক হইল, আজ রাত্রিতে আকাশে চাঁদ উঠিল না, কিন্তু নীলাম্বরে অসংখ্য তারা উঠিল, এবং বিলের স্বচ্ছ বারিতে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল। তখন গাঢ়, অনন্ত, সর্ব্বাবরণকারী অন্ধকারে পৃথিবী আবৃত হইল, কিছুই দেখা যায় না, কেবল সেই বহুদূরব্যাপী বিস্তৃত বিলের জল নক্ষত্রালোকে প্রতিবিম্বিত হইয়া চিক্‌মিক্ করিতেছিল, আর উভয় অপর পার্শ্বে বহুদূরে অন্ধকারময় বনরাজির মধ্য হইতে কোনও কুটীরের দীপালোক প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। সেই তড়াগকূলে, অন্ধকারে, নিরাশ্রয়ে, যুবতী রজনীকে ক্রোড়ে লইয়া একাকিনী বসিয়া কাঁদিতেছেন, অবিশ্রান্ত নয়নবারি পড়িতেছে, কতপ্রকার রাত্রিচর হিংস্র জন্তু সেই স্থানে আসিতেছে এবং দূর হইতে কতপ্রকার ভীষণ রব করিতেছে! বিলের মধ্য এবং চতুষ্পার্শ্ব হইতে কতপ্রকার শব্দ হইতেছে,

মাথার উপরি বৃক্ষের ডালপালা নড়িতেছে এবং ক্ষীণ দীপালোকে বৃক্ষতলে নানারঙ্গে খেলিতেছে, কিন্তু কিছুতেই রমণী ভীতা হইতেছেন না। বিধাতা আজ যে ভয়ে তাঁহাকে ভীতা করিয়াছেন, তাঁর কি আর কোনও ভয় আছে? রমণী ঘন ঘন নাড়ী টিপিতেছেন, সাত দিন সাত রাত রজনীর নাড়ী টিপিয়া নাড়ী চিনিয়াছিলেন; নাড়ী ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতেছে। গাত্রে হস্ত দিলেন, দেখিলেন, অনবরত ঘামিতেছে, কবিরাজ একপ্রকার ইংরাজি আরোক সেই সময়ে খাওয়াইতে দিয়া গিয়াছিল, তাহা খাওয়াইলেন, আবার গায়ে হাত দিলেন। অবিশ্রান্ত ঘামিতেছে, রমণী ভাবিলেন আর কি! সময় উপস্থিত —কত রাত্রি হইয়াছে? একবার আকাশ পানে চাহিলেন। আজ আকাশে চাঁদ উঠে নাই—চারিদিক্ অন্ধকার—অন্ধকারে ভীম তরু সকল যেন যমদূতের ন্যায় রজনীকে রমণীর ক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইবার মানসে দাঁড়াইয়া আছে। রমণী রজনীকে হৃদয়ে চাপিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আজ হইতে আকাশে আর চাঁদ উঠিবে না—আর চাঁদ উঠিবে না, আর তারা জ্বলিবে না,—কেবল অন্ধকার—অন্ধকার—অন্ধকার—চিরকাল অন্ধকার—হাঁ মা—অন্ধকারে কি মানুষ থাকিতে পারে?" বলিতে বলিতে তাঁহার আর্ত্তনাদ বন্ধ হইল, রজনী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে পাশ ফিরিলেন,

এবং রমণীর হস্ত ধরিয়া অতি মৃদু স্বরে বলিলেন, "বিনোদিনি, ভয় কি? আমি মরিব না—আর ভয় নাই—তুমি অমন ক'রে কেঁদো না—বড় তৃষ্ণা—" বিনোদিনী চক্ষের জল মুছিয়া রজনীকে ক্রোড় হইতে উপাধানে রাখিয়া অল্প অল্প করিয়া তাঁহাকে দুদ খাওয়াইতে লাগিলেন. অল্পক্ষণের মধ্যে রজনী ভালরূপে কথা কহিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনোদিনি! আমরা এখানে কেন?"

বি। তোমার কি কিছু মনে পড়ে না—বিবাহ রাত্রে তুমি যখন সেই বনে পড়িয়া অজ্ঞান হইলে, রতিকান্ত ও শরৎকুমার সেই অবস্থায় তোমাকে এবং সেই সঙ্গে মুখ বন্ধ করিয়া আমাকে এক নৌকায় তুলিল, এবং এক খাল দিয়া এই বিলে আসিয়া এই স্থানে উঠিল, এবং আমাদের বরাবর সঙ্গে লইয়া যাইত, কিন্তু উপরে উঠিয়া নিভৃতে শরৎকুমারকে আমি তাহার কৃত দানপত্র তাহাকে দিয়া কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছিলাম, এমত সময়ে রতিকান্ত উহা দেখিতে পাইয়া কাড়িয়া লইবার মানসে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল, দৌড়িতে দৌড়িতে উভয়ে অদৃশ্য হইল, আর আসিল না, আমরা এই কুটীরে আশ্রয় লইলাম।

র। তোমার অলঙ্কার সকল কোথায়?

বিনোদিনী কোনও উত্তর করিল না—মস্তক নত করিয়া রহিল।

র। বুঝেছি, সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া আমায় বাঁচাইয়াছ।

এই বলিতে বলিতে রজনীর চক্ষে দুই এক বিন্দু বারি পড়িল। পুনরায় বলিলেন, "সুবর্ণপুরে সংবাদ পাঠাও নাই কেন?"

বি। লোক পাই নাই, কুটীরবাসিনী তাহার মা অনেক খুঁজিয়াছিল, তবু পায় নাই।

র। এখান হইতে সুবর্ণপুর কত দূর?

বি। প্রায় এক দিনের পথ।

র। কা'ল কবিরাজ আস্‌বে?

বি। আস্‌বে।

এই কথোপকথনের পর রজনী কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল হইয়া নিদ্রা গেলেন। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে বলিলেন,

"বিনোদিনি, আমি এখন একটু ঘুমাই, তাহাতে ভয় পাইও না। আমি ভাল হইয়াছি।"

এখন রজনী রতন পাইয়াছে। এখন বিনোদিনীর সেরূপ দারুণ মনঃপীড়া নাই। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আর এক যন্ত্রণা উপস্থিত—সে যন্ত্রণা লজ্জা—লজ্জা এই যে, রজনীকে মৃতপ্রায় ভাবিয়া কত কথা বলিয়াছেন—কত আদর করিয়াছেন, রজনী ত শুনিয়াছে—ছি ছি কি লজ্জা—লজ্জায় বিনোদিনী রজনীর শিয়র হইতে সরিয়া বসিলেন—লজ্জায় রজনীর

নিদ্রিত মুখমণ্ডল হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন—আকাশ-প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন—দেখিলেন পূর্ব্বদিকে একটি বড় উজ্জ্বল তারা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে—ভাবিলেন শুকতারা উঠিয়াছে—আর রাত নাই—এখনি ফরসা হবে, তিনি কেমন করিয়া রজনীকে মুখ দেখাইবেন? কিঞ্চিৎ বিলম্বে পূর্ব্বদিক্ ফরসা হইল, বিহঙ্গকুল কলরব করিয়া উঠিল, বিলের বক্ষ হইতে অন্ধকার অন্তর্হিত হইল, দূরপ্রান্তে বনরাজি সকল স্পষ্ট লক্ষ্য হইতে লাগিল। রজনীকান্তের নিদ্রা ভাঙ্গিল, তারার মা কুটীরের আগড় খুলিয়া তাঁহাকে জীবিত দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিল, এবং পুনরায় কুটীরমধ্যে যাইতে অনুরোধ করিল। অনুরোধের আবশ্যক ছিল না, আগড় খুলিবামাত্র বিনোদিনী কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া তক্তপোষে বিছানা করিলেন, এবং পরক্ষণেই রজনীকান্তকে সেইখানে লইয়া শয়ন করাইলেন। বেলা হইলে কবিরাজ আসিল, কবিরাজ রজনীকে বলিল, "আপনি নির্ব্যাধি হইয়াছেন"। রজনী তাঁহাকে আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন যে, সুবর্ণপুরে ত্বরায় তাঁহার অবস্থার সংবাদ পাঠান। কবিরাজ, আগামি কল্যই সংবাদ পাঠাইবেন, স্বীকার করিয়া গেলেন। রজনী দিন দিন আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দৌর্ব্বল্যবশতঃ কুটীরমধ্যেই থাকিতেন—একাকী থাকিতেন। বিনোদিনী আর তাঁহার শিয়রে বসিয়া থাকিতেন

না। বিনোদিনীকে এক্ষণে দিনান্তে দুই তিনবার মাত্র দেখিতে পাইতেন। পথ্য দিবার সময়ে এবং ঔষধ দিবার সময়ে। বিনোদিনী লজ্জায় আর তাঁহার নিকটে আসিতেন না, সেই বিলের ধারে একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া আপনার চিন্তায় একাকিনী দিনযাপন করিতেন। বিনোদিনীর আর সে কেশবিন্যাস নাই, তজ্জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ সকল গণ্ডদেশে পড়িয়াছে; সে কর্ণাভরণ নাই—কর্ণাভরণ কি, কোনও আভরণই নাই; বিধবার ন্যায় অলঙ্কারহীন—অতি দীন দুঃখীর ন্যায় পরিধানে মলিন এবং জীর্ণ বসন। আরোগ্যলাভের পর এইরূপ দুই তিন দিন গেল। তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার সময় হরিনাথ বাবু অনেক দাসদাসী ও দুই তিনখান পাল্কী-সহিত আসিলেন। পরদিন প্রত্যূষে তাঁহারা সুবর্ণপুর যাত্রা করিলেন। কিছু দিনের মধ্যে রজনী পূর্ব্ববৎ সবল হইয়া কর্ম্মস্থলে যাইবার মনন করিলেন। একদিন অতি প্রত্যূষে রজনীকান্তের নৌকা বসুন্ধরার ঘাটে লাগিল, তাহাতে দাসদাসী জিনিস পত্র সকল উঠিল, কেবল কুমুদিনী ও রজনীকান্ত উঠেন নাই। কুমুদিনী সকলের নিকট বিদায় লইয়া বিনোদিনীর নিকট গেলেন। ভগিনীদ্বয় গলা ধরাধরি করিয়া অনেক কাঁদিলেন। বিনোদিনী ভগিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ খিড়কীদ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন। তৎপরে কুমুদিনী স্ত্রীলোকগণপরিবেষ্টিত হইয়া বাক্স

করিলেন। এদিকে রজনীকান্ত বিদায় লইবার মানসে বিনো-দিনীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না! অতি ক্ষুণ্ণ মনে রজনী নৌকায় আসি-লেন; দেখিলেন, স্ত্রীলোকগণ কুমুদিনীকে নৌকায় তুলিয়া দিতে আসিয়াছে। তন্মধ্যে বিনোদিনী নাই। নীরবে নৌকায় বসিয়া হরিনাথ বাবুর সৌধমালার প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। হঠাৎ মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। দেখিলেন, সর্ব্বোচ্চ ছাদের উপর একটি স্ত্রীলোক আকাশপটে চিত্রবৎ দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে দেখিতেছে। রজনী অমনি নৌকা ত্যাগ করিয়া তীরে উঠি-লেন, এবং মুহূর্ত্ত-মধ্যে সেই ছাদে আসিয়া দেখিলেন, বিনোদিনী আলিসা ধরিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। বিনোদিনী পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, রজনীকান্ত। অমনি চক্ষু পর্য্যন্ত আবরণ করিয়া আধঘোমটা টানিলেন, এবং ক্রন্দন সংবরণ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, সফল হইলেন না। গিরিচ্যুত নির্ঝরিণীর রুদ্ধ বেগের ন্যায় তাঁহাকে দেখিবামাত্র ক্রন্দন উছলিয়া উঠিল। ঘোমটা টানিয়া কুলবধূর ন্যায় মুখাবরণ করিয়া রজনীকান্তের নিকট দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া রজনীকান্তের হৃদয় গলিয়া গেল, প্রস্তরবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন, নয়নে দর-বিগলিত ধারা বহিতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর রজনী

বলিলেন "বিনোদিনি, অনেক দিন আর দেখা হবে না, যাবার সময় আমায় সঙ্গে একটা কথা কও।" বিনোদিনী উত্তরে কেবল মুখাবরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উভয়ে নীরবে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিম্ন হইতে একজন চেঁচাইয়া বলিল, "রজনী বাবু, শিগ্‌গির এস ; বারবেলা হ'লো।" পুনঃপুনঃ সেই ব্যক্তি ডাকাতে রজনী বলিল, "তবে আমি এখন যাই, তুমি ত আমার সঙ্গে কথা কবে না।" এই বলিয়া সেই স্থান হইতে রজনী চলিলেন। সিঁড়ির নিকট আসিয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলেন ; দেখিলেন, বিনোদিনী কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার দিকে আসিতেছেন, যেন কি বলিবেন। রজনী দাঁড়াইলেন। বিনোদিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে আর একবার এস।"

রজনী। এলে তুমি ত আমার সঙ্গে দেখাও করিবে না, কথাও কহিবে না। এসে কি কর্‌ব ?

বালিকাস্বভাব বিনোদিনী গদ্গদস্বরে বলিল, "কথা কব, তুমি আর একবার এস।"

রজনী তদ্রূপ স্বরে উত্তর করিলেন, "তবে আস্‌ব।" এই বলিয়া দ্রুত সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। নৌকায় কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "অত অন্তমনস্ক কেন ?" রজনী কহিলেন, "জানি না।"

চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

“ম'রে গেলে কি স্বর্গে যায়?”

“কই আমার মালা কই? আমার মালা? আমি যে কত দুঃখে মালা গাঁথিলাম—আমি যে কত কষ্টে ফুল তুলিলাম—কত যত্নে একটি একটি করিয়া গাঁথিলাম—তাঁকে পরাইব ব'লে—কই আমার মালা—হাঁ মা—আমার মালা কি হ'লো?”

গভীর যামিনীতে হরিনাথ বাবুর বৃহৎ অট্টালিকার একটি সুসজ্জিত কক্ষে ষোড়শবর্ষীয়া একটি যুবতী, অতিশীর্ণ, অতি মলিন, শয্যায় মিশাইয়া জ্বরে এ পাশ ও পাশ করিতেছে আর অতি মৃদু অথচ মধুরস্বরে প্রলাপ বাক্য বলিতেছে।—

"হাঁ মা আমার মালা ?"

নিকটে একটি দীপ জ্বলিতেছে আর শয্যোপরি একটি অর্দ্ধবয়সী স্ত্রীলোক বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছে আর এক একবার অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতেছে।

"হাঁ মা আমার মালা কি হ'লো ?"

অর্দ্ধবয়সী বলিল, "বিনোদিনি, কেন মা—এত বকিতেছ ?" আবার কক্ষ নিস্তব্ধ হইল—বিনোদিনী চেতনারহিত হইলেন।

রজনীকান্তকে বিদায় দিয়া অবধি বিনোদিনী দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন, প্রবল ঝটিকাপীড়িত অপরিস্ফুটিত গোলাপ কুসুমের ন্যায় শুষ্ক হইতে লাগিলেন—সে রূপ, সে যৌবন, সে লাবণ্য, সে বসন্ত-পবন-চালিত মেঘ-খণ্ডবৎ গতি, সে সহৃদয়তা, সে উল্লাস—সকলই লোপ পাইল, কেবল সেই মাধুর্য্য, সেই ভুবনমোহন হাসি ছিল। বিনোদিনী দিন দিন ক্ষীণ এবং শীর্ণ হইতে লাগিলেন, চতুর্থ মাসে শয্যাশায়িনী হইলেন। কাস এবং তৎসহিত জ্বর, এই সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলেন। অনেক ভাল ভাল চিকিৎসক দেখিল, সকলে একবাক্যে বলিল, "শিবের অসাধ্য—রক্ষা নাই।"

অদ্য রাত্রিতে বিনোদিনীর বড় জ্বর—এ পাশ ও পাশ করিতেছেন আর এলো মেলো বকিতেছেন। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিলেন—"আর একবার এস, আমার মধু-

বার আগে আর একবার এস—কথা কব—দেখা দিব—আমি কি আগে কথা কইতাম না? দেখা দিতাম না? কিন্তু এখন—এখন যে বড় লজ্জা করে—লুকাইয়া লুকাইয়া দেখিব—আর কথা কইতে পারব না।”

বিনোদিনীর মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,

“কি বলিতেছ মা—কেন অত বকিতেছ, স্থির হও।”

বিনোদিনী আবার চুপ করিয়া রহিলেন। এই রূপে সে রাত কাটিল। পর দিবস প্রাতে জ্বরবিচ্ছেদ হইল। কর্ম্ম্যতলে অনেকগুলি স্ত্রীলোক বসিয়া আছে, শয্যোপরি বিনোদিনীর মাতা বসিয়া আছেন, বিছানায় বিনোদিনীর নিকটে একটি পাত্রে স্তূপাকার ফুল রহিয়াছে—গোলাপ, বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, চামেলি—নানাপ্রকার ফুল রহিয়াছে—যেন তাহারা তাহাদের স্বজাতি এবং প্রিয়সখী বিনোদিনীকে দেখিতে আসিয়াছে। বিনোদিনী সতৃষ্ণ নয়নে সেই কুসুমস্তূপ-প্রতি চাহিতেছেন, একএকটি করিয়া পৃথক্ করিতেছেন, তৎপরে সূচ লইয়া শয়নাবস্থাতেই মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিলেন। দুই চারিটি ফুল গাঁথিয়া আর পারিলেন না। হাত কাঁপিতে লাগিল, শরীর ঘামিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া তাঁহার অপরিচিতা—তাঁহার সমবয়স্কা—এক যুবতী আসিয়া তাঁহার নিকট বসিল, এবং বিনোদিনীর আদেশানুসারে সেই মালা গাঁথিল। মালা

ছড়াটি বিনোদিনী কখনও তাঁহার গলদেশে, কখনও হৃদয়ে, কখনও নাসিকারন্ধ্রের নিকট রাখিতে লাগিলেন। সেই সদ্যোগ্রথিত পুষ্পমালা স্পর্শ করিয়া, তাহার ঘ্রাণ লইয়া বিনোদিনী অনেক দিনের পর সুখানুভব করিলেন, মনে মনে আশার উদ্দীপন হইল, ভাবিলেন, "আমি মরিব না—আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, অল্প বয়সে মরিব।" আবার ভাবিলেন, "না—ফুলটি ত না ফুটিতে ফুটিতেই গাছ থেকে শুকাইয়া যায়—আমিও ফুটিতে পাইলাম না।" আবার ভাবিলেন "কোনও কোনও ফুল ত শুকাইতে শুকাইতে আবার প্রস্ফুটিত হয়—কিন্তু তাহারা যে বাঁচে, সে তাহাদের কোনও ভালবাসার লোকের আদরে যত্নে বাঁচে—আমায় কে বাঁচাবে? আমায় কে আদর করিবে? আর কাহার আদরেই বা বাঁচিব?—যিনি আমায় বাঁচাইতেন তিনি দেশান্তরে—তিনি কি আমার পীড়া শুনিয়া দুঃখিত? কখনও না। যদিই দুঃখিত হয়ে থাকেন—আচ্ছা—কুলীনের দুই মেয়ের কি এক বরের সহিত বিয়ে হয় না? হয় বই কি—কত। আচ্ছা আমার কি—" চক্ষু মুদিলেন। যে সুখ সকলের অদৃষ্টে সচরাচর ঘটে, তাহা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, সেই আক্ষেপে চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিলেন। বেলা হইলে স্ত্রীলোকেরা উঠিয়া গেল, কেবল তাঁহার মাতা তাঁহার নিকট রহিল। বিনোদিনী বলিলেন, "মা সংবাদ পাঠাইয়াছ?"

বিনোদিনীর মাতা উত্তর করিলেন, "কোথায় পাঠাব মা ?"

বি। ব্রজ—দিদির কাছে।

মা। পাঠাইয়াছি।

বি। মা—কবিরাজের কথা মত আমি আর কত দিন পর্য্যন্ত বাঁচিব।

তাঁহার মাতা কাঁদিয়া উত্তর করিলেন, "কেন মা অমন কথা কহিতেছ ? বালাই, বালাই—বাঁচিবে বই কি—কি হইয়াছে যে মরবে—"

বিনোদিনী আবার সেই ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া তাঁহার মাতার গলা জড়াইয়া বলিলেন "বালাই, আমি মরিব কেন—মা—তুমি কেঁদোনা—মা কাঁদিস্ না।" এই বলিয়া উভয়ে গলা জড়াজড়ি করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

নানাপ্রকার মানসিক ক্লেশে উত্তেজিত হইয়া বিনোদিনী মোহ গেলেন। সেইদিন বিনোদিনীর পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি পাইল, ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হইতে লাগিলেন।

দুই প্রহরের সময় বিনোদিনী ধীরে ধীরে তাঁহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"হ্যাঁ মা, ম'রে গেলে কি স্বর্গে যায় ?" তাঁহার প্রসূতি একটু কঠিন স্বরে বলিলেন, "চুপ কর না মা, তোমার সে সকল কথায় কাজ কি।"

বিনোদিনী আবার সেই মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, “বল না মা, তাতে দোষ কি?”

এক বৃদ্ধা হর্ম্ম্যতলে বসিয়া তুলসীর মালা ঘুরাইতেছিল, —বিনোদিনীর মাতাকে চুপি চুপি বলিল, “পরকালের কথা কহিতে দোষ কি?” তৎপরে বিনোদিনীকে বলিল, “যারা ধর্ম্ম-কর্ম্ম ক’রে মরে, তারাই স্বর্গে যায়—আর সেখানে অক্ষয় সুখ পায়।”

বি। আচ্ছা, যাদের আমি বড় ভাল বাসি—দেখিতে বড় সাধ করি, তাদের সঙ্গে কি সেখানে দেখা হয়?

প্রাচীনা। হয়।

বিনোদিনী ভাবিতে লাগিলেন, “তবে যেন আমি স্বর্গে যাই—হে পরমেশ্বর তবে যেন আমি স্বর্গে যাই—তা হ’লে তাঁর সহিত আমার দেখা হবে—চিরকাল দেখা হবে!” আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,

“হাঁ মা! সেখানে কি চিরকাল দেখা হয় গা?”

প্রাচীনা উত্তর করিল, “চিরকাল।” বিনোদিনী আবার ভাবিতে লাগিলেন, “তবে যেন আমি স্বর্গে যাই—কিন্তু কেমন ক’রে যাব—আমি ত কোনও ধর্ম্মকর্ম্ম করি নাই, কখনও কোনও ব্রত-নেম করি নাই—কোনও পুজা করি নাই—কোনও তীর্থ করি নাই—কেবল একবার কাশী গিয়াছিলাম—আর এক-

বার ত্রিবেণীতেও স্নান করিয়াছি—ও পুন্নিপুকুর, যমপুকুর আর সেঁজুতি করিয়াছিলাম—আচ্ছা এতে কি স্বর্গে যেতে পারে না?" আবার ভাবিলেন "এই সকল কাজকে কি ধর্ম্মকর্ম্ম বলে—আমার বড় সন্দেহ হ'চ্চে।" ইত্যাদি ভাবিতে লাগিলেন। তার পর আর কথা কহিলেন না। সন্ধ্যার পর অবস্থা অতিশয় মন্দ হইলে, ক্ষণে ক্ষণে, মুহুর্মুহুঃ সেই অন্তিমকালের নিকটবর্ত্তিনী হইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা অতিক্রম করিয়া রাত্রি হইল, বিনোদিনীর জ্বর আসিল, কিন্তু জ্বরে সেরূপ ছট্‌ফট্ করিতেছেন না—নিঃশব্দে বিছানায় মিশিয়া আছেন। আর মধ্যে মধ্যে অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন, "একবার এলে হ'ত—দেখ্‌তে বড় সাধ হয়েছে।" আবার নীরব হইলেন। ক্ষণেক পরে বালিশ হইতে মাথা তুলিয়া যেন দূরনিঃসৃত কোনও শব্দ শুনিতে লাগিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ বলিলেন,

"মা, কে আস্‌চে?"

উ। কৈ, কেহ না।

বিনোদিনী তাহা বিশ্বাস করিলেন না, সেইরূপ মাথা তুলিয়া শুনিতে লাগিলেন, জুতার শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। বিনোদিনী তাহা শুনিয়া (কি জানি কি জন্য) অবিরত ঘামিতে লাগিলেন, অতি দুর্ব্বল হইলেন, যেন মোহ যান যান;—কিন্তু একদৃষ্টে দ্বারপ্রতি চাহিয়া রহিলেন, ক্রমে জুতার শব্দ

নিকটবর্ত্তী হইল, এবং পরক্ষণেই কে কক্ষের দ্বার খুলিল, এবং সেই মুহূর্ত্তে রজনীকান্ত বিনোদিনীর নিকট দাঁড়াইয়া—কিন্তু বিনোদিনী মুমূর্ষুবৎ।

ধীরে ধীরে অতি ধীরে বিনোদিনী প্রকৃতিস্থ হইলেন। প্রকৃতিস্থ হইবামাত্র আবার সেই লজ্জা আসিল, সেই চির-শত্রু লজ্জা নয়ন উন্মীলন করিতে নিষেধ করিল—রজনীর সঙ্গে কথা কহিতে নিষেধ করিল—বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া, মুখ ঢাকিয়া, শয্যায় মিশিয়া রহিলেন; কেবল নয়নের নিকটের অবগুণ্ঠন কিঞ্চিৎ অপসৃত করিয়া রজনীকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। এবার বিনোদিনীর সেরূপ ক্রন্দন নাই, বাহ্য চাঞ্চল্যের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই—স্থির হইয়া একদৃষ্টে রজনীকে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু রজনী বিনোদিনীর শারীরিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারিলেন না—ধারার উপর ধারা পড়িতে লাগিল। জামাতার কান্না দেখিয়া, বিনোদিনীর মাতা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। জামাতার সম্মুখে—এবং রোগিণীর সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে না পারিয়া তিনি ঘর হইতে বাহিরে গেলেন।

রজনী রোদন সংবরণ করিয়া বিনোদিনীর কাছে বসিলেন। বিনোদিনী কাঁদিতেছিল—রজনী কাছে বসিল দেখিয়া প্রফুল্ল-মুখে হাসিল—উৎকণ্ঠিত নয়নে রজনীর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

সেই স্নেহময় আহ্লাদবিস্ফারিত কটাক্ষ শেলের মত রজনীর বুকে বিঁধিল—তখন প্রকৃত কথার কিছু কিছু বুঝি রজনী বুঝিতে পারিলেন।

রজনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনোদিনি, কেমন আছ?"

বিনোদিনী অতি মৃদু হাসি হাসিয়া বলিল, "এখন বেশ আছি, তুমি কেমন আছ?"

রজনী কিছু উত্তর না করিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিলেন। বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দিদি কেমন আছে?"

র। ভাল আছে।

তার পর কথা বলিতে বিনোদিনীর চক্ষে জল পড়িল— বলিলেন, "দিদিকে বলিও, আমি মরিবার সময়ে দেবতার কাছে কামনা করিতেছি—দিদি যেন আমার মত সুখী হয়—আমি যেমন তোমার কোলে মরিলাম—দিদি যেন তোমার কোলে তেমনি মরে।"

তখন রজনীকান্ত সকল বুঝিয়া, কপালে করাঘাত করিলেন।

বিনোদিনী তাহা দেখিলেন, রজনীর হাত ধরিলেন; বলিলেন, "ছি! অমন করিও না। দিদিকে ভাল বাসিও— আমি যে তোমার জন্ত প্রাণত্যাগ করিলাম, ইহা যেন দিদি কখনও না জানিতে পারে।"

রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "পরকালে তুমি সুখী হইবে।"

বিনোদিনী বলিলেন, "আজ আমাকে দেখা দিয়া, তুমি আমায় ইহকালে সুখী করিলে। আমি তোমায় দেখিয়া মরিলাম।"

এই বলিয়া বিনোদিনী নীরব হইল। অধরপ্রান্তে মৃদু হাসি না মিলাইতে মিলাইতে বিনোদিনী রজনীর ক্রোড়ে প্রাণত্যাগ করিল।